Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED 3/416
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

PRESENTED
LIBRARY
No. 3/416
ashram
BANARAS

যুগর্ষি বিবেকানন্দ

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY

SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM

BHADAINI, VARANASI-1

No. 3/416

Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 Paise daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

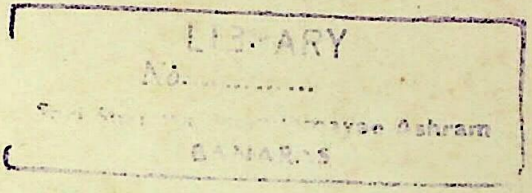

যুগর্ষি বিবেকানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুগর্ষি বিবেকানন্দ

LIBRARY
No. 3/416
Shri Shri Anandamayee Ashram
BANARAS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

LIBRARY
No. ..... 3/[illegible]
Shri Shri Anandamayee Ashram
BANARAS

শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

শ্রীবিশ্বকোষ্ট্রবিশ্বাস

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাব্‌লিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড্, কলিকাতা-৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথম সংস্করণ :
৭ই শ্রাবণ,
১৮৮৫ শকাব্দ

টা. ২·৭৫

প্রচ্ছদসজ্জা :
অজিত গুপ্ত

প্রকাশক : শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ৭

মুদ্রাকর : শ্রীবলদেব রায়
দি নিউ কমলা প্রেস
৫৭।২, কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৯

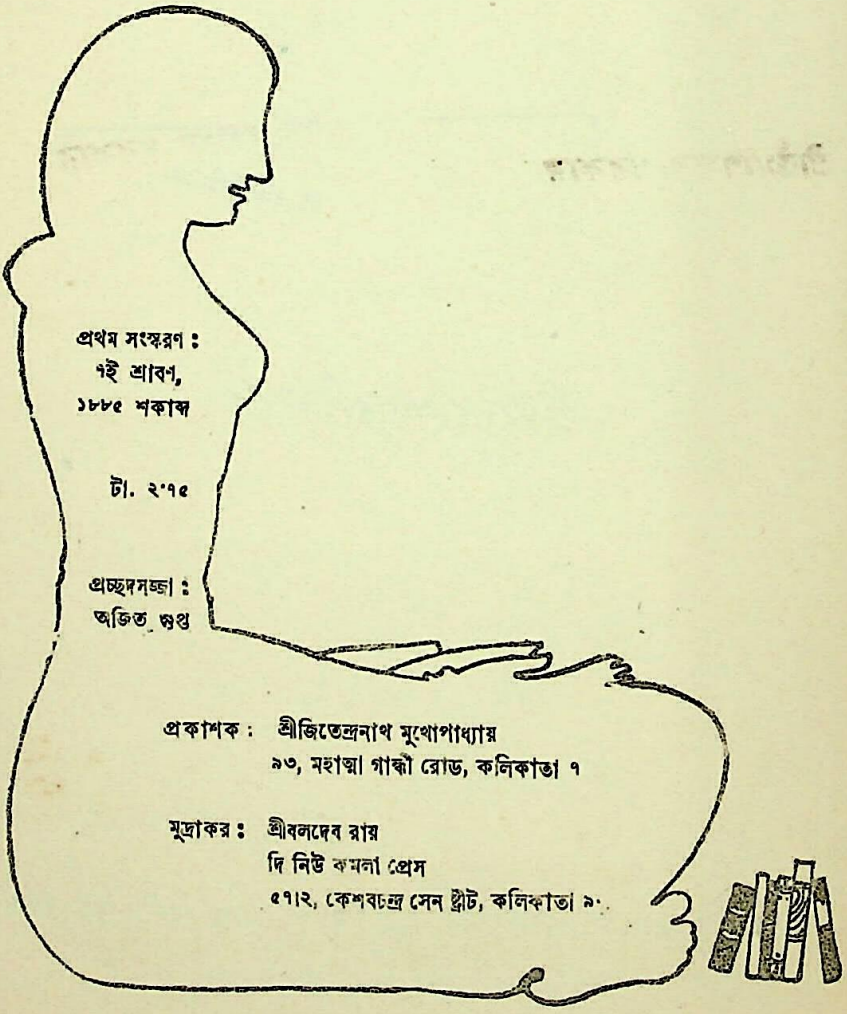

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/416

উৎসর্গ

—বাবাকে—

আমার বালক-মনকে মহাজীবনের প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন যিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

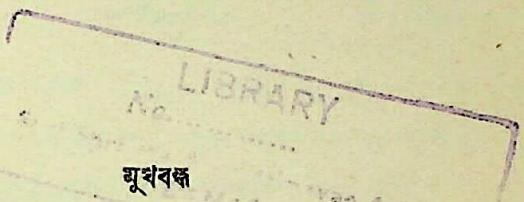

মুখবন্ধ

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও চরিত্র এমনি যে সে সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হওয়া দুরূহ। এ কথা শুধু ভারতবাসীর সম্বন্ধেই প্রযোজ্য নয়—সমস্ত বিশ্ববাসীর সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। অন্ততঃ বর্তমান যুগে বিবেকানন্দের ভাবধারা মানবজীবনে অপরিহার্য—সূর্যরশ্মির মতই তা প্রাণদায়ক।

এই গ্রন্থে মহাজীবনের বিশ্লেষণে যদি কিছু ত্রুটি ঘটে থাকে, তবে সে ত্রুটি আমার। তা, পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণে ভ্রম-প্রমাদ ঘটতে পারে, তাতে দেবতার কিছুমাত্র মাহাত্ম্যহানি হয় না। ইতি।

লেখক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

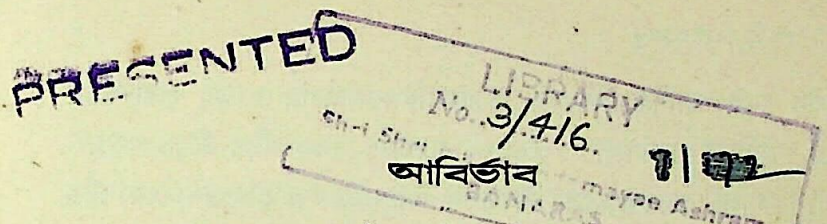

আবির্ভাব

বহুকালের পুরন একটা বাড়ি। বাড়ি ত নয়—বিশাল এক গোলকধাঁধা যেন! মহলের পর মহল, দালানের পর দালান, ঘরের পর ঘর। ঘরের সংখ্যা যে কত, তা বাসিন্দারাও জানে না!

বাড়িখানির এখন চরম দুর্দশা। দরজা-জানালার কপাটগুলি অদৃশ্য হয়েছে, দেওয়ালে দেওয়ালে অসংখ্য ফাটল, ছাদেও ফাট ধরেছে বহু জায়গায়, চুনবালির গন্ধও নেই আর কোথাও।

দেওয়ালগুলি তবু এখনও বেশ মজবুত, খিলানগুলি আরও। আর, ভিতটা জায়গায় জায়গায় খুঁড়তে গিয়ে বাসিন্দাদের ভালভাবেই উপলব্ধি হয়েছে যে, ও ভিত খোঁড়ার মত শাবল আজও তৈরি হয়নি পৃথিবীতে!

এ বাড়ি যদি কোনদিন মাটির তলায় চাপাও পড়ে যায়, তবু এর অস্তিত্বলোপ হবে না—দূরভবিষ্যতের প্রত্নতাত্ত্বিকরা মাটি খুঁড়ে একে আবিষ্কার করবে, গবেষকদের সবিস্ময় পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলবে একে নিয়ে।

বাড়িতে বাসিন্দা অনেকগুলি। কতগুলি, তা তারা নিজেরাও জানে না—গুণে দেখবার চেষ্টাও করে না। এককালে সবাই ছিল একই পরিবারভুক্ত, এখন হয়েছে শত শত পরিবার। কার সঙ্গে কার যে কি সম্পর্ক, তাও তারা বড় জানে না—জানতেও চায় না। বর্তমানে তাদের চাল-চলনে মিল নেই, শিক্ষা-দীক্ষায় মিল নেই,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিল নেই আর্থিক অবস্থায় বা সামাজিক মর্যাদায়। তবু তারা সবাই ঐ বাড়িরই বাসিন্দা। এ যেন একটি জ্বলন্ত দীপ দিয়ে অসংখ্য দীপ জ্বালা হয়েছে; সে দীপগুলির কোনটির দ্যুতি বেশি, কোনটির বা কম,—কোনটি ঝড়ের সঙ্গেও লড়াই করে টিকে থাকে, আবার কোনটি বা অল্প বাতাসেই যায় নিভে। তবু ওগুলি সবই দীপ।

বাসিন্দাদের অধিকাংশই দীনদরিদ্র, তবে ধনীও আছে দু-একজন। ধনীদের ভাগে বাড়ির যে যে অংশ পড়েছে, তাও তারা বড় একটা মেরামত করেনি; দু-একজন যাও বা করেছে, তা জোড়াতালি দিয়ে। এ বাড়ি ভাল করে মেরামত করতে হলে অঢেল টাকার দরকার। এই মান্ধাতার আমলের এজমালি বাড়ির সামান্য অংশের জীর্ণসংস্কার করবে এত টাকা ঢেলে! তার চেয়ে বরং অন্য জায়গায় মনের মত নোতুন বাড়ি তৈরি করাই বুদ্ধিমানের কাজ। ধনীরা তাই-ই করছে।

আর দরিদ্রেরা? তারা ঐ চুনবালি-খসা দেওয়ালের আড়ালে মাথা গুঁজে দিনযাপন করছে কোনমতে। পায়রা ইঁদুর চামচিকে বাদুড় তাদের সঙ্গী; মাঝে মাঝে দুই-একটা গোখরোও এসে অতিথি হয়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলে, বাসিন্দাদের অবস্থা হয়ে ওঠে মর্মান্তিক। ভাল আলো জ্বালবার পয়সা নেই তাদের—হ্যারিকেন পর্যন্ত দৌড়। ফলে, ঐ মাঠের মত বিশাল বাড়িটার প্রায় সর্বত্র অন্ধকার থিতিয়ে থাকে। সারারাত ধরে থম্‌থম্ করে বাড়িখানা—যেন ঐ আবছা অন্ধকারে প্রতিটি আনাচে-কানাচে শতলক্ষ ভূতের ফিস্‌ফিস্ মজলিস বসে। দরিদ্র বাসিন্দারা জড়সড় হয়ে ঐ ফিস্‌ফিসানি শোনে, আর ক্রমাগত আতঙ্কে শিউরে উঠতে থাকে; তারপর একসময়ে মূর্ছিতের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মত ঘুমের কোলে ঢলে পড়ে! এমন কেউ নেই যে ঐ ভূতের ভয়ে আধমরা বাসিন্দাদের এতটুকু আশ্বাস দেয়।

এমনি করেই কাটছিল দিন—কাটছিল দিনের পর দিন, রাতের পর রাত,—প্রায় সাত শতাব্দী ধরে। সহসা একদিন একটা উচ্চ গম্ভীর স্বরে কেঁপে উঠল সারা বাড়িটা থর্‌থর্ করে,—সে কাঁপন আশার, আনন্দের। সবাই শুনল, স্পষ্টকণ্ঠে কে যেন বলছে: "ওঠ—জাগ, আমার সঙ্গে এস। আমি পথ দেখাব তোমাদের। এ বাড়ি আমরা মেরামত করব না। এই শক্ত ভিতের উপর, এই বাড়িরই পুরন অথচ সোনার মত খাঁটি উপাদান দিয়ে আমরা নোতুন অট্টালিকা গড়ব, যে অট্টালিকার তুলনা থাকবে না পৃথিবীতে! ওঠ—জাগ, আমার সঙ্গে এস, আমি **বিবেকানন্দ**!"

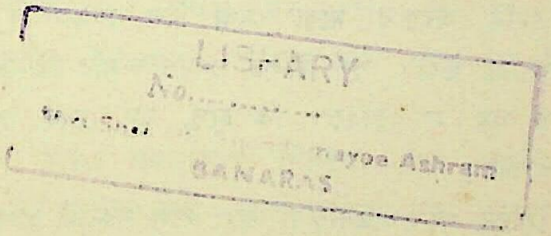

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাঁ, এখন থেকে এক-শ বছর আগে ভারতবর্ষের অবস্থা হয়ে পড়েছিল ঐ পুরন জীর্ণ অট্টালিকার মতই—চুনবালি খসে গেছে, ফাট ধরেছে দেওয়ালে আর ছাদে, একই দেশের লোক শতসহস্র দলে পরস্পরবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ধনী ও ক্ষমতাবান্ ভারতবাসীরা নিজের নিজের স্বার্থ নিয়েই ব্যস্ত—দেশের দিকে ফিরে তাকাবারও অবকাশ নেই তাদের, স্পৃহাও নেই। আর, জনসাধারণ বাস করছে চরম দুর্দশার মধ্যে—নানা পাপ, নানা কুসংস্কার, হাজারও অযথা ভয় চামচিকে-বাদুড়ের মতই তাদের ঘিরে রেখেছে। এর উপর আবার আছে বিদেশী ইংরেজের শাসন ও শোষণ।

এমনি অবস্থার মধ্যে দেখা দিল ১৮৬৩ খ্রিস্টাব্দের বারই জানুআরির ঊষা। সূর্য উঠতে তখনও ছ-সাত মিনিট দেরি। কিন্তু সূর্যের ঘুম না ভাঙলে কি হবে, ঘুম ভেঙে গেছে মহানগরী কলিকাতার!

সেদিন পউষ-সংক্রান্তি। দলে দলে নরনারী চলেছে গঙ্গার ঘাটে মকরসপ্তমীর পুণ্যস্নানের জন্য, ঘরে ঘরে ছেলেমেয়ের কোলাহল জেগেছে পউষ-পার্বণের পিঠে-পায়েসের মিঠে লোভে!

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলে। ছটা তেত্রিশ মিনিট। শাঁখ বেজে উঠল উত্তর-কলিকাতার গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীটে বিশ্বনাথ দত্তের বাড়িতে জন্ম নিয়েছে অপূর্ব সুন্দর এক শিশু—বিশ্বনাথ দত্তের প্রথম পুত্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলিকাতা হাইকোর্টের নামজাদা উকিল বিশ্বনাথ দত্ত। প্রচুর তাঁর আয়, ব্যয়ও তেমনি। তাঁর বাড়িটি যেন একটা বড় হোটেল—ভোর থেকেই মক্কেল আর অতিথি-অভ্যাগতের একটানা আনাগোনা আরম্ভ হত, রাত গভীর না হলে তা বড় থামত না; এছাড়া, বহু দরিদ্র আত্মীয়-স্বজনও বিশ্বনাথের সংসারে থেকে প্রতিপালিত হত, তারা ছিল সম্পূর্ণ নিষ্কর্মা—কেবল খেত পরত আর আরাম করত, তাদের হাতখরচের টাকা পর্যন্ত জোগাতেন বিশ্বনাথ! বিশ্বনাথ ছিলেন আড়ম্বরপ্রিয় ব্যক্তি—বিলাসের বিবিধ উপকরণ ছিল তাঁর, গাড়িঘোড়া দাসদাসীর সংখ্যা ছিল প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি।

তবু সুখ ছিল না বিশ্বনাথের স্ত্রী ভুবনেশ্বরীর মনে। জীবনে আরাম-আয়েস মান-মর্যাদা তিনি অনেক পেয়েছেন বটে, কিন্তু এতটা বয়স হয়ে গেলেও কোলে পাননি কোন ছেলে। কত সাধু-সন্ন্যাসী পূজা-হোম কবচ-তাবিজ! কিন্তু সব ব্যর্থ। অবশেষে তিনি পুত্রকামনায় কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে নিত্য পূজা ও হোমের ব্যবস্থা করলেন।

কিছু দিন যায়। সকালবেলা শিবপূজা শেষ করে ধ্যানে বসেছেন ভুবনেশ্বরী। ধ্যান করতে করতে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেললেন তিনি। সেইভাবেই কাটল তাঁর সারাটা দিন। গভীর রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখলেনঃ তুষারশীর্ষ হিমাদ্রির মত শুভ্রোন্নতকায় শিব স্বয়ং এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর সামনে; শিবের বিশাল মূর্তি ক্রমশঃ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে একটি ক্ষুদ্র শিশুর আকার ধারণ করল, আর সেই শিশু এসে বসল তাঁর কোলে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভয়ে আনন্দে কাঁটা দিয়ে উঠল ভুবনেশ্বরীর সর্বাঙ্গে—তাঁর ঘুম ভেঙে গেল। "শিব—শঙ্কর, শিব—শঙ্কর" বলতে বলতে তিনি বারংবার মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলেন।

আজ তাই কোলে ছেলে পেয়ে মা-ভুবনেশ্বরী তার নাম রাখলেন: বীরেশ্বর। ক্রমে আত্মীয়-স্বজনেরা "বীরেশ্বর"-কে ভেঙে ছোট করে নিলেন, আদর করে ডাকতে লাগলেন "বিলে" বলে। অন্নপ্রাশনের সময়ে শিশুর নাম রাখা হল: নরেন্দ্রনাথ।

একগুঁয়ে দামো

হাড়-জ্বালান ছেলে। যেমন অশান্ত, তেমনি তার গোঁ। বকাঝকা মারধর, কিছুতেই শায়েস্তা হয় না সে। মা-ভুবনেশ্বরী রাগ করে বলেন একদিন: "মহাদেব নিজে না এসে কোত্থেকে একটা ভূত পাঠিয়েছেন!"

ছেলে কি সহজ দুষ্টু! তার জ্বালায় অস্থির হয়ে বড় বোনেরা হয়ত মারতে এসেছে তাকে, অমনি সে ছুটে গিয়ে নামল নরদমার মধ্যে—সারা গায়ে নোংরা কাদা মেখে বোনদের বলল: "কই, ধর দেখি আমাকে!" বোনেরা অশুচি হবার ভয়ে নরদমায় নামতে পারল না। তা দেখে শ্রীমান্ বিলুর মহাকৌতুক—নেচে নেচে হাততালি দিতে লাগল সে!

অবশেষে ভুবনেশ্বরীই আবিষ্কার করলেন ছেলেকে শান্ত করার কৌশল। বিলেকে যখন তিনি কিছুতেই বাগ মানাতে পারতেন না,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন "শিব—শিব" বলে তার মাথায় একটু জল ঢেলে দিতেন। বিলে অমনি শান্ত-সুবোধ হয়ে পড়ত। কখনও কখনও ভুবনেশ্বরী বলতেন: "দেখ্ বিলে, অমন দস্যিপনা করলে মহাদেব তোকে কৈলাসে ঢুকতে দেবেন না।" এ কথা শুনে বিলু শান্ত হয়ে সভয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত।

কিন্তু এই দুর্দান্ত শিশু যখন তার মায়ের কাছে বসে রামায়ণ-মহাভারত-পড়া শুনত, তখন তার চেহারা সম্পূর্ণ পালটে যেত, মনে হত এমন শান্ত-শিষ্ট শিশু বুঝি ভূ-ভারতে আর নেই!

আরেকটি সময়ে অত্যন্ত শান্ত হয়ে থাকত বিলু, সে হল শিবপূজার সময়। মায়ের দেখাদেখি সেও ছাদের একখানা নিরালা ঘরে একটি শিবমূর্তি স্থাপন করেছিল। পাড়ার সমবয়সী ছেলেদের সে-ই ছিল সরদার, ঐ ছেলের দলকে নিয়ে সে শিবপূজা করত।

মায়ের অনুকরণে বিলুও শিবপূজা শেষ করে ধ্যানে বসত। সে ধ্যান নেহাত ছেলেখেলা ছিল না—ঐ বয়সেই সে প্রকৃত যোগীর মত বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ধ্যানের মধ্যে ডুবে যেত! তার এই ধ্যানের ফলে একদিন ত বিষম বিপর্যয় ঘটারই উপক্রম হয়।

সেদিন বিলু তার সঙ্গীদের নিয়ে শিবমূর্তির সামনে বসে ধ্যানের খেলা খেলছিল। হঠাৎ একটি ছেলে চোখ মেলে দেখে কাছেই একটা সাপ। "সাপ—সাপ" বলে চিৎকার করে উঠল সে। তা শুনে অন্য ছেলেরাও চোখ মেলল, সাপ দেখে সবাই ভয়ে ছুটে পালিয়ে গেল ঘর থেকে। কিন্তু বিলু যেমনি ধ্যান করছিল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তেমনি ধ্যান করতে লাগল,—তার কোন বাহ্যজ্ঞান আছে বলে মনে হল না।

ছেলেদের ডাকে বাড়ির লোক সবাই ছুটে এলেন, বিলুর বাপ-মাও এলেন। কি যে তাঁরা করবেন, তা ভেবে পেলেন না। সাপটাকে আঘাত করলে যদি না মরে, তবে ত সেটা তেড়ে এসে কামড়ে দিতে পারে বিলুকে; অথচ এদিকে এত যে শোরগোল, তা কিছুই ঢুকছে না ছেলের কানে—ধ্যানেই ডুবে আছে সে! পরিজনেরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সৌভাগ্যক্রমে কিছুক্ষণ পরে সাপটা আপনা থেকেই চলে গেল। বিলুরও ধ্যান ভাঙল। সব শুনে সে নির্বিকারমুখে বলল: "কই, আমি ত কোন চিৎকার শুনতে পাইনি,—ধ্যান করতে করতে ভারী আনন্দ পাচ্ছিলুম আমি!"

পরিজনেরা সেদিন ঐ জন্মযোগী বালকের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেননি নিশ্চয়ই।

অতটুকু বয়সেই বিলুর জানবার আগ্রহ ছিল প্রবল। তাকে নিয়ে বেড়াতে বেরন ছিল মস্ত জ্বালা—তার খালি প্রশ্ন: "এটা কি? ওটা কি?" এই কৌতূহলের বশে একদিন ত সে এক মজার কাণ্ডই করে বসল।

বিশ্বনাথবাবুর কাছে নানান্ জাতের নানান্ ধর্মের মক্কেল আসত। আজকাল বাড়িতে লোক এলে চা দিয়ে ভদ্রতা করা হয়, সেকালে করা হত পান-তামাক দিয়ে—চায়ের রেওয়াজ তখন ছিল না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সে যুগে জাত-বিচার ও ছোঁয়াছুয়ির সংস্কার ছিল প্রবল। সেজন্য বিশ্বনাথবাবুর বৈঠকখানায় আলাদা আলাদা জাতধর্মের লোকের জন্য আলাদা আলাদা হুঁকো সাজান থাকত।

একদিন বিশ্বনাথবাবু বৈঠকখানায় ঢুকে দেখেন: শ্রীমান্ বিলু নিরিবিলিতে একটার পর একটা হুঁকো টেনে চলেছে! তিনি বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: "ওকি রে?"

ছেলে উত্তর দিল: "শুনলুম, অন্য জাতের ছোঁয়া খেলে নাকি জাত যায়; তাই দেখছিলুম, এই নানান্ জাতের হুঁকো টানলে আমার জাত যায় না থাকে!"

শিশু বিলুর দেশভ্রমণেরও আগ্রহ ছিল খুব। এই আগ্রহ আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন বিশ্বনাথবাবুর এক মক্কেল। ভদ্রলোক ছিলেন পেশাওয়ারী মুসলমান। তিনি এলেই বিলুকে কোলে বসিয়ে পঞ্জাবে ও আফগানিস্তানে নিজের ভ্রমণ-কাহিনী শোনাতেন।

অবাক্-চোখে বক্তার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বিলু ঐ সব ভ্রমণ-কাহিনী শুনত, তার মন ছুটে যেত পঞ্জাবে ও আফগানিস্তানে, তার শিশু-চিত্তে স্বপ্ন জেগে উঠত: সেও যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে ঐ দুটি দেশে—কখনও হাতির পিঠে, কখনও বা উটে চড়ে!

বিলু একবার ভদ্রলোককে ধরে বসল যে, তাকে ঐ স্থান-দুটিতে নিয়ে যেতে হবে। ভদ্রলোক হেসে বললেন: "তুমি আর দু-আঙুল বড় হও, তাহলেই তোমাকে নিয়ে যাব।"

এ কথা শোনবার পর কি বিলুর আর ঘুম হয় সে রাতে? পরদিন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকালেই সে ভদ্রলোককে গিয়ে বলল : "কাল রাতেই আমি দু-আঙুল বড় হয়ে গেছি, আমাকে নিয়ে চলুন !"

দুরন্ত বিলু যেমনি ছিল কৌতূহলী, তেমনি সাহসী। কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্য কোন ভয়-ডরকে সে গ্রাহ্য করত না। প্রায় প্রতিদিন মায়ের কাছে বসে রামায়ণ-পড়া শুনত সে। ফলে, হনুমানকে সে বড় ভালবেসে ফেলেছিল। হনুমানের ভক্তি হনুমানের বীরত্ব মুগ্ধ করেছিল তাকে। মায়ের কাছে সে শুনেছিল যে হনুমান অমর— এখনও বেঁচে আছে। শিশুর সহজবিশ্বাসী মন নিয়ে এ কথা সে সত্য বলেই মেনে নিয়েছিল। এখন সে উৎসুক হয়ে উঠল হনুমানকে স্বচক্ষে দেখবার জন্য।

পাড়ায় একদিন কথকতা শুনতে গেল বিলু। হনুমানেরই কথা বলছিলেন কথক। বিলু একসময়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করল : "আচ্ছা কথকঠাকুর, আপনি যে বললেন : হনুমান কলাবাগানে থাকে, তা আমি সেখানে গেলে তার দেখা পাব ?"

"হ্যাঁ খোকা, কলাবাগানে খুঁজলে তুমি তাকে পেতে পার" রহস্য করে জবাব দিলেন কথকঠাকুর। বালকের আন্তরিক আগ্রহ তিনি বুঝতে পারলেন না। জহুরি ছাড়া কি জহরের মূল্য বুঝতে পারে ?

সেদিন হইচই পড়ে গেল দত্তবাড়িতে। সন্ধ্যা উতরে গেছে, কিন্তু বিলু কই ? পরিজনেরা দুশ্চিন্তায় অস্থির হয়ে চারদিকে খোঁজাখুঁজি করতে লাগলেন, মা-ভুবনেশ্বরী একমনে ডাকতে লাগলেন ভগবানকে। কিন্তু বিলু কই !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অবশেষে গভীর রাত্রে বাড়ি এল সে। মায়ের দেহে প্রাণ ফিরে এল, ব্যাকুল হয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: "কোথায় ছিলি রে এতক্ষণ?"

সে কথার সরাসরি জবাব না দিয়ে বিলু বলল: "আচ্ছা মা, তুমি ত বলেছ যে হনুমান অমর। আর, আজ কথকঠাকুর বললেন যে সে কলাবাগানে থাকে। তা, আমি ত এতক্ষণ পাড়ার কলাবাগানে বসেছিলাম, কিন্তু কই, তার দেখা পেলাম না ত?"

এমন পাগল ছেলেকে মা আর কি জবাব দেবেন! বিলুকে কোলে নিয়ে সস্নেহে তার মুখচুম্বন করে তিনি তাকে সান্ত্বনা দিলেন: "দুঃখ করো না, আজ বোধ হয় হনুমান রামের কাজে অন্য জায়গায় গেছে।"

মায়ের কথায় শান্ত হল বিলু। কিন্তু কি দুঃসাহস! সেকালের কলিকাতা সন্ধ্যা হলেই ঝিমিয়ে পড়ত। না ছিল ইলেকট্রিক আলোর জৌলুস, না ছিল এত গাড়িঘোড়া লোকজনের ভিড়। এখনকার তুলনায় দোকান-পত্তরের সংখ্যা শতভাগেরও একভাগ ছিল না। তখন পর্যন্ত বেতার-আবিষ্কারের স্বপ্নও বোধ হয় দেখেননি কোন বিজ্ঞানী। সিনেমা তখনও মানুষের অজানা। ছিল থিএটার, কিন্তু তা পেশাদার নয়,—বড় বড় লোকের বাড়িতে বাঁধা স্টেজ মাত্র; সারা বছরে দুই-একবারের বেশি অভিনয় হত না সেগুলিতে। রাস্তাগুলিতে বেশ দূরে দূরে এক-আধটা গ্যাস-বাতি জ্বলত; তাতে আলো যত না হত, তার চেয়ে ঢের বেশি জমে উঠত গা-ছম্‌ছম্‌-করা অন্ধকার! সন্ধ্যার পর পথ দিয়ে লোক চলত না বড় একটা। মাঝে মাঝে কেবল এক-আধজন লোক বেরত "ভূত" সেজে,—হাতে-মুখে কালি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মেখে, লম্বা আলখিল্লা পরে, পায়ে ভারী মল ঝম্‌ঝম্ বাজিয়ে বাড়ি বাড়ি খেলা দেখিয়ে ফিরত তারা পয়সা রোজগারের ফিকিরে। আর, মাঝে মাঝে শোনা যেত: "বেলফুল! চাই বেলফুল!!" আর ছিল "মুশকিল-আসান"—মুসলমান ফকির প্রদীপ ঘুরিয়ে চামর নেড়ে গৃহস্থের কল্যাণ-কামনা করে যেত এক-আধটা পয়সার বিনিময়ে। ছোটদের কথা দূরে থাক, বড়দেরও তখন প্রায়ই ভূতে পেত সেকালের রাতের কলিকাতায়!

সেই ভূত-জাগান অন্ধকারে বিলুর মত দুধের শিশু কিনা মাঝ-রাত পর্যন্ত একলা বসে কাটাল কলাবাগানে! আশ্রিত পরিজনেরা আড়ালে মন্তব্য করলেন: "ছেলে ত নয়—একগুঁয়ে ডানপিটে দানো একটা!"

দানোই সত্যি, কিন্তু ভারী বুদ্ধিমান্ দানো! বিলুকে ফাঁকি দেওয়া সহজ ছিল না। তার এক পড়শির বাড়িতে একটা বড় চাঁপাফুলের গাছ ছিল। সে ঐ গাছের উঁচু ডালে পা বাধিয়ে দিয়ে মাথা ও হাত নিচে ঝুলিয়ে দোল খেত। পাছে বাচ্ছা ছেলে পড়ে গিয়ে একটা অঘটন ঘটায়, তাই ঐ বাড়ির এক বুড়ো কর্তা বিলুকে ভয় দেখিয়ে বললেন: "ছি! ও গাছটায় উঠ না—ওটায় একটা বেহ্মদত্যি থাকে!"

এই বলে বৃদ্ধ ভদ্রলোক ব্রহ্মদৈত্যের বিরাট্ ও বিকট আকৃতির এমন বর্ণনা দিলেন যে, তা শুনলে বিলুর পাঁচগুণ বয়সী লোকেরাও ভয়ে ঘামতে থাকত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিলু গাছ থেকে নেমে ভালমানুষের মত ভদ্রলোকের কথা শুনল; কিন্তু তিনি চলে যেতেই সে আবার সেই গাছে উঠে দিব্যি দোল খেতে লাগল, হেসে সঙ্গীদের বলল: "আরে দূর! সত্যি-সত্যিই যদি এ গাছে বেহ্মদত্যি থাকত, তাহলে এতদিনে সে নিশ্চয়ই আমার ঘাড় মটকাত!"

বালক বিলু কেবল দুষ্টুমিতেই তার এই বুদ্ধি লাগাত না—ভাল কাজেও লাগাত। তখন তার বয়স মাত্র বছর ছয়েক। সঙ্গীদের নিয়ে সে গিয়েছিল চড়কের মেলায়। মেলা থেকে কতগুলি মহাদেবের মূর্তি কিনে তারা বাড়ি ফিরে আসছিল। এমন সময়ে একটা হইচই শুনে বিলু চমকে পিছনে তাকাল, দেখল: তারই সঙ্গের একটি ছোট ছেলে দলছাড়া হয়ে মাঝ-রাস্তায় নেমে গেছে, আর একখানা ধাবন্ত ঘোড়ার গাড়ি উদ্দামবেগে ছুটে আসছে তার দিকে—আরেকটু পরেই ঘোড়ার পায়ের তলায় পড়ে প্রাণ হারাবে ছেলেটি।

চড়কের দিন—রাস্তায় বেশ ভিড়, তবু কেউ সাহস করে ছেলেটিকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে না—কেবল "গেল—গেল" বলে চিৎকার করছে! এ দেখে বিলু তার কেনা মহাদেবের মূর্তিটিকে বগলদাবা করে ছুটে নেমে গেল মাঝ-রাস্তায়, ছেলেটিকে প্রায় ঘোড়ার পায়ের তলা থেকে টেনে এনে বাঁচাল। পথের লোক "ধন্য—ধন্য" করতে লাগল বিলুকে।

ইতিহাসেও এমনি একটি কাহিনী আছে। এই ঘটনার তিন-শ বছর আগে দিল্লীর বাদশাহ্ ছিলেন বাবর। তিনিও অনুরূপভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজের জীবন উপেক্ষা করে পাগলা হাতির পায়ের তলা থেকে একটি শিশুকে বাঁচিয়েছিলেন। কিন্তু বাবর ছিলেন পূর্ণবয়স্ক ও সশস্ত্র, আর বিলু নিরস্ত্র শিশুমাত্র। সুতরাং, তার সাহস, তার বুদ্ধি, তার মহত্ত্বের পাশে বাবরের সাহস বুদ্ধি ও মহত্ত্ব দাঁড়াতেই পারে না।

বিলুর ঠাকুরদাদা, পঁচিশ বছর বয়সেই সন্ন্যাসী হয়ে সংসারত্যাগ করেছিলেন। বিলুরও বোধ হয় তাই সন্ন্যাসীদের উপর বেজায় টান ছিল। তাদের দেখলেই সে হাতের কাছে যা পেত দিয়ে দিত। কতবার যে সে সংসারের দরকারী ও দামী জিনিসপত্র সন্ন্যাসীদের দান করে গুরুজনদের কাছে গঞ্জনালাভ করেছে, তার হিসাব নেই। এমন কি, সে নিজের পরনের কাপড়খানা পর্যন্ত সন্ন্যাসীদের দিয়ে ফেলে উলঙ্গ হয়ে থাকত!

ঐ বয়সেই সন্ন্যাসী সাজতে ভারী সাধ ছিল তার। প্রায়ই সে নিজের কাপড় ফেড়ে কৌপীন বানাত, তারপর সেই কৌপীন পরে নাচত "শিব—শিব" বলে!

জন্মনেতা

ভারী বিপদে পড়েছেন গুরুমশাই। এই পাঁচ-বছরের বালককে অ-আ-ক-খ শেখাতে এসে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন তিনি। কি একগুঁয়ে দানো এই একরত্তি শিশু! একবার কোন গোঁ ধরলেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়, তা ছাড়ায় কার সাধ্য? বকাঝকা মারধর করলে শ্রীমান্ নরেন্দ্রনাথ ওরফে বিলু একেবারে বিগড়ে বসে, তখন আর মোটেই বাগ মানান যায় না তাকে। তবে মিষ্ট কথায় সে তুষ্ট হয় বটে। গুরুমশাই শেষে তাকে মিষ্ট কথায় ভুলিয়েই পড়াতে লাগলেন।

বাড়িতে গুরুমশাইর কাছে পড়া শেষ করে নরেন্দ্র ভরতি হল মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে।

স্কুলে ঢুকে ভারী অসুবিধায় পড়ল নরেন্দ্রনাথ। এই আধা-বন্দিজীবন মোটেই পছন্দ হল না তার। ক্লাসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে শান্তশিষ্ট হয়ে বসে থাকতে তার ভারী কষ্ট হত। তাই কখনও সে উঠে দাঁড়াত, কখনও বসত, কখনও বা ছুটে বেরিয়ে যেত ক্লাস থেকে, আবার কখনও বা নিজের কাপড়-বই ছিঁড়ত। আরণ্য শার্দুল কি পিঞ্জর-জীবন বরদাস্ত করতে পারে?

স্কুলের মাস্টারমশাইরা প্রথম প্রথম গুরুমশাইর মতই নরেন্দ্রকে খুব শাসন করতেন। কিন্তু তাতে আরও খেপে যেত সে—তার চঞ্চলতা যেত আরও বেড়ে। অবশেষে মাস্টারমশাইরাও তাঁদের বদমেজাজী ছাত্রটিকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করার কৌশলটি শিখে ফেললেন।

স্কুলে নরেন্দ্র আনন্দও পেল প্রচুর। এখানে সে বহু ছেলের সঙ্গে মেশবার সুযোগ পেল। পৃথিবীতে এমন দু-একজন দেখা যায়, যাঁদের ললাটে জন্ম থেকেই নেতৃত্বের ছাপ এঁকে দেন বিধাতা। নরেন্দ্রও ঐ রকম ছাপ নিয়ে জন্মেছিল। অতি শিশুকাল থেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্গীদের দলে সে-ই ছিল নেতা, স্কুলেও সে শীঘ্রই সতীর্থদের নেতা হয়ে উঠল। খেলার সময়ে ছেলেরা হয়ত সামান্য ব্যাপার নিয়ে কলহ বাধিয়েছে, নরেন্দ্র গিয়ে তাদের মিটমাট করে দিত। অনেক সময়ে তারা হয়ত নরেন্দ্রের বিচার না মেনে দু-দলে ভাগ হয়ে মারামারি করবার উপক্রম করত, নরেন্দ্র তখন গিয়ে দাঁড়াত দু-দলের মাঝখানে। তার সুঠাম বলিষ্ঠ বপু, বড় বড় সুন্দর চক্ষুদুটিতে সূর্যকিরণের তেজ আর চন্দ্রকিরণের করুণার মেশামেশি, উন্নত ললাটে বিধিদত্ত নেতৃত্বের ছাপ,—এ দেখে ছেলেরা ভয়ে সম্ভ্রমে শান্ত হয়ে যেত—আর মারামারি করত না।

বদমাশ ছেলেদেরও শাসন করত নরেন্দ্র। ঘুষি চালাতে সে ছিল ভারী পটু, দুষ্টেরা তাই যথেষ্ট সমীহ করত তাকে।

এমনি করে বেড়ে উঠে চোদ্দ বছরে পা দিল নরেন্দ্রনাথ। তখন তাকে ধরল ভয়ঙ্কর উদরাময়-রোগে। দীর্ঘকাল ভুগে ভুগে দেহ তার অস্থিচর্মসার হয়ে গেল। পুত্রের স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য তাকে নিয়ে বিশ্বনাথবাবু সপরিবারে গেলেন মধ্যপ্রদেশের রায়পুরে।

সেকালে রেললাইনের তেমন প্রসার ঘটেনি এদেশে; তাই অনেকটা পথ তাঁদের যেতে হল গোরুর গাড়িতে চড়ে।

দিন পনের ধরে একটানা চলেছে গোরুর গাড়ির সারি। নরেন্দ্রের গাড়িতে সে একা। চোখ ভরে দু-ধারের দৃশ্যাবলী দেখতে দেখতে সে চলেছে। আকাশ-ছোঁয়া সব পাহাড়, বিপুল বনের সারি, ছবির মত সুন্দর সুন্দর গ্রাম। চোখ মেলে সে দেখে আর মন তার মেতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঠে। নোতুন করে চিনল আজ মাতৃভূমি ভারতবর্ষকে! অন্তর তার গুঞ্জন করে উঠল:

"ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা॥"

একসময়ে ভাবতে লাগল সে: কে গড়েছে এই অপূর্ব সৃষ্টি? ঐ পাহাড়ের চূড়ায়, গাছের মাথায়, মাঠের বুকে, গাঁয়ের পথে এমন মুঠো মুঠো রত্নমাণিক ছড়িয়ে রেখেছে কে? কে সে পরমকরুণাময়, অপরূপ লীলাধর স্রষ্টা?

শিশু বিলু সাপের সামনে বসে বাহ্যজ্ঞানহারা হয়ে শিবের ধ্যানে ডুবেছিল, আজ কিশোর নরেন্দ্রনাথ স্রষ্টার ধ্যানে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে ফেলল!

ধ্যান ভাঙলে নরেন্দ্র সঙ্কল্প করল: বড় হয়ে আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করবে সে।

রায়পুরে নরেন্দ্র প্রায় দু-বছর থাকে। এখানকার জলবায়ুর গুণে এবং নিয়মিত ব্যায়ামচর্চায় তার দেহ অত্যন্ত বলিষ্ঠ হয়ে উঠল।

রায়পুরে থাকার সময়ে বিশ্বনাথবাবু স্বয়ং পুত্রকে পড়াতেন। তাঁর শিক্ষাদান-প্রণালী ছিল ভারী সুন্দর; তার ফলে নরেন্দ্র স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে এবং নির্ভীকভাবে নিজের মতামত প্রকাশ করতে শিখল।

পিতার কাছ থেকে আরেকটি বিদ্যা শিখল সে, সেটি হল রন্ধনবিদ্যা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রায়পুরে থাকার দরুন নরেন্দ্র দু-বছর স্কুলে যেতে পারেনি। তাই স্কুলের কর্তৃপক্ষ প্রথমে তাকে তার নিজের ক্লাসে অর্থাৎ প্রবেশিকা-শ্রেণীতে ভরতি করতে রাজী হলেন না। যাহক, অনেক চেষ্টা-চরিত্রের পর সে নিজের ক্লাসেই ভরতি হল।

তিন বছরের পড়া একবছরে তৈরি করতে হবে, সুতরাং পড়াশোনার চাপ পড়ল অত্যন্ত বেশি। তবু কিন্তু নরেন্দ্রনাথ খেলাধুলা আমোদ-প্রমোদে অন্য ছাত্রদের চেয়ে কিছুমাত্র পেছিয়ে রইল না, বরং এগিয়েই গেল। ছাত্রদের মধ্যে সে ছিল একজন সেরা মুষ্টিযোদ্ধা ও সেরা ক্রিকেট-খেলোয়াড়। সাঁতারেও সে অত্যন্ত দক্ষ ছিল।

ঐ বয়সেই চমৎকার বক্তৃতাও করতে পারত সে। এই সময়ে তাদের স্কুলের একজন প্রবীণ শিক্ষক অবসরগ্রহণ করেন। ছাত্রেরা তাঁর বিদায়াভিনন্দন-সভার আয়োজন করে। সভায় সভাপতি হন সেকালের শ্রেষ্ঠ বাগ্মী ও ইংরেজীভাষাবিদ্ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরেন্দ্রনাথের সামনে দাঁড়িয়ে কোন ছাত্রই বক্তৃতা করতে ভরসা পেল না। অথচ শিক্ষকের বিদায়াভিনন্দন-সভা, সুতরাং ছাত্রদের পক্ষ থেকেও কিছু বলা দরকার। আর, সেকালে স্কুল-কলেজের সভায় ইংরেজীতেই বক্তৃতা করা ছিল রীতি। কিন্তু কোন্ ছাত্র সাহস করে সুরেন্দ্রনাথের সামনে বক্তৃতা করবে? তাও আবার ইংরেজীতে?

অবশেষে সবার অনুরোধে এগিয়ে এল নরেন্দ্রনাথ। তার সুললিত কণ্ঠস্বর, নির্ভীক ও স্পষ্ট বাচনভঙ্গি, শুদ্ধ ও সুষ্ঠু ইংরেজী শুনে স্বয়ং সুরেন্দ্রনাথ পর্যন্ত মুগ্ধ হয়ে গেলেন—উচ্ছ্বসিত প্রশংসা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করলেন নরেন্দ্রনাথকে। সেদিন ভারতের বাগ্মিশ্রেষ্ঠ আন্তরিক স্বাগত জানালেন আগামীর বিশ্বজয়ী বাগ্মীকে!

আরেকটি বিদ্যায় নরেন্দ্রনাথ সুপণ্ডিত হয়ে উঠেছিল, তা হল সঙ্গীত। স্বভাবতঃই সে ছিল সুকণ্ঠ ও সঙ্গীতানুরাগী। উপযুক্ত ওস্তাদের কাছে তালিম পেয়ে সে কৈশোরেই কণ্ঠসঙ্গীতে ও যন্ত্রসঙ্গীতে পারঙ্গম হয়ে উঠেছিল। তার অপূর্ব দরদ-ভরা কণ্ঠের গান শুনে সকলেই মুগ্ধ হয়ে যেত।

১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে প্রবেশিকা-পরীক্ষা দিল নরেন্দ্রনাথ। পরীক্ষার ফল বেরল। তখনকার দিনে প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ছিল বিষম দুরূহ, আর প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হওয়া ত প্রায় অসাধ্যসাধনের শামিল ছিল। সে বছর মেট্রোপলিটন ইনস্‌টিটিউশন থেকে একটি-মাত্র ছেলেই প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। স্কুলের কর্তৃপক্ষ সবিস্ময়ে দেখলেন যে, সে ছেলেটি হল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। একেই না তাঁরা দু-বছর স্কুলে না আসার অজুহাতে প্রবেশিকা-শ্রেণীতে ভরতি করতে আপত্তি করেছিলেন!

প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নরেন্দ্র ভরতি হল কলিকাতার প্রেসিডেনসি কলেজে। কিন্তু ম্যালেরিয়ায় ভুগে ভুগে তার সে বছরটা নষ্ট হয়ে গেল। পরের বছর সে গিয়ে ভরতি হল জেনারেল অ্যাসেমবলি ইনস্‌টিটিউশনে অর্থাৎ আজকালকার স্কটিশ চার্চ কলেজে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ন্যাসী যে জাগিল ওই

জেনারল অ্যাসেমবলি ইনস্‌টিটিউশনের একটি আলোচনা-সভা। বক্তৃতা দিচ্ছেন কলেজের অধ্যক্ষ উইলিআম হেসটি। হেসটি ছিলেন সেকালের একজন দিক্‌পাল দার্শনিক ও পাণ্ডিত, সুকবি বলেও তাঁর খ্যাতি ছিল যথেষ্ট। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি বললেন: নরেন্দ্রনাথ দত্ত দর্শনশাস্ত্রের চমৎকার ছাত্র—জারমানি ও ইংল্যানডের কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই তার মত প্রতিভাধর ছাত্র একটিও নেই!

নরেন্দ্র তখন ঐ কলেজে এফ্‌. এ. অর্থাৎ আই. এ. ক্লাসের ছাত্র। এর মধ্যেই সে পৃথিবীর আধুনিককালের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের লেখা প্রায় সব পড়ে ফেলেছিল; ঐ সব গ্রন্থের অনেকগুলিতেই দর্শনশাস্ত্রের পণ্ডিত অধ্যাপকেরা পর্যন্ত দাঁত ফোটাতে পারেন না!

এত গভীরভাবে আধুনিক পাশ্চাত্ত্যদর্শন পড়ার ফলে একটা বিশেষ পরিবর্তন এল নরেন্দ্রের জীবনে ও চিন্তাধারায়। এতদিন সে ছিল শিবপূজা নিয়ে মেতে, এবার তার মনে হল: তাইত! ঈশ্বর আছেন, না নেই? আর, যদি বা থাকেনও, তবে ত তিনি নিশ্চয়ই নিরাকার; সুতরাং, সাকারোপাসনা অসঙ্গত।

এমনি করে আবাল্যের বিশ্বাস ভেঙে গেল নরেন্দ্রের, তার মনে জেগে উঠল সংশয়। অন্তরে-বাহিরে অস্থির হয়ে উঠল সে। মারীচকে বধ করে দণ্ডকের আরণ্য আশ্রমে ফিরে সীতাকে না দেখতে পেয়ে রামচন্দ্র যেমন অস্থির হয়ে উঠেছিলেন—উন্মত্তের মত নদী-গিরি-বৃক্ষলতা-পশুপক্ষী প্রত্যেকের কাছে জানতে চেয়েছিলেন সীতার সন্ধান,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নরেন্দ্রও তেমনি ব্যাকুলভাবে প্রতিজনের কাছে ঈশ্বরের সন্ধান করে ফিরতে লাগল।

প্রায়ই সে নাম-করা ধর্মপ্রচারকদের বক্তৃতা শুনতে যেত, প্রায়ই প্রশ্ন করত তাঁদের: "আচ্ছা, ঈশ্বরকে দেখেছেন আপনি?" সে প্রশ্নে এমন প্রাণ-নিঙড়ান আকুলতা থাকত যে, বক্তারা স্তম্ভিত হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন। কোন্ পাষণ্ড ঐ ব্যাকুল প্রশ্নকে উপহাস করে বলবে: "হাঁ, আমি দেখেছি"। অথচ, "দেখিনি" বললেও নরেন্দ্র যে কি মর্মপীড়া পাবে, তার আভাস ত তার চোখে-মুখেই ফুটে আছে!

বক্তারা অবান্তর সব উত্তর দিয়ে মূল প্রশ্ন এড়িয়ে যেতেন, নরেন্দ্রের অস্থিরতা যেত বেড়ে। রাত্রে গোটা নগরী যখন সুষুপ্তির কোলে ঢলে পড়ত, সে তখন অশান্তভাবে পায়চারি করে বেড়াত ছাদের উপর। কখন কখন থমকে দাঁড়াত সে, নিদহারা চোখে ঊর্ধ্বে আকাশের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করত নক্ষত্রপুঞ্জকে: "তোমরা কি জান, তারাদল, ঈশ্বর আছেন কিনা?"

পাশ্চাত্ত্যদর্শনের প্রভাবে নরেন্দ্রের একদিকে যেমন ধারণা হয়েছিল যে, ঈশ্বর নিরাকার—সুতরাং সাকারোপাসনা অসঙ্গত, অন্যদিকে তেমনি ধারণা হয়েছিল যে, যুক্তিতর্কের সাহায্যে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা সম্ভব। তার এই নোতুন ধারণার সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজীদের মিল ছিল। তাই সে "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ"-এর সভ্য হল।

কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা চলত বাঁধা-ধরা নিয়মে ও পদ্ধতিতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাতে মন ভরত না নরেন্দ্রনাথের। ঈশ্বরের আদি নেই, অন্ত নেই, সময় ও নিয়মের অতীত তিনি, তিনি "নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্" : মানুষের কাছে যা নিত্য তারও ক্ষয় আছে, কিন্তু ঈশ্বর অক্ষয়—তিনিই প্রকৃত নিত্য ; সমস্ত চেতনারই লোপ আছে, কিন্তু ঈশ্বর চিরচেতন—তিনিই চৈতন্য ; তিনি এক, তবু তিনিই বহুর কামনাপূরণ করছেন! নরেন্দ্র এই সব কথা ভাবত, আর তাই ব্রাহ্মসমাজী উপাসনায় তৃপ্তি পেত না। পক্ষান্তরে, শিশুকাল থেকেই সে ধ্যানের মধ্যে ভগবান্‌কে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করে আনন্দ পেত। এখন তার সেই ধ্যানের মাত্রা গেল বেড়ে।

এই সময়ে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের নাম দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিণী-মন্দিরের পুরোহিত তিনি। লেখাপড়া বিশেষ জানেন না। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার রাজ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছেন তিনি। "শ্রীশ্রীঠাকুর" বললে তাঁকেই বোঝাত।

ঠাকুর একদিন নরেন্দ্রের এক প্রতিবেশীর বাড়িতে আসেন। তিনি গান বড় ভালবাসতেন। তাই তাঁকে গান শোনাবার জন্য নরেন্দ্রকে ঐ বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হল। নরেন্দ্রের গান শুনে ঠাকুর মুগ্ধ হলেন, যাবার সময়ে তাকে অনুরোধ করে গেলেন : সে যেন দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে। এই সময়ে নরেন্দ্রের বয়স মাত্র আঠার বছর।

কদিন পরে নরেন্দ্রের এফ্. এ. পরীক্ষা হয়ে গেল। একদিন কি মনে করে সে গেল দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের সঙ্গে দেখা করতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নরেন্দ্রকে দেখে পরমানন্দিত হলেন পরমহংস। তাঁর অনুরোধে নরেন্দ্র কয়েকখানা গান গাইল। তারপর একসময়ে তাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে পরমহংস তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। ঠাকুরের চোখ দিয়ে জল ঝরতে লাগল, সে অশ্রু আনন্দের!

পরমহংস বললেন নরেন্দ্রকে: "তুই এতদিন আমায় কেমন করে ভুলে ছিলি রে? তুই আসবি বলে আমি এতদিন ধরে পথপানে চেয়ে আছি! বিষয়ী লোকের সঙ্গে কথা কয়ে কয়ে আমার মুখ পুড়ে গেছে, আজ থেকে তোর মত সত্যিকারের ত্যাগীর সঙ্গে কথা কয়ে শান্তি পাব!"

নরেন্দ্র অবাক্ হয়ে তাকিয়ে রইল রামকৃষ্ণের মুখের দিকে।

ঠাকুর একটু থামলেন, তারপর হাতজোড় করে স্তবের সুরে আবার বলতে লাগলেন নরেন্দ্রকে: "আমি জানি, তুমি সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষি—নররূপী নারায়ণ, জীবের কল্যাণ-কামনায় দেহধারণ করেছ!"

নরেন্দ্রের মনে বিষম সংশয় জাগল: এ পাগল নাকি?

এর পরের তিনবছরের ইতিহাস এক অপূর্ব পরীক্ষার কাহিনী। ভাবী শিষ্য পরীক্ষা করে চলেছে গুরুকে। অতি নির্মম সে পরীক্ষা। নরেন্দ্র কখনও রামকৃষ্ণের মুখের উপরে তাঁর কঠোর সমালোচনা করে, কখনও তাঁর উপাসনা-পদ্ধতির তীব্র প্রতিবাদ করে, কখনও বা অভিমান করে দক্ষিণেশ্বরে যাওয়া বন্ধ করে।

প্রথমবার দক্ষিণেশ্বরে যাওয়ার পর থেকে নরেন্দ্রের মনে ঈশ্বরকে উপলব্ধি করার বাসনা অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠল। তার দিনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাসিখেলা গেল, রাতের ঘুম গেল, অন্তরে শুধু জিজ্ঞাসা : "ব্রহ্ম কে ?" সেই অনাদিকালের অনুত্তরিত প্রশ্ন !

ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেছিলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই সময়ে তিনি কলিকাতার গঙ্গাবক্ষে একখানি বোটে বাস করছিলেন। একদিন রাত্রে তিনি ধ্যানরত আছেন, এমন সময়ে বোটের দরজায় বলিষ্ঠ হাতের ঘনঘন অস্থির করাঘাত শোনা গেল। দরজা খুলতে ভিতরে এল নরেন্দ্রনাথ। চেহারা তার উন্মত্তের মত, রাত্রিজাগরণ ও গভীর দুশ্চিন্তার ছাপ তার সর্বাঙ্গে, কিন্তু চক্ষু দুটিতে শিবনেত্রের মত অলৌকিক ধ্বক্‌ধ্বক্ জ্যোতি !

মহর্ষিকে আকুলভাবে প্রশ্ন করল নরেন্দ্রনাথ : "আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন ?"

নরেন্দ্রের চেহারা দেখে আর প্রশ্ন শুনে মহর্ষি ত স্তম্ভিত, বুঝলেন : এ খেপা নয় সামান্য খেপা !

কিছুক্ষণ ধরে নরেন্দ্রের মুখের দিকে অবাক্-চোখে তাকিয়ে থেকে মহর্ষি ধীরে ধীরে বললেন : "নরেন্দ্র, তোমার চোখ দেখেই বুঝেছি যে তুমি যোগী। তুমি নিয়মিতভাবে ধ্যান কর, তাহলেই ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হবে।"

মহর্ষির কথায় মন ভরল না নরেন্দ্রের। সারারাত জেগে সে অস্থিরভাবে চিন্তা করতে লাগল। পরদিন ভোরেই সে গেল দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণের কাছে।

রামকৃষ্ণকেও নরেন্দ্রের ঐ একই প্রশ্ন : "আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন ?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন: "দেখেছি বইকি! এই তোমাকে যেমন স্পষ্টভাবে দেখছি, তার চেয়েও স্পষ্টভাবে দেখেছি তাঁকে!"

নরেন্দ্র চমৎকৃত হল—এত বড় কথা এমন দৃঢ়তার সঙ্গে আর ত কেউ বলেনি তাকে!

রামকৃষ্ণ আবার বললেন: "আমি যা বলব, তা যদি কর, তবে তোমাকেও দেখাতে পারি।"

নরেন্দ্র চুপ করে রইল। ঠাকুর যা তাকে করতে বলবেন, তা সে জানে,—সে হল সাকার কালীর উপাসনা। মনে-প্রাণে নিরাকারবাদী হয়ে কি করে সাকারোপাসনা করবে সে? প্রতিমার মধ্যে কিছুতেই সে প্রাণ দেখতে পায় না যে!

এর পর একমাস কেটে গেছে। নরেন্দ্র আবার গেল দক্ষিণেশ্বরে।

মন্দিরে তখন সন্ধ্যারতি আরম্ভ হয়েছে। ঠাকুর একাকী বসে আছেন তাঁর ক্ষুদ্র শয্যায়, আর সেখানে আছে নরেন্দ্র। তিনি নীরবে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন নরেন্দ্রের দিকে। নরেন্দ্রও নীরব।

রামকৃষ্ণ সহসা নিজের ডান পা-খানি তুলে দিলেন নরেন্দ্রের কাঁধের উপর। অমনি কেমন যেন হয়ে গেল নরেন্দ্র। তার মনে হল: তার অন্তর যেন এক দিব্যজ্যোতিঃতে ভরে গেছে; তার সমস্ত সত্তা, তার চারপাশের যাবতীয় কিছু, যেন অস্তিত্ব হারিয়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে—সব যেন ডুবে যাচ্ছে ঐ জ্যোতিঃসাগরে!

ভয়ে-বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল নরেন্দ্র: "ওগো, তুমি আমায় একি করলে, ঠাকুর! আমার যে বাপ-মা আছেন!"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরমহংস পা নামিয়ে নিয়ে হাত রাখলেন নরেন্দ্রের বুকে। নরেন্দ্র সম্বিৎ ফিরে পেল, চোখ মেলে দেখল: ঠাকুর তার দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন!

আজ নরেন্দ্রের সকল জ্ঞানের গর্ব চূর্ণ হয়ে গেল। এই মুহূর্ত থেকে রামকৃষ্ণকে মনে মনে গুরু বলে মেনে নিল সে।

এই ঘটনার পর থেকে নরেন্দ্রের মনে ক্রমে ক্রমে এই ধারণাই বদ্ধমূল হল যে সন্ন্যাসই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ!

অন্তস্তলের খবর জান

দিন কাটে। রামকৃষ্ণকে উলটে-পালটে দেখে নরেন্দ্র—ক্রমাগত বাজায় পোদ্দারের মত। রামকৃষ্ণ আপত্তি করেন না তাতে; জননী যেমন শিশুর পাগলামি হাসিমুখে সহ্য করেন, রামকৃষ্ণও তেমনি নরেন্দ্রকে সস্নেহে বরদাস্ত করেন, বরং তাকে বেশিদিন না দেখতে পেলে অস্থির হয়ে পড়েন—তার খোঁজে কলিকাতায় গিয়ে উপস্থিত হন।

রামকৃষ্ণকে গুরু বলে মেনে নিয়েছিল বটে নরেন্দ্র, কিন্তু তখন পর্যন্ত সাকারোপাসনা মেনে নিতে পারেনি সে। তাই ঠাকুরের সঙ্গে প্রায়ই তার বাদানুবাদ হত।

একদিন নরেন্দ্র দেখল: তারই বন্ধু রাখাল রামকৃষ্ণের পিছন পিছন গিয়ে প্রণাম করল কালী-প্রতিমাকে। রাখালও নরেন্দ্রের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের সভ্য হয়েছিল। নরেন্দ্র তাই তাকে তিরস্কার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে বলল: সে নিরাকারবাদী ব্রাহ্ম হয়ে কি করে সাকার কালী-প্রতিমার সামনে মাথা নোয়াল? এ ত আত্মপ্রবঞ্চনা!

রাখাল লজ্জায় মাথা হেঁট করে রইল, কিন্তু জবাব দিলেন রামকৃষ্ণ, তিনি বললেন: "ওর যদি সাকারে ভক্তি হয় ত ও কি করবে? তোমার ভাল না লাগে তুমি করো না। তা'বলে, অপরের ভাব নষ্ট করবার তোমার কি অধিকার আছে?"

কিন্তু মজা এই, রামকৃষ্ণ কখনও জোর করে নরেন্দ্রকে সাকারোপাসনা করতে বলতেন না, তিনি তাকে ব্রাহ্মসমাজে যেতে নিষেধ করেননি।

রামকৃষ্ণ প্রায়ই নরেন্দ্রকে বেদান্ত ও উপনিষদের সেরা উপদেশ দিতেন, বলতেন: "তত্ত্বমসি—তুমিই ব্রহ্ম!" আর নরেন্দ্র সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে বলত: "আমিই ব্রহ্ম—এ কথা বলার মত পাপ আর কিছুতে নেই।"

প্রায়ই বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে দক্ষিণেশ্বরে যেতেন। তাঁদের মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন ছিলেন জগদ্বিখ্যাত, আর বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর খ্যাতিও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল। রামকৃষ্ণ একদিন বললেন: "ভাবে দেখলাম, কেশব যে শক্তির জোরে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে, নরেনের মধ্যে অমন আঠারটা শক্তি আছে! কেশব ও বিজয়ের মধ্যে জ্ঞানের পিদিম জ্বলছে, ওর মধ্যে জ্বলছে জ্ঞানের সূর্য!"

রামকৃষ্ণের মত সর্বজনমান্য মহাপুরুষের মুখে এমন প্রশংসা শুনে কোন্ যুবকের না বুক ফুলে ওঠে? নরেন্দ্র কিন্তু বিষম বিরক্ত হল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে বলল: "কি বলছেন মশাই! কোথায় জগদ্বিখ্যাত কেশব সেন, আর কোথায় নগণ্য কলেজের ছোকরা নরেন দত্ত! লোকে শুনলে আপনাকে পাগল বলবে যে!"

পরমহংস হেসে বললেন: "তা, কি করব বল? মা দেখিয়ে দিলেন, তাই বলছি!"

নরেন্দ্র ভাবল: মা-কালীর দোহাই পেড়ে রামকৃষ্ণ আবোল-তাবোল বকছেন। তাই সে কিছুটা ধমক দিয়েই বলল: "মা দেখিয়ে দিলেন, না আপনার মাথার উদ্ভট খেয়াল?"

ক্রমে বি. এ. পরীক্ষা হয়ে গেল নরেন্দ্রনাথের। তারপরই তার সংসার-জীবনে নিদারুণ দুর্ঘটনা ঘটে গেল। পিতা বিশ্বনাথবাবু হঠাৎ মারা গেলেন।

প্রচুর আয় করলেও কোনদিন কিছু সঞ্চয় করেননি বিশ্বনাথবাবু, বরং মৃত্যুকালে মোটা দেনা রেখে যান। ফলে, তাঁর মৃত্যুতে সমগ্র পরিবার এবং আশ্রিতেরা অথই পাথারে পড়লেন। বিলাস-ব্যসন ত বন্ধ হলই, মাঝে মাঝে উপোস পর্যন্ত আরম্ভ হল তাঁদের।

সংসারের অবস্থা দেখে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল নরেন্দ্র। যেদিনই সে সংসারে বেশি খাদ্যাভাব দেখত, সেদিনই সে রটিয়ে দিত যে বাইরে তার ভোজনের নিমন্ত্রণ আছে। ঐ অছিলা করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেত সে এবং সারাদিন উপবাসী থাকত। তার ভাগটা দিয়েও ত পরিজনদের কিছুটা অভাব মিটবে!

অবস্থা দেখে পিতৃবন্ধুরা সরে পড়েছিলেন। এই-ই ত নিয়ম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগতের! সভাপতি যতক্ষণ সভায় থাকেন, ততক্ষণ কত না ভিড়—কত না করতালি; কিন্তু সভাপতি চলে গেলে ভিড় ভেঙে যায়—করতালি যায় থেমে!

বিপদের উপর বিপদ্! নরেন্দ্রদের অসহায় অবস্থা দেখে এক জ্ঞাতি সুযোগ বুঝে তাদের বসতবাড়িখানা ছিনিয়ে নেবার জন্য মকদ্দমা দায়ের করল। নরেন্দ্র তখন একেবারে দিশাহারা হয়ে পড়ল

খালি-পেটে খালি-পায়ে অফিসে অফিসে ঘোরে নরেন্দ্র, কিন্তু সর্বত্র এক কথা ঃ কোন চাকরি খালি নেই!

এমনি চাকরি খুঁজতে খুঁজতে হয়রান হয়ে এক রৌদ্রতপ্ত দিনের দুপুরে নরেন্দ্র গেল মনুমেনটের তলায় বসে একটু বিশ্রাম করে নিতে। সেখানে গিয়ে দেখে তারি কজন বন্ধু বসে আছে। বন্ধুদের মধ্যে একজন ভগবানের ভজন গাইতে আরম্ভ করল।

নরেন্দ্রের কানে যেন সীসা গালিয়ে ঢেলে দিল কে! সে চিৎকার করে বলে উঠল ঃ "ওরে থাম্—ও গান থামা! আমার বাড়িতে মা-ভাই-বোন না খেতে পেয়ে মরছে—এখন ও গান ভাল লাগে না। তোরা সোনার থালায় ভাত খাচ্ছিস—তোরা ত আমার মর্মব্যথা বুঝবি না।"

তার কথা শুনে গায়ক বন্ধুটি যারপরনাই মনোক্ষুণ্ণ হল।

এমনি একদিন সকালবেলা। ঘুম থেকে উঠে ভগবানের নাম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিচ্ছে নরেন্দ্রনাথ। পাশের ঘর থেকে মা তা শুনতে পেয়ে আপনমনে বলে উঠলেন: "থাম্ হতভাগা, থাম্। ছেলেবেলা থেকেই ত ভগবান্‌কে ডাকতে ডাকতে গলা ভেঙে ফেললি—কি করলেন তোর ভগবান্ তোর জন্য ?"

মায়ের কথাগুলি এক-ঝাঁক বিষের তীরের মত এসে বিঁধল নরেন্দ্রের অন্তরে। তার চোখ-মুখ দিয়ে আগুন ছুটল। ভগবানের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল সে। না, ভগবান্ নেই! থাকলে কি তার এই জ্বালাভরা মনের আকুল আবেদনে সাড়া দিতেন না ?

মনে পড়ল তার বিদ্যাসাগরের কথা। ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের দুর্ভিক্ষে লক্ষাধিক লোককে মরতে দেখেছেন পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ। বহু চেষ্টা করেও তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্য বিশেষ কিছুই করতে পারেননি—বাঁচাতে পারেননি তাদের করাল মৃত্যুর হাত থেকে। নিজের অসহায় অবস্থা দেখে রোষে ক্ষোভে অভিমানে জ্বলে উঠেছেন তিনি, জ্বালাময় আবেগে বলেছেন তিনি: "কে বলেছে ভগবান্ ভাল—ভগবান্ করুণাময় ? তাই যদি হবে ত কেন কয়েক মুঠো অন্নের জন্য লক্ষ লক্ষ লোক মরে ?"

নরেন্দ্রের চরিত্রে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে, সে তার চিন্তাধারা মনের মধ্যে গোপন রাখতে পারত না—বাইরে প্রকাশ করতই। তাই সে পরিচিত মহলে উগ্র বিদ্রোহীর মত প্রচার করতে লাগল : ঈশ্বর নেই।

কেউ কেউ এ কথা গিয়ে রামকৃষ্ণকে জানাল, বলল : উৎসন্নে গেছে নরেন্দ্রনাথ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামকৃষ্ণ অমনি তীব্র ধমক দিয়ে উঠলেন তাদের : "চুপ কর্ হতভাগারা। মা বলেছেন, সে কখনও অমন হতে পারে না! আর কখনও ওসব কথা বললে তোদের মুখদর্শন করব না।"

নরেন্দ্রের কানেও পৌঁছল সব কথা। অভিমানবশে সেও আর দক্ষিণেশ্বরে যায় না। কি হবে সেখানে গিয়ে? সেই ত ঠাকুরের মুখে খালি মা—মা, কালী—কালী! কি লাভ ঐ মাটির পুতুল কালীর কাহিনী শুনে? ও সবই তো কাল্পনিক—ভুয়া! সত্য বটে, ঠাকুর তাকে ভালবাসেন—ঠিক যেমন পুরানের ভরতরাজা ভালবাসতেন তাঁর পোষা হরিণটিকে! নরেন্দ্রও ভালবাসে ঠাকুরকে। কিন্তু কি মূল্য এ ভালবাসার? সবই ত ঝুটা—দু-দিনের ফক্কিকারি! নরেন্দ্র আরও উগ্রভাবে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে প্রচার করে ফিরতে লাগল।

এমনি করে কাটল গ্রীষ্মকালটা—ক্ষুধায় কাতর হয়ে, বৃথা চাকরি খুঁজে বেড়িয়ে, আর অন্তরের আগুনে জ্বলে মরে।

একবার সারাটা দিন ধরে চাকরির চেষ্টা করে করে বিফল হয়ে বাড়ি ফিরছে নরেন্দ্রনাথ। সকাল থেকে পেটে তার দানা পড়েনি। সমস্ত শরীর তার অবসাদে ভেঙে এসেছে। সহসা তার মাথার মধ্যে হাজার হাজার মউমাছি গুঞ্জন করে উঠল, চোখে নেমে এল অন্ধকার। আর চলতে পারল না সে—অর্ধ-অচেতন হয়ে রাস্তার ধারে একখানা বাড়ির সামনে নেতিয়ে পড়ল।

তার জীবন যখন এমনি শুকিয়ে যাবার উপক্রম করেছে, তখনি পরম সত্যের করুণাধারায় নিষিক্ত হয়ে গেল সে। সমস্ত সংশয় ছিন্ন হয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেল তার। অন্তর তার ঝল্‌মল্ করে উঠল পরম জ্ঞানের আলোকে। ভূমিশয্যা ছেড়ে নোতুন উদ্দীপনায় উঠে বসল সে, আপনমনে বলে উঠল : "আমি দেখেছি—আমি জেনেছি! সংশয় দূর হয়েছে আমার! এই-ই সত্য—মহত্তম সত্য! আমাকে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাস নিতে হবে।"

সে স্থির করল সেদিনই রাত্রিশেষে সংসার ত্যাগ করবে।

আর সেদিনই ঠাকুর রামকৃষ্ণ এসে উপস্থিত হলেন কলিকাতায় এক ভক্তের বাড়িতে। সংসার ত্যাগ করবার আগে শেষবারের মত গুরুদর্শন করবার জন্য নরেন্দ্র গেল সেখানে। গুরু তাকে ধরে নিয়ে গেলেন দক্ষিণেশ্বরে।

দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে পরমহংস বিহ্বলভাবে তাকিয়ে রইলেন নরেন্দ্রের মুখের দিকে। তাঁর চোখ দিয়ে দর্‌দর্ করে অশ্রু নামল। উপস্থিত সমস্ত লোক অবাক্! এ কি ব্যাপার! কি পেলেন ঠাকুর নরেন্দ্রের মুখের মধ্যে?

বহুক্ষণ ধরে এমনি চেয়ে থাকার পর পরমহংস কথা বললেন। কথা ত নয়—স্নেহমন্থিত অমৃতধারা! পরমহংস বললেন নরেন্দ্রকে : "বাবা, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না করলে ত কিছু হবে না!" অর্থাৎ, ভগবান্‌কে জানতে হলে ঘর-সংসার ছাড়তে হবে, দূর করতে হবে ধনসম্পদের প্রতি আকর্ষণ,—পুরাপুরি সন্ন্যাসী সাজতে হবে।

নরেন্দ্র বিস্মিত হল। সে ত তার সংসারত্যাগের সঙ্কল্প এখনও জানায়নি ঠাকুরকে—তবু তিনি তা টের পেলেন কি করে? কে এই রামকৃষ্ণ—এই অন্তস্তলের খবর-জানা ঠাকুর?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোহবন্ধ ছিন্ন করো

আদালতে মামলা চলেছে। বাড়ির স্বত্ব নিয়ে মামলা। একটি যুবককে জেরা করা হচ্ছে। সে-ই প্রতিবাদী এবং বাড়িখানি বর্তমানে তারই দখলে। বাদীর উকিল তাকে জেরা করছেন—তিনি প্রমাণ করতে চাইছেন যে ঐ বাড়িতে যুবকটির কোন স্বত্ব নেই। উকিলের শত কৌশলেও যুবক কিন্তু কাবু হল না, সে অসাধারণ উপস্থিতবুদ্ধি, দৃঢ়তা ও নির্ভীকতার সঙ্গে সমস্ত জেরার উত্তর দিল। জজ রায় দিলেন—সাহেব জজ; রায় দিলেন যে, বাড়ির স্বত্ব যুবকেরই। তিনি যুবককে বললেনঃ "যুবক, কালে তুমি একজন ভাল উকিল হবে।"

যুবক যেভাবে জেরার উত্তর দিয়েছিলেন, তাতে ঐ ধারণাই হয়েছিল জজসাহেবের। শুধু জজসাহেবই বা কেন, বিপক্ষের অ্যাটর্নিও আদালত থেকে বাইরে এসে ঐ কথাই বললেন যুবককে —জজসাহেবের কথাই ঠিক, ওকালতি করলে কালে প্রচুর নামডাক হবে যুবকের।

ঐ যুবকই নরেন্দ্রনাথ। সে ত জন্মায়নি সামান্য মানুষের আদালতে তুচ্ছ ন্যায়-অন্যায় সাব্যস্তের জন্য ওকালতি করতে। ওকালতি সে করবে—কিন্তু তা ভগবানের আদালতে সমগ্র মানবজাতির পক্ষ নিয়ে!

মামলায় জিতে আদালত থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে একদমে বাড়িতে এসে পৌঁছাল নরেন্দ্রনাথ, মাকে বলল: "মা, বাড়ি বেঁচেছে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জননী ভুবনেশ্বরী বিজয়ী সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর দু-চোখ বেয়ে আনন্দাশ্রুর ধারা নামল।

বাড়ি বাঁচল বটে, কিন্তু সংসারের অভাব ঘুচল না, বরং ক্রমেই বেড়ে চলল। একদিন আর সইতে না পেরে নরেন্দ্রনাথ দক্ষিণেশ্বরে গিয়ে ঠাকুরকে বলল: "আপনি ত বলেন যে আপনার মা আপনার কথা শোনেন। তা, আমার জন্য আপনি একটু অনুরোধ করুন না আপনার মাকে যাতে আমার মা ও ভাইবোনদের দুটো খাওয়ার উপায় হয়।"

রামকৃষ্ণ বললেন: "ওরে, আমি মায়ের কাছে কোনদিন কিছু চাইনি। তবু, তোদের যাতে একটু সুবিধে হয়, সে জন্য অনুরোধ করেছিলুম। তা, তুই ত মাকে মানিসনে—আমি কি করব বল্?"

এতদিনে রামকৃষ্ণের প্রতি নরেন্দ্রের প্রগাঢ় ভক্তি এসেছিল বটে, কিন্তু তখনও সাকারোপাসনা মেনে নিতে পারেনি সে,—কালীর শ্রেষ্ঠ পূজারী রামকৃষ্ণের পায়ে সে মাথা নুইয়ে দিয়েছিল বটে, কিন্তু কালীবিগ্রহের সামনে কিছুতেই মাথা নোয়াতে পারছিল না। তাই রামকৃষ্ণের কথা শুনে সে নীরবে মুখ নিচু করে রইল।

নরেন্দ্রকে চুপ করে থাকতে দেখে ঠাকুর বললেন: "আচ্ছা, আজ মঙ্গলবার—আমি বলছি, আজ রাতে কালী-ঘরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে তুই যা চাইবি, মা তোকে তাই-ই দেবেন।"

নরেন্দ্রের কি খেয়াল হল, ঠাকুরের কথা ও কালী-প্রতিমাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একবার পরীক্ষা করে দেখবার ইচ্ছা হল তার। রাত একপ্রহরের সময়ে সে কালী-ঘরে গেল।

একি মূর্তি! কালী করালবদনা বিভীষণা, অথচ তাঁরি প্রসারিত হস্তে বরাভয়! কে বলেছে: প্রতিমা পুতুলমাত্র! এ যে "মৃন্ময় আধারে চিন্ময়ী রূপ"! মরি মরি, কিবা শোভা,—ডান-হাতে পূর্ণ করে সুধা, বাম-হাতে চূর্ণ করে পাত্র।

এই অপরূপা চিন্ময়ীর কাছে নরেন্দ্র কেমন করে চাইবে সাংসারিক সুবিধা? অসার লাভক্ষতির কথা সে ভুলে গেল, ভুলে গেল মা-ভাই-বোনের কথা, তার অন্তরাত্মা গেয়ে উঠল:

"চাওয়া-পাওয়ার পথে পথে দিন কেটেছে কোনোমতে,
এখন সময় হল তোমার কাছে আপনাকে দিই আনি॥
আঁধার থাকুক দিকে দিকে আকাশ-অন্ধ-করা,
তোমার পরশ থাকুক আমার-হৃদয়-ভরা।
জীবনদোলায় দুলে দুলে আপনারে ছিলেম ভুলে,
এখন জীবন মরণ দু-দিক্ দিয়ে নেবে আমায় টানি॥"

বিহ্বল নরেন্দ্র প্রতিমার সামনে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে প্রার্থনা করল: "বিবেক দাও মা,—বৈরাগ্য দাও, জ্ঞান দাও, ভক্তি দাও!"

রামকৃষ্ণের কাছে ফিরে এল সে। সকল কথা তাঁকে সে জানাল—যে, সে তার মা-ভাই-বোনের কথা ভুলেই গিয়েছিল প্রতিমার সামনে গিয়ে—কিছুই চাইতে পারেনি তাদের জন্য। রামকৃষ্ণ তাকে আবার যেতে বললেন। এবারও ঐ এক অবস্থা! এমনি করে তিন-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনবার! নরেন্দ্র কিছুতেই তার সাংসারিক অভাবের কথা জানাতে পারল না দেবীকে—সে চাইল কেবল বিবেক বৈরাগ্য জ্ঞান ও ভক্তি, চাইল চিন্ময়ী দেবীকে নিজের অন্তরমধ্যে চিররূপময়ী করে রাখতে! নিরাকার-উপাসক আজ রূপান্তরিত হল সাকার-উপাসকে!

তখন রামকৃষ্ণ বললেন: "তুই যখন চাইতে পারলিনে, তখন তোর অদৃষ্টে সংসার-সুখ নেই; তবে যা, তাদের মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব কোনদিন হবে না।"

অল্পদিনের মধ্যেই নরেন্দ্র অ্যাটর্নি-অফিসে একটা কাজ পেল: বইয়ের অনুবাদ করেও তার কিছু কিছু রোজগার হতে লাগল। শীঘ্রই সে মেট্রোপলিটন ইনস্‌টিটিউশনে পাকাপাকিভাবে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হল।

হে মহাজীবন, হে মহামরণ

মানুষের পরম শত্রু ব্যাধি জরা ও মরণ। এগুলি দেখেই ত রাজপুত্র সিদ্ধার্থ সংসারত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়েছিলেন। মহাপুরুষদেরও নিষ্কৃতি নেই এদের হাত থেকে—অনিত্য দেহের ধ্বংস ত চাই!

রামকৃষ্ণদেবও পীড়িত হয়ে পড়লেন। তাঁর গলায় ক্যানসার হল। মারাত্মক ব্যাধি বার্তা নিয়ে এল মরণের।

১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দের মাঝামাঝি রামকৃষ্ণের ব্যাধি অত্যন্ত বেড়ে উঠল। ভক্তেরা কাশীপুরে একটি বাগানবাড়ি ভাড়া করে তাঁকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেখানে নিয়ে গিয়ে সেবা করতে লাগল। নরেন্দ্রও মাস্টারিতে ইস্তফা দিয়ে গুরুসেবায় নিযুক্ত হল।

দেখতে দেখতে কাশীপুরের বাগানবাড়িটি প্রাচীন ভারতের তপোবনে পরিণত হল। ঠাকুর সে আশ্রমের ঋষি, নরেন্দ্র উপাধ্যায়। শিষ্যেরা নরেন্দ্রের নেতৃত্বে গভীর মনোযোগের সঙ্গে শাস্ত্রপাঠ ও সাধন-ভজন করতে লাগল।

নরেন্দ্র নিজেও রামকৃষ্ণের নির্দেশমত সাধনা করে দিনে দিনে উন্নতিলাভ করতে লাগল। এক-একদিন রাত্রে সে যেত দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে, সেখানে পঞ্চবটীতলায় বসে ধ্যান করত।

রামকৃষ্ণ একদিন নরেন্দ্রকে ডেকে বললেন: "দেখ্, সাধনকালে আমার অষ্টৈশ্বর্যলাভ হয়েছিল; তা আমার কোন কাজে লাগেনি; তুই নেই—কালে তোর অনেক কাজে লাগবে।"

নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করল: "ওতে ভগবান্‌কে পাবার কোন সুবিধা হবে কি?"

ঠাকুর বললেন: "তা হবে না বটে, তবে ওতে সংসারে তোর সব আশা মিটবে।"

"তবে ওতে আমার দরকার নেই" সাফ জবাব দিল নরেন্দ্র।

ঠাকুর একটি শুভদিন স্থির করলেন। যে সব ভক্ত কাশীপুরের বাগানবাড়িতে থেকে তাঁর সেবা করত, তাদের ডেকে তিনি নিজের হাতে গেরুয়া পরতে দিলেন। তারপর ভক্তদলের নেতা নরেন্দ্রনাথের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিকে তাকিয়ে ঠাকুর বললেন: "তোমরা কি সব অভিমান ভুলে রাস্তায় গিয়ে ভিক্ষে করতে পারবে?"

ভক্তেরা তৎক্ষণাৎ ঝুলি নিয়ে ভিক্ষায় বেরিয়ে গেল। ভিক্ষা করে যা পেল, তা রেঁধে নিয়ে এল ঠাকুরের সামনে; তারপর সবাই মিলে প্রসাদ গ্রহণ করল।

এইভাবে রামকৃষ্ণ তাঁর বাছাই-করা ভক্তদের সন্ন্যাসে দীক্ষা দিলেন।

দিন যায়। এক রাত্রে তুজন গুরুভাইকে সঙ্গে নিয়ে নরেন্দ্রনাথ সবার অগোচরে কাশীপুরের আশ্রম থেকে চলে গেল। সকালবেলা তাকে না দেখতে পেয়ে অন্য শিষ্যেরা উদ্বিগ্ন হয়ে রামকৃষ্ণকে জানাল সে কথা।

শুনে ঠাকুর একটু হাসলেন, বললেন: "তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। সে ফিরে এল বলে—তার কি এ জায়গা ছেড়ে থাকার যো আছে।"

এদিকে নরেন্দ্র তার সঙ্গী তুজনকে নিয়ে উপস্থিত হল বুদ্ধগয়ায়। সেখানে জগৎপ্রসিদ্ধ "বোধিদ্রুম"-এর নিচে ধ্যানে বসল তারা। সঙ্গী গুরুভাইয়েরা ধ্যান ভেঙে দেখে: নরেন্দ্র তখনও ধ্যানমগ্ন—তার বাহ্যজ্ঞান লোপ পেয়েছে, দেহ তার পাষাণের মত নিস্পন্দ, স্থির!

আড়াই হাজার বছর আগে এই বোধিদ্রুমের তলায় বসে সমাধিস্থ হয়েছিলেন সিদ্ধার্থ, সেই সমাধির মধ্যে বুদ্ধত্ব অর্জন করেছিলেন তিনি। আর আজ সেই বোধিদ্রুমেরই তলায় সমাধিস্থ হল নরেন্দ্র—ভাবীকালের যুগর্ষি বিবেকানন্দ। বাস্তবিকই ইতিহাসে পুনরাবৃত্তি ঘটে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইভাবে তিনদিন ধরে কঠোর তপস্যার পর নরেন্দ্র সঙ্গীদের নিয়ে কাশীপুরে ফিরে এল।

এবার নরেন্দ্রের স্থির ধারণা হল যে "নির্বিকল্প সমাধি"-ই শ্রেষ্ঠ সাধনা—ঈশ্বরলাভের একমাত্র উপায়। বোধ হয়, বোধিদ্রুমের তলায় বসে ধ্যান করতে করতে তার মনে এই ধারণার উৎপত্তি হয়েছিল।

এক নিস্তব্ধ গভীর রাত্রে সে একলা গিয়ে দাঁড়াল গুরুর সামনে।

রামকৃষ্ণ পরম স্নেহে তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন: "কি চাস তুই নরেন?"

নরেন্দ্র জানাল: সে চায় শুকদেবের মত সর্বদা নির্বিকল্প সমাধিতে বিভোর হয়ে পরমানন্দময় পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করতে।

অসুস্থ রামকৃষ্ণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, বললেন: "বার বার ও কথা বলতে লজ্জা করে না তোর! কোথায় বটগাছের মত বেড়ে উঠে শত শত মানুষকে ছায়া দিবি—শান্তি দিবি, তা না, তুই নিজের মুক্তির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস। এত ছোট মন তোর!"

কিন্তু মনের কথা মনই জানে,—আর কে জানে! গুরুর তিরস্কারে নরেন্দ্রের আয়ত নয়নদুটি জলে ভরে উঠল, অভিমানে রুদ্ধকণ্ঠে সে বলল: "নির্বিকল্প সমাধি না হলে আমার মন শান্ত হবে না—আমি ওসব কিছু করতে পারব না।"

এ যেন মায়ের কাছে আদরের দুলালের আবদার! রামকৃষ্ণ একটু গরম হয়েই বললেন: "তুই কি নিজের ইচ্ছেয় করবি! জগদম্বা তোর ঘাড় ধরে করিয়ে নেবেন। তুই না করিস, তোর ঘাড় করবে!"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নরেন্দ্র তবু নাছোড়বান্দা। শেষে দয়া হল ঠাকুরের, বললেন: "আচ্ছা যা, হবে নির্বিকল্প সমাধি।"

একদিন সন্ধ্যাবেলায় ধ্যান করতে করতে নরেন্দ্র সত্যই নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে গেল। তখন তার মন যে কি অনুভূতিতে পূর্ণ হয়ে গেল, তা বর্ণনা করার মত ভাষা আজও খুঁজে পায়নি পৃথিবীর মানুষ। ঐ অনুভূতির খানিক মাত্র লাভ করেই রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় গেয়ে উঠেছিলেন:

"এই লভিনু সঙ্গ তব, সুন্দর হে সুন্দর।
পুণ্য হল অঙ্গ মম, ধন্য হল অন্তর,
সুন্দর হে সুন্দর।
আলোকে মোর চক্ষু দুটি মুগ্ধ হয়ে উঠল ফুটি,
হৃদ্‌গগনে পবন হল সৌরভেতে মন্থর,
সুন্দর হে সুন্দর॥"

অনেকক্ষণ পরে ধ্যান ভাঙল নরেন্দ্রের। সার্থককাম শিষ্য গিয়ে প্রণাম করল গুরুকে। গুরু হেসে বললেন: "আশা মিটল ত? তবে যা, এখনকার মত ওতে চাবি দেওয়া রইল, আর চাবি রইল আমার হাতে। লোকহিতের জন্য তোকে কাজ করতে হবে। কাজ শেষ হলে চাবি খোলা হবে।"

আরও কিছুদিন কাটল। একদিন অন্য শিষ্যদের দেখিয়ে ঠাকুর বললেন নরেন্দ্রকে: "নরেন, আমার এই সব ছেলেরা রইল। তুই সবার চেয়ে বুদ্ধিমান্ শক্তিমান্, তুই ওদের রক্ষা করিস—সৎপথে চালাস্।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরেকদিন রাত্রে। রামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে বললেন: "বাবা, আজ তোকে সর্বস্ব দিয়ে ফকির হলুম!" ঠাকুরের চোখে জল! নরেন্দ্র বুঝল যে তাঁর দেহত্যাগের আর বিলম্ব নেই। ছেলেমানুষের মত কাঁদতে কাঁদতে সে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের পনরোই অগাস্ট। রবিবার। থমথম করছে রাত। অবস্থা খুবই খারাপ ঠাকুরের! ভক্তেরা তাঁকে ঘিরে বসে আছে। নরেন্দ্রও আছে। সে ভাবছে মনে মনে: "ভক্তেরা যে রামকৃষ্ণকে ভগবানের অবতার বলে মানে, সে কি সত্য?"

এমন সময়ে পরমহংস সহসা নরেন্দ্রকে বললেন: "কি নরেন, এখনও তোর বিশ্বাস হয়নি?—যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই এবার একাধারে রামকৃষ্ণ!"

চমকে উঠল নরেন্দ্র—এ কথা কি ঠাকুর বললেন, না দৈববাণী হল?

অবতার—সত্যিই অবতার রামকৃষ্ণ,—পার্থিব লীলা সাঙ্গ করার পূর্বমুহূর্তে অন্তর্যামী মহাপুরুষ আত্মস্বরূপ ব্যক্ত করে গেলেন।

সেদিনই রাত একটার একটু পরেই তিনবার কালীনাম উচ্চারণ করে রামকৃষ্ণ সমাধিস্থ হলেন। সে সমাধি আর ভাঙল না। পরদিন মধ্যাহ্নের আগেই কালীর ছেলে কালীর কোলে ফিরে গেলেন —পৃথিবীর স্মৃতিতে আরেকটি মহাজীবনের লীলাচিহ্ন মুদ্রিত হল! শিষ্যেরা সমবেত উচ্চকণ্ঠে ধ্বনি তুলল: "জয়, ভগবান্ রামকৃষ্ণের জয়!"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পথ যে টেনে লয়

মন মানে না আচার্যের। এই কি জীবন? এই মঠের চার-দেওয়ালের মধ্যে বাস, নিত্য একই বহু-চেনা নরনারীর সঙ্গ, রুটিন-বাঁধা কাজকর্ম? এই কি সন্ন্যাস! অরূপ স্রষ্টার প্রতিমুহূর্তে রূপান্তর—তিনি বহুকে নিয়ে এক, এক থেকে তিনি বহু! মঠের সঙ্কীর্ণ আবেষ্টনীর মধ্যে কি করে উপলব্ধি হবে সেই অপূর্ব সমন্বয়? আচার্য তাই বেরিয়ে পড়তে চান উদার সৃষ্টির পথে চির-চলার ব্রত নিয়ে, মনে মনে গুঞ্জন করেন: "আমি যোগিনীর বেশে যাব সেই দেশে যেথায় নিঠুর হরি!"

আচার্য নরেন্দ্রনাথের মন ছুটেছে বাহিরপানে। কিন্তু বেরিয়ে পড়া সহজ নয় তার পক্ষে। গুরু রামকৃষ্ণ গুরু বোঝা চাপিয়ে গেছেন প্রিয়তম শিষ্যের উপর। নরেন্দ্রকেই তিনি নিজের উত্তরাধিকারী বলে মনোনীত করে গেছেন, তাঁরই উপর তিনি দিয়ে গেছেন শিষ্যদের পরিচালনা করার আর তাঁর শিক্ষাধারা বজায় রাখার ভার। নরেন্দ্র তাই আজ শুধু পরমজ্ঞানসাধক যুবক নন—তিনি আজ রামকৃষ্ণ-ভক্তদের আচার্য।

ভক্তদের একটা সুব্যবস্থা না করে দিয়ে ত নরেন্দ্রনাথ বেরিয়ে পড়তে পারেন না পথের টানে।

পরমহংসদেবের দেহান্তের কদিন পরেই কাশীপুরের বাগানবাড়ি ছেড়ে দিতে হল—শিষ্যেরা সব ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার উপক্রম করল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচার্য নরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় পড়লেন। অবশেষে মুশকিল আসান করলেন রামকৃষ্ণের গৃহী ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র। তিনি সন্ন্যাসীদের মঠের জন্য বরানগরে একটি বাড়ি ভাড়া করে দিলেন।

বাড়িটির নিচের তলাটা সম্পূর্ণ অব্যবহার্য, উপরতলায় মাত্র খানতিনেক ঘর। সন্ন্যাসীরা এখানে থাকতেন এবং ভিক্ষান্নে ক্ষুধা মেটাতেন। অন্ন মানে দু-মুঠো ভাত আর তেলাকুচোর পাতা সিদ্ধ। থালাবাসন তাঁদের ছিল না। বাড়ির লাগোয়া একটি বাগানে অনেকগুলি কলাগাছ ছিল; কিন্তু একখানা কলাপাতা বা লাউপাতা কাটতে গেলেই উড়ে মালী তেড়ে আসত, গাল পাড়ত অকথ্য ভাষায়। সন্ন্যাসীরা তাই মানকচু-পাতায় ভাত খেতেন। দু-এক গ্রাস খেতে না খেতেই গলা-কুটকুট্ আরম্ভ হয়ে যেত!

এত যে কষ্ট, তবু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই সন্ন্যাসীদের। আচার্য নরেন্দ্রের নেতৃত্বে তাঁরা একমনে সাধনা করেন। ক্রমেই একটি-দুটি করে সন্ন্যাসীর সংখ্যা বাড়ে—রামকৃষ্ণের ধারা পুষ্ট হয়। অনেকদিনই সন্ন্যাসীরা সাধনায় এমন ডুবে থাকেন যে ভিক্ষেয় বেরবার কথা তাঁরা ভুলে যান! সে-সব দিন তাঁদের উপবাসেই কাটে।

সন্ন্যাসীদের এ অবস্থার কথা সুরেন্দ্রবাবু কোনক্রমে জানতে পারলেন। তিনি ব্যবস্থা করলেন যে রামকৃষ্ণের গৃহী ভক্ত গোপাল মঠে থাকবেন এবং সন্ন্যাসীদের অভাব-অভিযোগের কথা যথাসময়ে তাঁকে জানাবেন। গোপালের পোষ্য ছিল দুজন—তাঁর মা ও ছোট ভাই। সুরেন্দ্রবাবু তাঁদের প্রতিপালনের ভার নিলেন।

এই সময়ে ঠাকুরের দেহাবশেষ নিয়ে এক বিষম সমস্যা উপস্থিত হল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামচন্দ্র দত্ত ছিলেন ঠাকুরের গৃহী ভক্ত। তিনি মনস্থ করলেন যে তাঁর কাঁকুড়গাছির বাগানবাড়িখানা ঠাকুরের নামে উৎসর্গ করে দেবেন এবং সেখানে ঠাকুরের দেহাবশেষ সমাহিত করে মন্দির গড়িয়ে দেবেন।

সন্ন্যাসীরা কিছুতেই ঠাকুরের দেহাবশেষ হাতছাড়া করতে রাজী নন। নরেন্দ্র দেখলেন: বিষম বিপদ্—এ ব্যাপার নিয়ে রামকৃষ্ণের গৃহী শিষ্য আর সন্ন্যাসী শিষ্যদের মধ্যে দারুণ বিরোধ বাধার সম্ভাবনা। তিনি সন্ন্যাসীদের বোঝালেন: "দেখ, মহাপুরুষদের দেহাবশেষ নিয়ে ভক্তদের মধ্যে বহুবার বিরোধ ঘটেছে, সত্য। তাবলে, আমাদেরও তা করা উচিত হবে না। আমরা ঠাকুরের কাছ থেকে যে মহান্ আদর্শ পেয়েছি, সেই আদর্শই আমাদের সেরা সম্পদ্। আমরাও যদি তাঁর দেহাবশেষ নিয়ে নিজেদের মধ্যে কলহ করি, তবে ভবিষ্যতে লোকে আমাদের নিন্দে করবে। তার চেয়ে, আমরা যদি ঠাকুরের আদর্শ সার্থক করে যেতে পারি, তাহলে সারা দুনিয়া আমাদের পায়ে লোটাবে।"

নরেন্দ্রনাথের কথা মেনে নিলেন সন্ন্যাসীরা। ঠাকুরের দেহাবশেষ তাঁরা রামবাবুকে দিয়ে দিলেন, কিন্তু কিছুটা অংশ রেখে দিলেন নিজেদের জন্য। রামবাবু তাঁর সমস্ত গৃহী ও সন্ন্যাসী গুরুভাইদের নিয়ে শুভদিনে সে দেহাবশেষ সমাহিত করলেন কাঁকুড়গাছির বাগানবাড়িতে। ঐ বাগানবাড়ি আজ "যোগোদ্যান"-নামে পরিচিত।

আরও একটা জ্বালা পোহাতে হত আচার্য নরেন্দ্রনাথকে। বেশ কয়েকজন তরুণ সন্ন্যাস নেবার উদ্দেশ্যে বরানগর-মঠে থেকে ব্রহ্মচর্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পালন করত। তাদের সংসারে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য অভিভাবকেরা প্রায়ই আসতেন। তাঁদের সঙ্গে তর্ক করতে হত নরেন্দ্রকে। তাঁর পক্ষে এ কাজ ছিল ভারী কঠিন, কারণ তখন পর্যন্ত তিনি নিজেও তাঁর সংসারের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখতে বাধ্য হয়েছিলেন—জ্ঞাতিশত্রুরা তাঁর বসতবাড়িখানা ছিনিয়ে নেবার মতলব তখনও ছাড়েনি, হাইকোর্টে আপিল চালাচ্ছিল তারা, তাই দিনের বেলাটা নরেন্দ্রকে তাঁর নিজের বাড়িতেই থাকতে হত।

অবশেষে আপীলেও জয় হল নরেন্দ্রের। তখন তিনি বরানগরের মঠে এসে পাকাপাকিভাবে বাস করতে লাগলেন।

কিন্তু বরানগর-মঠের জীবনে আর স্বস্তি পান না নরেন্দ্রনাথ। একেই ত পরিব্রাজব্রত সন্ন্যাসজীবনের একটা প্রধান অঙ্গ, তার উপর শিশুকাল থেকেই তাঁর অন্তর জুড়ে আছে দেশভ্রমণের নেশা। এমন সময়ে সারদা নামে এক বালক ব্রহ্মচারী দেশভ্রমণের উদ্দেশ্যে গোপনে মঠ ছেড়ে চলে গেল। এবার আর বাধা মানল না নরেন্দ্রের পথিক-মন।

১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে নরেন্দ্র বেরিয়ে পড়লেন পরিব্রাজকের বেশে। ভ্রমণকালে তিনি কখনও নাম নিলেন স্বামী বিবিদিশানন্দ, কখনও বা স্বামী সচ্চিদানন্দ ; লোকে তাঁকে "স্বামিজী মহারাজ" বলে ডাকত, সংক্ষেপে শুধু "স্বামিজী"।

ভ্রমণ করতে করতে কাশীতে উপস্থিত হলেন স্বামিজী। সেখানে তিনি যোগিশ্রেষ্ঠ ত্রৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গে দেখা করলেন। তারপর ফিরে এলেন বরানগরে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু বরানগরে মন টিকল না স্বামিজীর। কদিন পরেই আবার বেরিয়ে পড়লেন তিনি। এবার কাশীতে গিয়ে আলাপ করলেন প্রমদাদাস মিত্রের সঙ্গে। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে এবং বেদান্ত-দর্শনে প্রমদাদাস ছিলেন অসামান্য পণ্ডিত।

কাশী থেকে স্বামিজী গেলেন অযোধ্যায়, তারপর লক্ষ্ণৌ ও আগ্রা হয়ে বৃন্দাবনের পথ ধরলেন। বৃন্দাবনের কাছাকাছি এসে পড়েছেন, এমন সময়ে তিনি দেখেনঃ পথের ধারে বসে একটি লোক তামাক খাচ্ছে। স্বামিজীও তামাক খেতে বড় ভালবাসতেন, তিনি লোকটিকে বললেন তামাক খাওয়াতে।

লোকটি সঙ্কুচিত হয়ে বললঃ "মহারাজ, মঁয় ভাঙ্গী হ্যায়"—সন্ন্যাসিঠাকুর, আমি যে মেথর!

তাইত! স্বামিজী তামাক না খেয়ে এগিয়ে চললেন।

কিছু দূর গিয়েই তাঁর মনে হলঃ একি করলেন তিনি! তিনি না সন্ন্যাসী? সন্ন্যাসীর আবার জাত-কুল-মান কি!

তৎক্ষণাৎ তিনি ফিরে গেলেন মেথরটির কাছে। তাকে দিয়ে এক কলকে তামাক সাজিয়ে মহানন্দে পান করলেন, কত সুখদুঃখের কথা কইলেন তার সঙ্গে!

বৃন্দাবনে একদিন যমুনায় স্নান করছেন স্বামিজী। হঠাৎ একটা বানর এসে তাঁর একমাত্র কৌপীনখানি চুরি করে নিয়ে উঠে বসল একটা উঁচু গাছের মাথায়। স্বামিজী কত কাকুতি-মিনতি করলেন বানরটাকে কৌপীনখানি ফিরিয়ে দেবার জন্য। কিন্তু বনের বানর—স্বামিজীর কাকুতি-মিনতির কি দাম তার কাছে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামিজী তখন জল থেকে উঠে সম্পূর্ণ নগ্নাবস্থায় গভীর বনের মধ্যে চলে গেলেন, সঙ্কল্প করলেনঃ যতক্ষণ তিনি পরনের কাপড় না পাবেন, ততক্ষণ প্রায়োপবেশন করে থাকবেন।

বনের মধ্যে কিছু দূর যেতে না যেতেই স্বামিজী শুনতে পেলেন, পিছন থেকে কে যেন ডাকছে তাঁকে। তিনি ফিরে তাকালেন। একজন লোক ছুটতে ছুটতে এসে তাঁকে একখানা কৌপীন ও কিছু খাবার দিল। স্বামিজী ঐগুলি নেবার সঙ্গে-সঙ্গেই লোকটি অদৃশ্য হয়ে গেল! ভক্তের অভিমানে বুঝি বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন ভগবান, তাই এমনি করে তাঁর বস্ত্রহীনতার লজ্জা ঢেকে দিয়ে গেলেন!

কিছু দিন পরে। ভোর হব-হব করছে। হাতরাসে রাস্তার ধারে একটি গাছের তলায় বসে আছেন স্বামিজী। পথশ্রমের ক্লান্তিতে আর ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অবসন্ন হয়ে পড়েছেন তিনি—প্রাণ বুঝি আর বাঁচে না!

পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন হাতরাসের নবীন স্টেশনমাস্টার শরৎচন্দ্র গুপ্ত। তিনি দেখতে পেলেন স্বামিজীকে। তরুণ রবির কোমল আভা এসে পড়েছে স্বামিজীর গৌরবর্ণ মুখে, তাঁর অলোকসুন্দর চোখ দুটি থেকে ঠিকরে পড়ছে দিব্য বিভা, তাঁর সমুন্নত ললাটে গভীর জ্ঞানের দীপ্তি! মুগ্ধ হলেন শরৎচন্দ্র। চুম্বকের টানে লোহা যেমন এগিয়ে যায়, তেমনি স্বামিজীর দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি!

শরৎচন্দ্র স্বামিজীকে নিয়ে গিয়ে সযত্নে নিজের বাড়িতে রাখলেন। তারপর তিনি স্বামিজীর শিষ্য হলেন, তখন তাঁর নাম হলঃ সদানন্দ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছু দিন পরে স্বামিজী বরানগর-মঠে ফিরে গেলেন। নবদীক্ষিত সদানন্দও বরানগর-মঠে গিয়ে যোগ দিতে বিলম্ব করলেন না।

কেন যে মন ভোলে

কি যেন একটা অদৃশ্য শক্তি বারংবার ঘরের বাহির করে স্বামিজীকে! কে যেন তাঁর অন্তরে অবিরত গুঞ্জন করেঃ "তোমার ত নয় ঘরের মেলা!" তাই বছরখানেক পরে আবার মঠ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন তিনি বাইরের মেলায় যোগ দিতে।

নানা তীর্থ ঘুরে স্বামিজী উপস্থিত হলেন গাজীপুরে। সেখানে তিনি যোগিশ্রেষ্ঠ পওহারীবাবার সঙ্গে দেখা করলেন। পওহারীবাবা রামকৃষ্ণের কথা জানতেন, তিনি খুব সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করলেন স্বামিজীকে।

পওহারীবাবা ছিলেন যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ। স্বামিজী তাঁর কাছে যোগশিক্ষা করতে চাইলেন। পওহারীবাবা রাজী হলেন। স্বামিজী শুভদিনের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

অবশেষে শুভদিন এল। পওহারীবাবা থাকতেন একটি গুহার মধ্যে। স্বামিজী সেই গুহাশ্রমে যাবার জন্য তৈরি হলেন। সহসা তাঁর খেয়াল হলঃ তাইত! পওহারীবাবার কাছে যোগসাধনা করে ত কেবল নিজেই মোক্ষলাভ করবেন তিনি। কিন্তু তাতে কি লাভ হবে জগদ্বাসীর? ঠাকুর রামকৃষ্ণ নির্দেশ দিয়ে গেছেনঃ তাঁকে সাধনা করতে হবে লোকের উপকারের জন্য—নিজের জন্য নয়; "বহুজনহিতায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহুজনসুখায়" কাজ করতে হবে তাঁকে। স্বামিজী কি আজ ঠাকুরের নির্দেশ ভুলবেন? কাকে গ্রহণ করবেন তিনি—শ্রীরামকৃষ্ণকে, না পওহারীবাবাকে?

স্বামিজী এমনি চিন্তা করছেন, সহসা দেখেন স্বয়ং রামকৃষ্ণ এসে সামনে দাঁড়িয়েছেন তাঁর! ঠাকুরের চাহনি বেদনা ও তিরস্কারে ভরা। স্বামিজীর কানে দূরাগত গানের সুরের মত অভিমান-মাখা ভর্ৎসনা রিন্‌রিন্ করে উঠল: "বার বার ঐ কথা বলতে তোর লজ্জা করে না? কোথায় কালে বটগাছের মত বেড়ে উঠে শত শত লোককে শান্তিচ্ছায়া দিবি, তা না, তুই নিজের মুক্তির জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস! এত ক্ষুদ্র আদর্শ তোর! ছিঃ!"

আত্মহারা স্বামিজী বাকি রাতটা পাষাণের মত নিশ্চল হয়ে রইলেন। সে রাতে আর পওহারীবাবার কাছে যাওয়া হল না।

পরদিন তিনি আবার পওহারীবাবার কাছে যাবার উদ্যোগ করলেন। সেদিনও ঐ ব্যাপার। এমনি করে একাদিক্রমে একুশ রাত ধরে ঐ অবস্থা চলল। শেষদিনে স্বামিজী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আর্তনাদ করে উঠলেন: "না না গুরু, আমি আর কারও কাছে যাব না। হে রামকৃষ্ণ, তুমিই আমার একমাত্র উপাস্য, আমি তোমার ক্রীতদাস। আমার দুর্বলতা তুমি ক্ষমা কর, প্রভু।"

গাজীপুর থেকে স্বামিজী গেলেন কাশীতে। সেখানে থাকার সময়ে তাঁর কাছে সংবাদ এল যে রামকৃষ্ণের অন্যতম গৃহী ভক্ত বলরাম বসু দেহত্যাগ করেছেন। এ সংবাদ পেয়ে শোকে মুহ্যমান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়ে পড়লেন তিনি। তা দেখে পণ্ডিতপ্রবর প্রমদাদাস মিত্র বললেন: "একি স্বামিজি! আপনি সন্ন্যাসী—আপনার পক্ষে ত শোকার্ত হওয়া শোভা পায় না।"

স্বামিজী উত্তর দিলেন: "আপনি কি মনে করেন যে সন্ন্যাসীর হৃদয় বলে বস্তু নেই? প্রকৃত সন্ন্যাসী সাধারণ লোকের চেয়ে পরের জন্য অনেক বেশি দরদ অনুভব করে। তাছাড়া, আমি সন্ন্যাসী হলেও, মানুষ ত! বলরামবাবু আমার গুরুভাই—তাঁর মৃত্যুতে কাতর হওয়া আমার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। যে সন্ন্যাস মানুষকে পাথরের মত হৃদয়হীন করে তোলে, সে সন্ন্যাস আমার কাম্য নয়।"

বরানগর-মঠে ফিরে এলেন স্বামিজী। রামকৃষ্ণের সহধর্মিণী শ্রীশ্রীসারদা দেবী তখন ঘুসুড়ীতে থাকতেন। স্বামিজী একদিন গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে বললেন যে তিনি ভারত-পরিক্রমায় বেরবার সঙ্কল্প করেছেন এবং গুরুর ইপ্সিত কার্য সম্পন্ন না করা পর্যন্ত তিনি ফিরবেন না। এই বলে স্বামিজী গুরু-মায়ের আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন।

জননী সারদা বীরসন্তানের শিরে কল্যাণহস্ত স্থাপন করে আশীর্বাদ করলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

পুতুল না প্রতিমা

১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই। বরানগরের মঠ ত্যাগ করে স্বামিজী বেরলেন ভারত-পরিক্রমায়। সঙ্গে চললেন গুরুভ্রাতা অখণ্ডানন্দ। ভাগলপুর ও দেওঘর হয়ে কাশীতে পৌঁছলেন তাঁরা। কাশী ছেড়ে যাবার সময়ে প্রমদাদাসবাবুকে বলে গেলেন স্বামিজী: "যখন ফিরে আসব, তখন সমাজের উপর বোমার মত ফেটে পড়ব, এবং সমাজ আমার অনুবর্তী হবে!"

অখণ্ডানন্দকে নিয়ে পায়ে পায়ে এগিয়ে চললেন স্বামিজী—অযোধ্যা নৈনিতাল বদরী কেদার। তারপর উপস্থিত হলেন হিমালয়োপরি আলমোড়ায়। হিমালয়ের ধ্যানগম্ভীর মূর্তি এবং অতুলনীয় প্রাকৃতিক শোভা স্বতঃই মানুষের মনে বৈরাগ্য জাগিয়ে তোলে। স্বামিজীও এখানে এসে আধ্যাত্মিক চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেলেন, নিত্য রাত্রে একাকী নিভৃত গিরিগুহায় বসে ধ্যান করতে লাগলেন তিনি।

আলমোড়া থেকে হৃষীকেশ। সেখানে অখণ্ডানন্দ ছাড়াও আরও কয়েকজন গুরুভাই এসে স্বামিজীর সঙ্গে যোগ দিলেন। শাস্ত্রচর্চা ও ধ্যান-জপে দিনগুলি তাঁদের পরমানন্দে কাটতে লাগল। হৃষীকেশের গঙ্গা স্বামিজীকে অত্যন্ত মুগ্ধ করেছিল। তিনি ঐ গঙ্গার যে বর্ণনা দিয়ে গেছেন, তা শুধু বাঙলা-সাহিত্যেই নয়, বিশ্বসাহিত্যেও দুর্লভ। তিনি লিখেছেন:

"হৃষীকেশের গঙ্গা মনে আছে? সেই নির্মল নীলাভ জল—যার মধ্যে দশহাত গভীরের মাছের পাখ্না গোনা যায়, সেই অপূর্ব সুস্বাদ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিম-শীতল 'গাঙ্গ্যংবারি মনোহারী', আর সেই অদ্ভুত 'হর্ হর্ হর্' তরঙ্গোত্থ ধ্বনি, সামনে গিরি-নির্ঝরের 'হর্ হর্' প্রতিধ্বনি? সেই' বিপিনে বাস, মাধুকরী ভিক্ষা, গঙ্গাগর্ভে ক্ষুদ্র দ্বীপাকার শিলাখণ্ডে ভোজন, করপুটে অঞ্জলি অঞ্জলি সেই জলপান, চারিদিকে কণপ্রত্যাশী মৎস্যকুলের নির্ভয় বিচরণ! সে গঙ্গাজলপ্রীতি, গঙ্গার মহিমা, সে গাঙ্গ্যবারির বৈরাগ্যপ্রদ স্পর্শ!!"

হৃষীকেশে স্বামিজী প্রবল জ্বর ও ডিপথিরিয়ায় আক্রান্ত হন। ক্রমে তাঁর বাঁচার আশা লোপ পায়। শেষে একদিন তাঁর নাড়ী বসে গেল। সেদিনই তিনি মারা যাবেন ভেবে গুরুভাই কজনের চোখের জল আর বাধা মানল না।

এমন সময়ে একজন অচেনা সন্ন্যাসী এসে উপস্থিত হলেন সেখানে। তিনি স্বামিজীকে একটা অষুধ খাইয়ে দিয়ে চলে গেলেন।

কি আশ্চর্য! অল্প কিছুক্ষণ পরেই চোখ মেললেন স্বামিজী, অতি ক্ষীণকণ্ঠে তিনি বললেন: "তোমরা ভয় পেয়ো না ভাই, আমি মরব না!"

স্বামিজী ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠে বসলেন, তারপর আবার বললেন: "অজ্ঞান-অবস্থায় আমি অনুভব করলাম: এখনও আমার অনেক কাজ বাকি আছে: তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমি মরব না!"

হৃষীকেশ থেকে মীরাটে গেলেন সবাই। সেখান থেকে স্বামিজী গুরুভাইদের ছেড়ে একাকী চলতে থাকেন। ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুআরি-মাসে তিনি আলওয়ারে পৌঁছান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আলওয়ারে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত যুবকেরা নিত্য এসে স্বামিজীর উদার ধর্মমত শুনত। স্বামিজী আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে চণ্ডিদাস বিদ্যাপতি জ্ঞানদাস সুরদাস প্রভৃতি ভক্তকবিদের রচিত গান গাইতেন। তাঁর সুললিত দরদী কণ্ঠের সঙ্গীতে শ্রোতাদের মন ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে যেত।

কদিন পরে আলওয়ারের দেওয়ান স্বামিজীকে নিজের ভবনে নিয়ে গেলেন। সেখানে আলওয়ারের মহারাজ এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। আলাপ করতে করতে মহারাজ একসময়ে জিজ্ঞাসা করলেন: "স্বামিজী মহারাজ, শুনেছি আপনি বিদ্বান্ ও মহাপণ্ডিত। আপনি ত ইচ্ছে করলেই প্রচুর টাকা রোজগার করতে পারেন, তবু আপনি ভিক্ষে করে বেড়াচ্ছেন কেন?"

স্বামিজী সে প্রশ্নের জবাব না দিয়ে তৎক্ষণাৎ পালটা প্রশ্ন করলেন: "মহারাজ, আগে আমার প্রশ্নের জবাব দিন। আপনি রাজকার্য অবহেলা করে কেন সাহেবদের সঙ্গে শিকার ও বাজে আমোদ-প্রমোদে সময় কাটাচ্ছেন?"

স্বামিজীর প্রশ্ন শুনে উপস্থিত সবাই ভয়ে চমকে উঠল—এইবার বুঝি মহারাজ স্বামিজীকে কঠোর শাস্তি দেন। মহারাজও চমকে উঠেছিলেন, কিছুক্ষণ চিন্তা করে তিনি বললেন: "হাঁ, তা কাটাচ্ছি বটে। কিন্তু কেন কাটাচ্ছি, তা বলতে পারি না। তবে সন্দেহ নেই, ওসব আমার ভাল লাগে।"

স্বামিজী হেসে বললেন: "আমারও ভাল লাগে বলে আমি ফকিরের বেশে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছি।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামিজীর পাণ্ডিত্য, নির্ভীকতা ও স্পষ্টবাদিতায় মুগ্ধ হলেন মহারাজ। কিছু পরে তিনি বললেনঃ "দেখুন স্বামিজি, মূর্তিপূজায় আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। সত্যিই আমি কাঠ মাটি পাথর বা ধাতুতে তৈরি মূর্তিগুলোকে ভক্তিশ্রদ্ধা করতে পারি না। এর জন্য আমাকে কি পরকালে নিগ্রহভোগ করতে হবে?"

স্বামিজী তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেনঃ "নিজের বিশ্বাস-অনুযায়ী উপাসনা করলে পরকালে শাস্তি পেতে হবে কেন? নাই বা থাকল মূর্তিপূজায় বিশ্বাস!"

কিন্তু—। সেই ঘরে মহারাজের একখানা আলোকচিত্র ছিল। স্বামিজী সেখানা নামিয়ে আনালেন। ফটোখানা হাতে নিয়ে স্বামিজী তার উপরে দেওয়ানকে থুতু ফেলতে বললেন। দেওয়ান হতবাক্! অন্য সবাইও বিস্মিত! স্বামিজী এবার সবাইকে লক্ষ্য করে বললেনঃ "আপনাদের মধ্যে যে কেউ এ ফটোখানার উপর থুতু ফেলুন—এ ত একখানা কাগজ ছাড়া আর কিছু নয়।"

সবাই মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। অবশেষে দেওয়ান বললেনঃ "আপনি বলেন কি, স্বামিজি, মহারাজের ফটোতে আমরা কি কেউ থুতু দিতে পারি!"

স্বামিজী বললেনঃ "হক মহারাজের ফটো—তাতে কি এসে যায়? এ ত এক টুকরো কাগজমাত্র। এ ত মহারাজের মত চলতে ফিরতে বা কথা কইতে পারে না। তবু আপনারা অরাজী হচ্ছেন কেন?"

যুক্তি নেই, তাই নীরব হয়ে রইলেন সবাই। স্বামিজী তখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বললেন: "এতে আপনারা থুতু যে দিতে পারবেন না, তা জানি, কারণ আপনারা ভাবছেন যে তাহলে মহারাজকে অসম্মান করা হবে।"

সকলে স্বামিজীর কথায় সায় দিলেন। স্বামিজী তখন মহারাজকে বললেন: "দেখুন মহারাজ, একদিক্ থেকে বিচার করলে এ ফটো আপনি নন, আবার অন্যদিক্ থেকে বিচার করলে এ ফটোর মধ্যেও আপনি আছেন; তাই কেউ এর উপরে থুতু ফেলতে পারলেন না। তেমনি পাথর-ধাতুর প্রতিমাগুলিও শ্রীভগবানের বিশেষ গুণবাচক প্রতিমূর্তি। ওগুলি চোখে পড়লেই ভক্তের মনে সেই ভগবানেরই কথা উদয় হয়। ভক্ত মূর্তির ভিতর দিয়ে ভগবানেরই উপাসনা করেন—ধাতু বা প্রস্তরের করেন না।"

এ কথা শুনে মহারাজ হাতজোড় করে বললেন: "স্বামিজি, আজ আপনি আমার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিলেন।" স্বামিজীকে প্রণাম করে মহারাজ আশীর্বাদ প্রার্থনা করলেন।

মধুর হেসে স্বামিজী বললেন: "একমাত্র ভগবান্ ছাড়া আর ত কারও দয়া করার অধিকার নেই। আপনি সরলভাবে তাঁর চরণে শরণ নিন—তিনি নিশ্চয়ই আপনাকে দয়া করবেন।"

স্বামিজী বিদায় নেবার পরক্ষণেই মহারাজ দেওয়ানকে বললেন: "এমন মহাপুরুষের দেখা আমি আর কখনও পাইনি।"

আলওয়ার ছেড়ে স্বামিজী ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হলেন জয়পুরে। জয়পুরের প্রধান সেনাপতি সরদার হরসিংয়ের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা হল তাঁর। হরসিং মূর্তিপূজায় বিশ্বাস করতেন না। একদিন রাজপথে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহ নিয়ে শোভাযাত্রা চলেছে, এমন সময় স্বামিজী হঠাৎ হরসিংকে স্পর্শ করে বললেন: "দেখুন দেখুন, শ্রীভগবানের জীবন্ত বিগ্রহ চলেছে!"

সঙ্গে সঙ্গে হরসিংয়ের মনে এক অপূর্ব ভাব জেগে উঠল, তিনি সজল চোখে আত্মহারা হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। শেষে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেয়ে হরসিং বললেন: "স্বামিজি, বহুবার তর্ক করেও যে ব্যাপার বুঝতে পারিনি, আজ আপনার দয়ায় সেই অপূর্ব দৃষ্টি পেলাম!"

ভগবানের করুণা অভাবিত পথ ধরেই আসে!

বাল্যকাল থেকেই স্বামিজী ছিলেন হাসিঠাট্টায় ভারী পটু। অবিশ্বাসী তার্কিকদের জব্দ করতে ভারী আমোদ লাগত তাঁর।

একদিন তিনি জয়পুরে কয়েকজন লোকের সঙ্গে বসে ধর্মালোচনা করছেন, এমন সময়ে এসে উপস্থিত হলেন সেখানকার বিখ্যাত পণ্ডিত জয়নারায়ণ। জয়নারায়ণ স্বামিজীকে বললেন: "আমি একজন বৈদান্তিক। অবতারে আমার বিশ্বাস নেই। আমরা সকলেই ব্রহ্ম। সুতরাং অবতারের সঙ্গে আমার পার্থক্য কি!"

স্বামিজী গম্ভীরভাবে বললেন: "আপনার কথা ঠিক—পার্থক্য কিছুই নেই। তবে হিন্দুরা মৎস্য কচ্ছপ এবং বরাহকেও অবতার বলে,—এদের মধ্যে আপনি কোন্‌টি?"

উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে হাসির রোল পড়ে গেল। পণ্ডিতজী একেবারে চুপ!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
3/416

পথ দিয়ে কে যায়

আজমীঢ়। কোটা-দরবারের এক ধর্মপ্রাণ উদারহৃদয় মুসলমান উকিলের বাড়ি। খেতরির রাজার সেক্রেটারি মুনশি জগমোহন লাল এসেছেন সেখানে এক সন্ন্যাসীর সঙ্গে আলাপ করতে। সন্ন্যাসী নাকি বাস করছিলেন আবু-পাহাড়ের একটি গুহায়, উকিল ভদ্রলোক তাঁকে দেখতে পেয়ে নিজের বাড়িতে এনে রেখেছেন।

জগমোহন দেখলেনঃ একজন সন্ন্যাসী শুধু একখানা কৌপীন পরে সামান্য একখানা খাটিয়ার উপরে চোখ বুজে শুয়ে আছেন। তিনি ভাবলেনঃ এ হয়ত সাধারণ ভবঘুরে সাধু—ভেকধারী চোর-জোচ্চোরও হতে পারে।

জগমোহন প্রশ্ন করলেন সন্ন্যাসীকেঃ "আপনি হিন্দু সন্ন্যাসী হয়ে মুসলমানের বাড়িতে আছেন কি করে? আপনার খাবার-দাবারে ত এই মুসলমান ভদ্রলোকের ছোঁয়া লাগতে পারে?"

সন্ন্যাসী জবাব দিলেনঃ "আমি সন্ন্যাসী। আমি সমস্ত সামাজিক বিধি-নিয়মের ঊর্ধ্বে—মেথরেরও সঙ্গে বসে খেতে পারি আমি। এই হল ঈশ্বরের নির্দেশ, শাস্ত্রও এর সমর্থন করে। আমি সর্বভূতে ব্রহ্মজ্ঞান করি—আমার কাছে আবার উচ্চ-নীচ স্পৃশ্যাস্পৃশ্য কি!"

অল্প কিছুক্ষণ আলাপের পরই জগমোহনের সংশয়ী মন সন্ন্যাসীর প্রতি ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে গেল।

এই সন্ন্যাসীই আমাদের স্বামিজী—জয়পুর থেকে এসে উপস্থিত হয়েছেন আজমীঢ়ে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগমোহনের কাছে স্বামিজীর সব কথা শুনে খেতরির রাজার বড় আগ্রহ হল তাঁকে দেখবার জন্য। স্বামিজী জগমোহনের সঙ্গে রাজভবনে উপস্থিত হলেন। রাজা তাঁকে পরমসমাদরে অভ্যর্থনা করলেন। তিনি স্বামিজীকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইলেন।

প্রথমেই রাজার প্রশ্ন: "স্বামিজি, জীবনটা কি?"

স্বামিজী সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন: "একটা ভেতরের শক্তি যেন ক্রমাগত নিজের রূপ প্রকাশ করবার জন্য চেষ্টা করছে, আর বাইরের প্রকৃতি ক্রমাগত তাকে রাখছে দাবিয়ে। এই সংগ্রামের নামই জীবন।"

উত্তর শুনে রাজা মুগ্ধ। কিছুক্ষণ আলাপের পর তিনি ও তাঁর সেক্রেটারি মুনশি জগমোহন লাল স্বামিজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

খেতরির সভাপণ্ডিত নারায়ণদাস ছিলেন রাজপুতানার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। স্বামিজী অতি অল্পদিনের মধ্যে তাঁর কাছে পতঞ্জলির মহাভাষ্য পড়ে আয়ত্ত করে ফেললেন। সন্ন্যাসী-ছাত্রের অলৌকিক প্রতিভা দেখে অবাক্ হয়ে গেলেন পণ্ডিত নারায়ণদাস।

খেতরিরাজ ছিলেন অপুত্রক। একদিন তিনি স্বামিজীকে অনুরোধ করলেন: "গুরুদেব, আমার যাতে একটি ছেলে হয়, আপনি দয়া করে সেই আশীর্বাদ করুন।"

"শ্রীশ্রীঠাকুরের দয়ায় আপনার আশা মিটবে" বললেন স্বামিজী।

খেতরি—গুজরাট—আহ্‌মেদাবাদ—লিম্বডি—জুনাগড়—ভোজ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভেরাওল—প্রভাস—সোমনাথ—পোরবন্দর: এগিয়ে চলে স্বামিজীর ভারত-পরিক্রমা। ভ্রমণকালে কয়েকজন তাঁর শিষ্য হয়েছেন; লিম্বডির মহারাজ তাঁদের অন্যতম।

পোরবন্দরের রাজপথ। স্বামিজী হেঁটে চলেছেন—নগ্নপদ, কৌপীনধারী, দণ্ডপাণি। তাঁর মার্জিত সোনার মত গাত্রবর্ণে সূর্যের কিরণ ঝলকাচ্ছে। তাঁর আয়ত চক্ষুদুটিতে অসীম বেদনা, অসীম করুণা, অসীম আশা! তাঁর প্রশস্ত ললাটে দিব্য বার্তা—সে বার্তা স্বপ্নের নয়, সত্যের! পথের লোক মুগ্ধবিস্ময়ে স্বামিজীর দিকে তাকিয়ে থাকে, মনে মনে বলে: "সুন্দর, মরি মরি, তোমায় কী দিয়ে বরণ করি!"

বরণ করলেন পোরবন্দরের মহারাজ। তিনি স্বামিজীকে পথে দেখতে পেয়ে নিয়ে গেলেন নিজের প্রাসাদে।

পোরবন্দরে বিখ্যাত পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গের কাছে স্বামিজী বেদান্তের ব্যাসসূত্র পড়তে আরম্ভ করলেন।

এই সময়ে গোবর্ধন-মঠের জগদ্‌গুরু শ্রীশ্রীমৎশঙ্করাচার্য পোরবন্দরে আসেন। তাঁর সভাপতিত্বে লিম্বডির রাজবাড়িতে পণ্ডিতদের একটি বিচার-সভা বসে। পণ্ডিত শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গের সঙ্গে স্বামিজীও ঐ সভায় যান। সভায় মহা মহা সব পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু জয়লাভ করলেন স্বামিজী।

পণ্ডিত পাণ্ডুরঙ্গ একদিন স্বামিজীকে বললেন: "এদেশে ধর্মপ্রচার করে আপনি খুব সুবিধে করতে পারবেন বলে মনে হয় না। আপনার উদার ভাবগুলি আমাদের দেশের লোক অনেক দেরিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝবে। আপনি পাশ্চাত্ত্যদেশে যান। সেখানের লোক মহতের ও প্রতিভার সম্মান দিতে জানে। আপনি নিশ্চয়ই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও সভ্যতার উপর সনাতন-ধর্মের অপূর্ব জ্ঞানালোক ছড়িয়ে অভিনব যুগান্তর আনতে পারবেন।"

পাণ্ডুরঙ্গের কথা শুনে স্বামিজী কিছুকাল চিন্তা করলেন, তারপর স্বপ্ন-মাখা সুরে ধীরে ধীরে বললেনঃ "একদিন প্রভাসে সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে তরঙ্গমালা দেখছিলুম। সহসা যেন মনে হল, এই সমুদ্র পেরিয়ে আমাকে কোন সুদূর দেশে যেতে হবে। তা যে কি করে সম্ভব হবে, বুঝতে পারছি না।"

এই সময়ে স্বামিজীর গুরুভাই ত্রিগুণাতীতানন্দ অর্থাৎ সারদা ঘুরতে ঘুরতে এসে উপস্থিত হন লিম্বডিতে। স্বামিজী তাঁকে কথায় কথায় বলেনঃ "ভাই সারদা, ঠাকুর যে সব কথা বলতেন, সে সব কথা আমি তখন হেসে উড়িয়ে দিতুম। এখন অনুভব করছি যে কথাগুলি সত্য। আমার মনে হয়, আমার মধ্যে যে শক্তি আছে, তা দিয়ে জগৎ ওলট-পালট করতে পারি!"

এরপর স্বামিজী বহু স্থান ঘুরে পৌঁছালেন বোম্বাইতে। সেখান থেকে উঠে বসলেন পুনাগামী ট্রেনে।

ট্রেনের কামরায় তিনজন মরাঠী যুবক। সন্ন্যাস-সম্বন্ধে নিজেদের মধ্যে ঘোরতর তর্ক করছেন তাঁরা। দুজন সন্ন্যাসের বিপক্ষে, একজন স্বপক্ষে। স্বামিজীও তর্কে যোগ দিয়ে সন্ন্যাসের সমর্থন করতে লাগলেন। তাঁর ইংরেজী শুনে ও গভীর পাণ্ডিত্য দেখে যুবকেরা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুগ্ধ হলেন। যে যুবকটি সন্ন্যাসের সমর্থন করছিলেন, তিনি হলেন সেকালের কংগ্রেসের তথা দেশের অন্যতম স্বনামধন্য নেতা লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক। স্বামিজীকে তিনি পরমসমাদরে পুনায় নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে কিছুদিন থেকে আবার বেরিয়ে পড়লেন স্বামিজী।

একদিন স্বামিজীর শিষ্য লিম্বডির রাজা তাঁকে দীনবেশে রাজপথে ঘুরে বেড়াতে দেখে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। রাজা স্বামিজীকে বললেন যে তিনি কেন এ কষ্টভোগ করছেন—স্বামিজী লিম্বডিতে চলুন, সেখানে তাঁর স্থায়িভাবে থাকার ভাল ব্যবস্থা রাজা করে দেবেন।

রাজার প্রস্তাব শুনে স্বামিজী বললেন: "মহারাজ, একটা অদ্ভুত শক্তি আমাকে জোর করে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। ঠাকুর আমার কাঁধে এক মহান্ ভার দিয়ে গেছেন। তা শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রামের আশা বৃথা। জীবনে যদি কখনও বিশ্রাম করার অবকাশ পাই ত আপনার সঙ্গে এসে বাস করব।"

লিম্বডি থেকে ক্রমে ক্রমে বেলগাঁওয়ে পৌছান স্বামিজী। সেখানে বনবিভাগের কর্মচারী হরিপদ মিত্র সস্ত্রীক তাঁর শিষ্য হন। এই সময়ে আমেরিকার শিকাগো শহরে সর্বধর্মের এক সম্মেলনের আয়োজন হচ্ছিল। স্বামিজী হরিপদবাবুকে বললেন যে তিনি ঐ সভায় যোগ দিতে চান। শুনে হরিপদবাবু স্বামিজীর পথ-খরচার জন্য চাঁদা তোলার প্রস্তাব করলেন। কিন্তু স্বামিজী রাজী হলেন না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছু দিন পরে স্বামিজী মহীশূরে যান। তাঁর অসাধারণ প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যে মহীশূরের মহারাজ মুগ্ধ হন।

মহীশূরে থাকার সময়ে মহারাজের কাজে কোন ত্রুটি দেখামাত্র স্বামিজী তাঁকে কঠোর তিরস্কার করতেন। মহারাজ একদিন রাগের ভান করে তাঁকে বলেন: "স্বামিজি, আমি এত বড় একজন রাজা, আমাকে আপনার ভয় করা উচিত—খোসামোদ করা উচিত। ভবিষ্যতে আপনি সাবধান হবেন, নতুবা আপনার জীবন সঙ্কটাপন্ন হবে।"

স্বামিজী কিছুমাত্র সঙ্কোচ না করে গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন: "আপনার অসঙ্গত কাজ ও কথা সমর্থন করার জন্য ত বহু পারিষদ্ আছেন। আমি সন্ন্যাসী—সত্যই আমার তপস্যা। সামান্য জড়দেহের অনিষ্টাশঙ্কায় সত্যকে পরিত্যাগ করব!"

এই নির্ভীক স্পষ্টবাদিতায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন মহীশূরপতি।

মহীশূরেও একটি পণ্ডিত-সভায় যোগ দেন স্বামিজী। উপস্থিত পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁর জ্ঞান ও প্রতিভার কাছে মাথা নত করে দেন, এবং শাস্ত্র-সম্বন্ধে তাঁর বিচার মেনে নেন।

স্বামিজী একদিন মহীশূরপতিকে বলেন যে, ভারতের এখন প্রয়োজন হল পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানের সাহায্যে আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতিসাধনের চেষ্টা করা। ইউরোপীয়দের কাছে শুধু কাঁদলে আর ভিক্ষা মাগলে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। ওদের কাছ থেকে যেমন নিতে হবে, তেমন দিতেও হবে ওদের। তা, বর্তমান ভারতের কি আর আছে দেবার মত সম্পদ্ এক আধ্যাত্মিক জ্ঞান ছাড়া?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাই, পাশ্চাত্ত্যবাসীদের কাছে থেকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষি শিল্প ইত্যাদি শিখে নিতে হবে, আর বিনিময়ে তাদের দিতে হবে আধ্যাত্মিক জ্ঞান। এজন্য স্বামিজীর ইচ্ছা যে তিনি বেদান্তের উদার মত প্রচার করতে পাশ্চাত্ত্যে যাবেন।

মহীশূরপতি বললেন যে, স্বয়ং স্বামিজী যদি পাশ্চাত্ত্যে হিন্দুধর্ম প্রচার করতে যান, তবে তিনি সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতে রাজী আছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ স্বামিজীকে কয়েক হাজার টাকা দিতে উদ্যত হলেন।

কিন্তু স্বামিজী বললেন: "মহারাজ, আমি এখনও কিছু স্থির করতে পারিনি। আমি হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত ভ্রমণ করবার সঙ্কল্প করেছি। এই পরিব্রাজব্রত উদ্‌যাপিত না হওয়া পর্যন্ত অন্য কাজে হাত দেব না।"

মহীশূর থেকে বিদায় নেবার সময়ে স্বামিজীকে মহারাজ নানা বহুমূল্য উপহার দিতে চেষ্টা করেন। স্বামিজী ত তার কিছুই নেবেন না—অনেক সাধ্যসাধনা করায় নিলেন কেবল চন্দনকাঠের একটি হুঁকো আর কোচিন পর্যন্ত একখানা রেলের টিকিট!

কোচিন— ত্রিবাঙ্কুর— মাদুরা— সেতুবন্ধ রামেশ্বর— কন্যাকুমারী। ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে পৌঁছালেন পরিব্রাজক সন্ন্যাসী।

কন্যাকুমারীর দক্ষিণে একটি ক্ষুদ্র পর্বতময় দ্বীপ। দ্বীপটি ভারতবর্ষের এলাকার বাইরে। কন্যাকুমারী ও দ্বীপটির মধ্যে একটি সঙ্কীর্ণ কিন্তু হাঙরে পূর্ণ প্রণালী অবস্থিত। স্বামিজীর সাধ হল,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি ভারতের সীমানার বাইরে গিয়ে একবার স্বদেশের দিকে তাকাবেন। তাই তিনি ঐ দ্বীপে যাবার উদ্যোগ করলেন। কিন্তু স্বামিজী কপর্দকশূন্য সন্ন্যাসী, কোন মাঝিই তাঁকে বিনা ভাড়ায় ঐ দ্বীপে নিয়ে যেতে রাজী হল না। স্বামিজী তখন সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং দুস্তর বারিধি সাঁতরে ঐ দ্বীপে গিয়ে উঠলেন!

সম্মুখেতে কষ্টের সংসার

ক্ষুদ্র দ্বীপের উপকূলে সিক্তবসনে বসে অর্ধোত্থিত দৃষ্টিতে উত্তরদিকে চেয়ে আছেন স্বামিজী—চেয়ে আছেন অপলকনয়নে! তাঁর সামনে বিছিয়ে পড়ে আছে আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ।

এই তাঁর স্বদেশ—তাঁর স্বপ্নের ভারত, সাধনার ভারত। সেই প্রাচীন যুগে, কম করেও এখন থেকে চার-হাজার বছর আগে, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশের মানুষ যখন পশুর মত আরণ্য জীবন যাপন করছে, তখন ভারতবর্ষই শুনিয়েছে গোটা মানবজাতিকে সবচেয়ে বড় বাঁচার মন্ত্র ঃ

"শৃণন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
তে যে ধামানি দিব্যানি তস্তুঃ॥"

—শোন শোন বিশ্ববাসী মানুষ, তোমরা অমৃতের পুত্র—দেবপুত্র তোমরা, তোমাদের মৃত্যু নেই, তোমরা দিব্যধামে বাস করছ।

হাঁ, অমৃতেরই সন্ততি বটে ভারতবাসী—দিব্যধামেই তারা বাস করছে বটে! তাইত আজ ভারতের তিরিশ কোটি নরনারী নিরন্ন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্বস্ত্র নির্গৃহ! প্রতিবৎসর লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ হারায় রোগে অশিক্ষায় কুসংস্কারে!

কে বাঁচাবে এদের? দেশে যে অল্প কজন ধনী ও ক্ষমতাশালী আছেন, তাঁরা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত—স্বদেশবাসীদের দিকে তাকাবার অবসর কই তাঁদের? দেশের শাসক বিদেশী ইংরেজ—তারা শাসন করে, শোষণ করে, কিন্তু পালন করে না প্রজাপুঞ্জকে।

একমাত্র ভরসা ইউরোপ ও আমেরিকা। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কল্যাণে পাশ্চাত্ত্য আজ বিভবশালী। স্বামিজীকে যেতে হবে পাশ্চাত্ত্যে—ঐ বিভবের কিছু অংশ ভারতের জন্য নিয়ে আসতে হবে, কিন্তু ভিক্ষে করে নয়, দস্যুতা করে নয়,—নিয়ে আসতে হবে মূল্যবিনিময়ে। হাঁ, মূল্য দেবার মত সম্বল ভারতের আছে বইকি! তার ভাণ্ডার ভরে আছে আধ্যাত্মিক রত্নমণিতে, তাই দিয়ে স্বামিজী কিনে আনবেন পাশ্চাত্ত্যের পার্থিব সম্পদ্!

স্বামিজী এই সঙ্কল্প করেন ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ পরমহংসদেবের মৃত্যুর ছ-বছর পরে। এই ছ-বছরের অধিকাংশ সময়ই তাঁর কেটেছে ভারত-পরিক্রমায়। পায়ে পায়ে গোটা ভারতবর্ষ মাড়িয়ে তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন ভারতবাসীর মর্মান্তিক দুর্দশা। তিনি অস্থির হয়ে উঠেছেন এর প্রতিকার করবার জন্য।

ঠাকুর বলেছিলেনঃ "নরেন্দ্র যেদিন মানুষের দুঃখ-দুর্দশা প্রত্যক্ষ করবে, সেদিন ওর চরিত্রের অহঙ্কার চূর্ণ হয়ে অসীম করুণায় পরিণত হবে।"

নরেন্দ্র আজ তাই স্বামিজীর বেশে সজলনেত্রে ভারতবর্ষকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্দেশ করে বলে উঠলেন: "মাগো, আমি মুক্তি চাই না; তোমার সেবাই আমার বাকি জীবনের একমাত্র কাজ!"

সমুদ্র সাঁতরে আবার কন্যাকুমারীতে এলেন স্বামিজী; সেখান থেকে গেলেন পণ্ডিচেরী।

পণ্ডিচেরীতে এক বিভ্রাট্! এক দক্ষিণী ব্রাহ্মণ এসে সমুদ্রযাত্রা-সম্বন্ধে তর্ক আরম্ভ করলেন স্বামিজীর সঙ্গে। তাঁর মতে হিন্দুর পক্ষে সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ। স্বামিজী যতই শান্তভাবে শাস্ত্রসম্মত যুক্তি দেখান, পণ্ডিতপ্রবর ততই খেপে গিয়ে টিকি নাড়তে নাড়তে বলেন: "কদাপি ন—কদাপি ন"—কখনও না, কখনও না!

কিন্তু পণ্ডিতের শত টিকি-নাড়া ঝঙ্কার সত্ত্বেও সেখানের যুবকেরা স্বামিজীর অনুগত হলেন।

এবার মাদ্রাজ। সেখানেও শিক্ষিত যুবকেরা মাথায় তুলে নিলেন স্বামিজীকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ উপাধিধারী যুবক, ছাত্র ও অধ্যাপকেরা দলে দলে তাঁর শিষ্য হলেন।

এ সংবাদ পেয়ে অট্টহাস্য করে উঠলেন মাদ্রাজের খ্রিস্টিয়ান কলেজের বিজ্ঞানের অধ্যাপক সিঙ্গরাভেলু মুধলিয়র। তিনি ছিলেন বিখ্যাত নাস্তিক। একদিন তিনি দলবল নিয়ে স্বামিজীর সঙ্গে তর্ক করার আয়োজন করলেন। কিন্তু তর্ক করবেন কি, স্বামিজীকে দেখেই তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন। স্বামিজীর চেহারার মধ্যে তিনি কি দেখতে পেলেন, কে জানে,—তাঁর চক্ষু দিয়ে দরদর করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামল অশ্রুধারা! তাঁর নাস্তিকতা দূরে গেল—তিনি স্বামিজীর শিষ্য হলেন।

স্বামিজীকে শিকাগোর ধর্ম-মহাসম্মেলনে পাঠাবার উদ্যোগ করলেন মাদ্রাজী শিষ্যেরা। তাঁরা পাঁচ-শ টাকা যোগাড় করে এনে দিলেন স্বামিজীকে। সে টাকা তাদের ফিরিয়ে দিলেন স্বামিজী, বললেন: "আমি জগন্মাতার হাতের যন্ত্রমাত্র। তাঁর ইচ্ছে হলে তিনি আমাকে সেখানে পাঠাবেন। তোমরা এই টাকা দরিদ্রনারায়ণের সেবায় ব্যয় কর। দেখি, মায়ের কি ইচ্ছা!"

এই সময়ে হায়দরাবাদ থেকে নিমন্ত্রণ পেয়ে স্বামিজী সেখানে গেলেন। ট্রেন থেকে নেমে তিনি দেখেন: প্লাটফর্মে আর লোক ধরে না—তাঁর অভ্যর্থনার জন্য হায়দরাবাদ ও সেকেন্দ্রাবাদের সমস্ত গণ্যমান্য হিন্দু-মুসলমান সমবেত হয়েছেন।

স্বামিজীর বৈদান্তিক ধর্ম-সমন্বয়ের প্রস্তাব হায়দরাবাদের নিজামের কাছে খুব ভাল লাগল। পাশ্চাত্ত্যদেশে ধর্মপ্রচারের জন্য তিনি এক হাজার টাকা দিতে চাইলেন। কিন্তু স্বামিজী বললেন: এখনও সময় হয়নি—যদি কখনও পাশ্চাত্ত্যে যাবার জন্যে ভগবানের আদেশ পান ত নিজামকে সাহায্যের জন্য অনুরোধ করবেন।

হায়দরাবাদে মহবুব কলেজে বিশিষ্ট শিক্ষিত ব্যক্তিদের এক সভায় স্বামিজী "পাশ্চাত্ত্যদেশে আমার বার্তা" শীর্ষক একটি অতি মনোজ্ঞ ইংরেজী বক্তৃতা দেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাদ্রাজে ফিরে গিয়ে স্বামিজী দেখেন আনন্দ চার্লু, বিচারক সুব্রহ্মণ্য আয়ার প্রভৃতি বিশিষ্ট নেতারা তাঁকে শিকাগোর ধর্ম-মহা-সম্মেলনে পাঠাবার জন্য উঠে-পড়ে লেগেছেন। স্বামিজী আসতে মাদ্রাজী শিষ্যেরা অর্থসংগ্রহের জন্য রামনাদ মহীশূর ও হায়দরাবাদে যাত্রা করলেন।

এ দেখে স্বামিজী তাঁর এক মাদ্রাজী শিষ্যকে বললেন : "যদি আমার আমেরিকা যাওয়া একান্তই মায়ের ইচ্ছে হয়, তবে আমাকে নিশ্চয়ই যেতে হবে। তোমরা আমাকে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিরূপে সেখানে পাঠাবার সংকল্প করেছ। আমিও জনসাধারণের মুখপাত্ররূপেই যাবার ইচ্ছা করি। কিন্তু এ কাজে জনসাধারণের সম্মতি আছে কিনা, তা জানা একান্ত প্রয়োজন। সুতরাং, কেবল রাজা-মহারাজদের কাছে সাহায্য না নিয়ে তোমরা জনসাধারণের কাছে অর্থভিক্ষা কর।"

এই সময়ে স্বামিজী একদিন স্বপ্নে দেখলেন যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দিব্যদেহে সমুদ্রতীর থেকে নেমে বিস্তীর্ণ জলরাশির উপর দিয়ে হেঁটে চলেছেন এবং হাত বাড়িয়ে ইশারা করে স্বামিজীকে—তাঁর পরম স্নেহের ধন নরেনকে আসতে বলছেন!

স্বামিজীর ঘুম ভেঙ্গে গেল। পাশ্চাত্ত্যে যাবার পথে তাঁর যে দ্বিধা-সংশয় ছিল, তা দূর হয়ে গেল,—গুরুর নির্দেশ পেয়েছেন, আর ভাবনা কি!

পুরাদমে পাশ্চাত্ত্য-যাত্রার আয়োজন চলেছে এমন সময় খেতরির রাজার প্রাইভেট সেক্রেটারি মুনশি জগমোহন লাল এসে উপস্থিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দু-বছর আগে অপুত্রক খেতরিরাজকে স্বামিজী যে আশীর্বাদ করে এসেছিলেন, তারই বলে পুত্রলাভ হয়েছে রাজার। সামনেই রাজকুমারের অন্নপ্রাশন। রাজা তাই জগমোহনকে পাঠিয়েছেন গুরুকে খেতরিতে নিয়ে যাবার জন্য।

বহু চেষ্টা করেও জগমোহনের হাত এড়াতে পারলেন না স্বামিজী—তাঁকে খেতরি যেতে হল।

অন্নপ্রাশনের উৎসব শেষ হল। জগমোহন স্বামিজীকে বোম্বাই পৌঁছে দিলেন। খেতরিরাজের আদেশে তিনি বহুমূল্য পোশাক-পরিচ্ছদ কিনে দিলেন স্বামিজীকে, বক্তৃতাকালে পরবার জন্য দিলেন মহার্ঘ রেশমী আলখিল্লা ও পাগড়ী। স্বামিজী ত ওসব কিছুই নেবেন না, কিন্তু জগমোহন কিছুতেই ছাড়লেন না, বললেন : স্বামিজী রাজগুরু—বিদেশে যাচ্ছেন, সুতরাং রাজগুরুর উপযুক্ত পোশাক-পরিচ্ছদ পরেই তাঁর যাওয়া দরকার।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের একত্রিশে মে। "যত মত, তত পথ" মন্ত্রের উদ্গাতা ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয়তম শিষ্য নরেন্দ্রনাথ যাত্রা করলেন শিকাগোর পথে পাশ্চাত্ত্যে হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের সার বেদান্ত প্রচার করতে। পরনে তাঁর খেতরির রাজার দেওয়া বেশ, নাম নিয়েছেন তিনি খেতরির রাজার দেওয়া **"স্বামী বিবেকানন্দ"**।

পুবের পৃথিবীতে ভারতবর্ষে নোতুন সূর্য উঠল—ভোর কি হবে বিশ্বের দুঃখের রাত্রি ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বার্তা আনিয়াছি বিধাতার

"আমেরিকার ভাইবোনেরা!"

আলোড়ন উঠল সভাস্থলে। এ কি সম্বোধন! কে এ বিদেশী সন্ন্যাসী? এতক্ষণ যাঁরা বক্তৃতা করলেন, তাঁরা ত নীরস ভদ্রতার গতানুগতিক রীতিতে "সমবেত মহিলাবৃন্দ ও ভদ্রমহোদয়" বলেই সম্বোধন করেছেন শ্রোতৃমণ্ডলীকে। আর ইনি?—এমন সম্বোধন করলেন যেন একেবারে আত্মার আত্মীয়!

ঐ শুনুন, সন্ন্যাসী বলছেন: সকল ধর্মের লক্ষ্য এক—বিভিন্ন নদী যেমন সমুদ্রের দিকে ছোটে, সকল ধর্মও তেমনি ঈশ্বরকে লাভ করতে চায়। আর, যে-কোন ধর্ম পালন করলেই ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা সম্ভব। কোন ধর্মই তুচ্ছ নয়। সুতরাং, সাম্প্রদায়িকতা, গোঁড়ামি, উন্মত্ততা যে অন্ধকার রাত্রি দিয়ে সুন্দর ধরণীকে ঢেকে রেখেছে, আজ সে রাত্রির অবসান হক—নবপ্রভাতের ঘণ্টাধ্বনি বেজে উঠুক!

এ কি বাণী! এতক্ষণ সব বক্তারা নিজ নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন, অনেকেই চেষ্টা করেছেন পরধর্মকে ছোট করতে। আর এ সন্ন্যাসী সকল ধর্মকে সমান মর্যাদা দিচ্ছেন, বলছেন: "যত মত, তত পথ!"

এই ত প্রকৃত ধর্ম-সমন্বয়—ধর্ম-মহাসভার এই ত প্রকৃত বাণী!

সন্ন্যাসীর সম্বোধন শুনে শোতৃমণ্ডলীতে যে আলোড়ন জেগেছিল, ততোধিক আলোড়ন জাগল তাঁর ঐ বাণী শুনে—সত্যের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বর্ষিত হচ্ছে ও বাণী থেকে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্বের ইতিহাসে সংযোজিত হল আর একটি পুণ্যদিন—১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের এগারই সেপটেম্বর, সোমবার! ধন্য হল ঐ তারিখে আমেরিকার শিকাগো-শহরে যে ধর্মসভার উদ্বোধন হয়েছিল!

কে এ সন্ন্যাসী? এই গৈরিকধারী উষ্ণীষশীর্ষ দেবকায় সন্ন্যাসী কে?

এই সন্ন্যাসীকেই ত জাহাজ থেকে নামতে দেখা গিয়েছিল ক্যানাডায়—জাহাজে দুর্দান্ত ঠাণ্ডার মধ্যে শীতবস্ত্রের অভাবে জমে যাওয়ার উপক্রম করেছিলেন তিনি।

কদিন পরেই এঁকে দেখা গেছে শিকাগোতে—বিপুল কৌতূহলে নিরীক্ষণ করছেন আধুনিক বিজ্ঞান ও সভ্যতার সমারোহ। এঁকে বিদেশী দেখে—এঁর সরলতার সুযোগ নিয়ে পাঁচজনে এঁর টাকাকড়ি ঠকিয়ে নিয়েছে; এখন ইনি প্রায় রিক্তহস্ত।

শোনা গিয়েছিল, ইনি এসেছেন নাকি আসন্ন ধর্ম-মহাসভায় যোগ দেবার জন্য।

হাঁ, ইনিই স্বামী বিবেকানন্দ।

শিকাগোতে পৌঁছে বিপদের অবধি রইল না বিবেকানন্দের। সঙ্গের টাকাকড়ি প্রায় সবই লুঠ হয়ে গেছে। তাছাড়া, মহাসভার অধিবেশন হতে এখনও দেড় মাসের উপর দেরি, আর তাও, কোন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরূপে পরিচয়-পত্র না থাকলে মহাসভায় বক্তৃতা করতে দেওয়া হবে না। বিবেকানন্দ টাকার জন্য মাদ্রাজে তার করলেন, এবং পরিচয়-পত্রের জন্য ভারতের কোন একটি ধর্মসমিতির নিকট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিঠি লিখলেন। চিঠি পেয়ে সমিতির কর্তা বললেন: "মরুক হতভাগা ঠাণ্ডায়!"

হতভাগা কিন্তু মরল না। সে তার যা সামান্য অর্থ অবশিষ্ট ছিল, তাই সম্বল করে ভগবানের নাম নিতে নিতে দিব্যি চেপে বসল বোস্টন-গামী ট্রেনে, কারণ বোস্টন-শহরে থাকা-খাওয়ার খরচা শিকাগোর চেয়ে অনেক শস্তা।

বিবেকানন্দের অসামান্য তেজোময় মূর্তি এবং গৈরিক পোশাক দেখে একজন সহযাত্রিণী আমেরিকান মহিলা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হলেন। তিনি স্বামিজীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। সেখানে একদিন জে. এইচ্. রাইটের সঙ্গে আলাপ হল স্বামিজীর। রাইট্ ছিলেন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যের প্রখ্যাত অধ্যাপক! বিবেকানন্দের প্রতিভা ও জ্ঞান তাঁকে মুগ্ধ করল। তিনি স্বামিজীকে শিকাগো পর্যন্ত একখানি রেলের টিকিট কিনে দিলেন এবং ধর্ম-মহাসভার কর্তাদের কাছে একখানা পরিচয়-পত্র লিখে দিলেন।

পরিচয়-পত্রে রাইট লিখলেন: "আমাদের সমস্ত পণ্ডিতব্যক্তিকে একত্র করলে যা হয়, তার চেয়েও বেশি পণ্ডিত এই অজ্ঞাতনাম হিন্দু সন্ন্যাসী!" বিবেকানন্দকে তিনি বললেন: "আপনার কাছে পরিচয়-পত্র চাওয়া, আর, সূর্য কোন্ অধিকারে দীপ্তি পাচ্ছে, তা জানতে চাওয়া একই কথা!"

নোতুন আশায় বুক বেঁধে বিবেকানন্দ আবার চললেন শিকাগোতে। কিন্তু বিপদ্ তাঁর তখনও শেষ হয়নি। রাইট্-সাহেবের দেওয়া পরিচয়-পত্রখানি তিনি পথে হারিয়ে ফেললেন। ধর্ম-মহাসভার পরিচালক-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমিতির ঠিকানাও গেলেন ভুলে। পথিকদের কাছে খবর জানতে চাইলে তারা কৃষ্ণাঙ্গ দেখে মুখ বাঁকিয়ে চলে যায়, হোটেলওয়ালারা ঢুকতে দেয় না। নিরুপায় স্বামিজী সেই রক্ত-জমান শীতে রেলস্টেশনের একটা খালি প্যাক-বাক্সের মধ্যে গুটিসুটি মেরে রাত কাটালেন!

পরদিন সকালে আবার ধর্ম-মহাসভার ঠিকানা-সংগ্রহের চেষ্টায় ঘুরতে লাগলেন বিবেকানন্দ। কিন্তু কে দেবে ঠিকানা? কালা আদমী যে—নিগার! এদিকে খিদেও পেয়েছে খুব, অথচ পকেট শূন্য! দরজায় দরজায় ভিক্ষা চেয়ে ফিরতে লাগলেন স্বামিজী। কিন্তু কেউ দিল রূঢ় গালাগালি, কেউ চাকর দিয়ে অপমান করাল, কেউ বা মুখের উপর দড়াম্ করে কপাট এঁটে দিল। হায়, আধুনিক সভ্যতার মহাকেন্দ্র আমেরিকা—তুমিই সর্বধর্ম-সম্মেলনের আয়োজন করেছ বটে!

এর উপর আবার বিবেকানন্দের বিচিত্র পোশাক দেখে একদল ছেলেমেয়ে তাঁর পিছনে ফেউ লাগল, ঠিক যেমন "অন্নদামঙ্গল"-এর শিব ভিক্ষায় বেরলে "রঙ্গচিঙ্গা"-রা তাঁর পিছনে লেগেছিল!

অবশেষে একেবারে অবসন্ন হয়ে স্বামিজী রাস্তার উপরে বসে পড়লেন।

সহসা সামনের বাড়ির জানালা খুলে গেল। অপরূপ সুন্দরী একটি মহিলা সুমধুরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন স্বামিজীকে: "আপনি কি ধর্ম-মহাসভার প্রতিনিধি?"

স্বামিজী জানালেন: তাই-ই বটে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বাড়ির ভিতরে নিয়ে যাওয়া হল। সেখানে তিনি সাদর অভ্যর্থনা লাভ করলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ মহিলাটি হলেন শ্রীযুক্তা জি. এইচ্. হেইল্। তিনি বিবেকানন্দকে ধর্ম-মহাসভার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন।

তারপর এল সেই মহাদিন—১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের এগারই সেপটেম্বর। বিশ্বের দরবারে ভারতের হিন্দু সন্ন্যাসী ঘোষণা করলেন বেদান্তের বার্তা।

নানা দেশ থেকে নানা ধর্মের নামজাদা সব প্রতিনিধি এসেছেন। মহাসভার প্রথম দিনের অধিবেশনে প্রতিনিধিরা উঠে নিজ নিজ আত্মপরিচয় দিলেন। তাঁরা সবাই তাঁদের বক্তব্য লিখে এনেছিলেন। অতি মনোরম সে সব বক্তৃতার ভাষা, অতি জ্ঞানগর্ভ তাদের বিষয়-বস্তু,—বড় যত্নে বড় সতর্কতায় রচিত হয়েছিল বক্তৃতাগুলি!

এদিকে বিবেকানন্দ কিছুই লিখে নিয়ে যাননি। তাই অত্যন্ত দুশ্চিন্তায় পড়লেন তিনি। বারে বারে তাঁর বলার পালা আসে, বারেবারেই তিনি মাথা নাড়েন। তারপর তিনি বলতে উঠলেন সবার শেষে।

সেই মহতী সভায় গুরুনাম স্মরণ করে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন "আমেরিকার ভাইবোন" বলে। ব্যস্, vini vidi vici : আমি এলাম দেখলাম জিনলাম—রোমের জুলিআস সীজারের মতই বিবেকানন্দ মুহূর্তেই শ্রোতৃমণ্ডলীর অন্তর জয় করে নিলেন।

তুমুল করতালিতে সভাস্থল মুখর। শ্রোতৃমণ্ডলীর অনেকেই আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সবিস্ময়ে দেখতে লাগলেন বক্তাকে। বিবেকানন্দ কিন্তু তখন পর্যন্ত বোঝেননি যে এ সংবর্ধনা তাঁরই! তিনি আপন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বক্তব্য বলে চললেন, বললেন: কোন ধর্মই উপেক্ষণীয় নয়; সকল ধর্মই ঈশ্বরলাভের সহায়ক; পৃথিবীতে যত মত, মুক্তির পথও ততগুলি; সুতরাং, হে মানুষ, পরধর্মসহিষ্ণু হও।

আবার করতালি! এতক্ষণ সমস্ত বক্তারা নিজ নিজ ধর্মের গুণ বর্ণনা করছিলেন, অনেকে আবার পরধর্মের গ্লানি করতেও দ্বিধা করেননি; কিন্তু বিবেকানন্দ বিশেষ কোন ধর্মের প্রতিনিধিরূপে বক্তৃতা করলেন না—তিনি সকল ধর্মের স্বপক্ষে বললেন, বললেন মানুষের ধর্মের স্বপক্ষে।

সেদিন এই সর্বধর্মসমন্বয়ের বার্তার প্রয়োজন ছিল সমস্ত বিশ্বে। আমেরিকাবাসী তাই বিবেকানন্দকে মাথায় তুলে নিল। দীর্ঘকাল ধরে ওদেশের সংবাদপত্রগুলির প্রধান বিষয়বস্তু হয়ে উঠলেন স্বামিজী—সবাই বললেন যে ধর্ম-মহাসভায় সমবেত প্রতিনিধিদের মধ্যে তিনিই হলেন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। রাস্তায় রাস্তায় তাঁর ছবি লটকে দেওয়া হল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত পথচারীরা সেই ছবির প্রতি সম্মান দেখাতে লাগলেন। অতি বড় গোঁড়া ভিন্নধর্মীও বললেন: স্বামী বিবেকানন্দ মানুষের মধ্যে অতি-মানুষ!

ধর্ম-মহাসভায় স্বামিজী প্রায় পক্ষকালের মধ্যে দশ-বারটি বক্তৃতা করেন। পঁচিশে সেপটেম্বর তাঁর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল: "হিন্দুধর্মের সার"। ঐ বক্তৃতায় তিনি প্রতিপাদন করেন যে হিন্দুধর্ম কোন ধর্মকে তুচ্ছ করে না—হিন্দুধর্মের মধ্যেই সর্বধর্মসমন্বয়ের উপায় আছে। সেদিন উপস্থিত সমস্ত প্রতিনিধি হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেন। পৃথিবীর ইতিহাসে আরেকবার লেখা হল হিন্দুর নাম সোনার আঁখরে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সভার সর্বশেষ দিনে অর্থাৎ সাতাশে সেপটেম্বর তারিখে স্বামিজী দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করলেন : যিনি মনে করেন যে কালে গোটা পৃথিবী কোন এক বিশেষ ধর্ম গ্রহণ করবে, অথবা, যিনি মনে করেন যে কোন এক বিশেষ ধর্মই ঈশ্বরলাভের একমাত্র পন্থা, তিনি করুণার পাত্র। স্বামিজী বললেন : ঈশ্বরলাভের জন্য "খ্রিস্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হতে হবে না, হিন্দু বা বৌদ্ধেরও খ্রিস্টান হবার প্রয়োজন নেই"—প্রত্যেকেই স্ব স্ব ধর্ম বজায় রেখে পরস্পর বোঝাপড়া করতে পারে এবং ভগবানের পথে এগিয়ে যেতে পারে।

এইভাবে ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের নীতি "যত মত, তত পথ" প্রচার করলেন বিবেকানন্দ—সর্বধর্মসমন্বয়ের উপায় দেখিয়ে দিলেন জগদ্বাসীকে।

প্রমদাদাসবাবুকে বলেছিলেন স্বামিজী যে ভারত-পরিক্রমা শেষ করে তিনি বোমার মত ফেটে পড়বেন স্বদেশের সমাজের উপরে! কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে, সে বোমা ফাটল সমস্ত জগতের উপর—বিশেষ করে সভ্যতাভিমানী জ্ঞানগর্বী পাশ্চাত্ত্যের উপরে!

কিন্তু এত সাফল্য, এত গৌরবেও শান্তি কই বিবেকানন্দের মনে? তিনি বরং অস্বস্তিভরা অন্তরে ভাবেন : একি হল প্রভু! আমি ত চাইনি এসব। আমি চেয়েছিলাম, নির্বিকল্প সমাধির মাধ্যমে তোমাতে লীন হয়ে যেতে। আর, তুমি কিনা আমাকে ঠেলে দিলে এই পার্থিব কলরোলের মধ্যে! তা, হে করুণাময় প্রভু, তোমারি ইচ্ছা পূর্ণ হউক—পূর্ণ হউক!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এরপর আমেরিকার নানা স্থান থেকে ডাক আসতে লাগল স্বামিজীর। সমস্ত আমেরিকা তাঁকে দেখবার জন্য, তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্য পাগল হয়ে উঠল।

সুযোগ বুঝে এক "বক্তৃতা-কমপানি" পাকড়াও করল স্বামিজীকে! আমেরিকার বক্তৃতা-কমপানিগুলির কাজ হল ভাল বক্তা সংগ্রহ করে বক্তৃতার আয়োজন করা। ঐ সকল বক্তৃতা শুনতে হলে টিকিট লাগে। আমেরিকার লোকও বক্তৃতা শুনতে ভারী ভালবাসে। ফলে, টিকিট বেচে মোটা আয় হয় বক্তৃতা-কমপানির, অবশ্য বক্তারাও কিছু পায়। বিবেকানন্দ ভিতরের ব্যাপার না জেনেই একটি বক্তৃতা-কমপানির সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হন।

প্রায় দু-বছর ধরে আমেরিকার নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে স্বামিজী বক্তৃতা করতে থাকেন। আমেরিকাবাসীরা দলে দলে তাঁর "অমৃতের বার্তা" গ্রহণ করতে লাগল। তাঁর স্তুতিতে সমগ্র মহাদেশ মুখর হয়ে উঠল। কিন্তু নিরভিমান সন্ন্যাসীর মুখে একটি মাত্র কথা: "আমি সামান্য দূতমাত্র—আমার কাজ সমাচার বহন করা!"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মূঢ়তার সেনা

জগৎ জুড়ে দরজির কারবার! সাজ-পোশাকেই মানুষের পরিচয়। কত যে ভণ্ড ধার্মিকের বেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, কত যে সাধুর পরিচ্ছদের নিচে জঘন্য পাপিষ্ঠের মূর্তি, তার ইয়ত্তা নেই। আমরা বেশে বশ—পোশাকের মাপেই মানুষের মূল্য নির্ধারণ করি! বাইরেটা দেখেই ভুলে যাই আমরা—অন্তরের দিকে তাকাই না। তাই অনেক সময়ে ছদ্মবেশী শয়তানকে পূজার বেদীতে বসাই—দেবতাকে দেই নির্বাসন!

আমেরিকায় গিয়ে গোড়ার দিকে বিবেকানন্দেরও অমনি ভুল হয়েছিল। আমেরিকাবাসীদের দলে দলে ধর্মসভায় বক্তৃতা শুনতে আসতে দেখে, তিনি ভেবেছিলেন, ওরা খুব ধর্মপ্রাণ। কিন্তু শীঘ্রই ভুল ভাঙল তাঁর, বুঝতে পারলেন যে ওদের ধর্মপ্রাণতা ভণ্ডামি মাত্র!

তাই একদিন এক বক্তৃতা-সভায় বললেন বিবেকানন্দ: "তোমাদের সকল দম্ভ ও বড়াই সত্ত্বেও কোথায় পাত্তা পেয়েছে তোমাদের খ্রিস্টধর্ম বিনা তরওয়ালে? তোমাদের ধর্ম এমনি যে সম্পদলাভের দোহাই পেড়ে তার প্রচার করা হয়। এদেশে আমি এতদিন যা শুনেছি, তা সবই ভণ্ডামি! এত যে সমৃদ্ধি, এ কি খ্রিস্টের দান! খ্রিস্টকে যারা ডাকছে, তারা ধনদৌলত পুঁজি করা ছাড়া আর কিছু গ্রাহ্য করছে না! খ্রিস্ট তোমাদের মধ্যে এসে মাথা গোঁজার যোগ্য একখণ্ড প্রস্তরও পাবেন না।.....খ্রিস্টান তোমরা নও। যাও, খ্রিস্টের কাছে ফিরে যাও!"

কিন্তু খ্রিস্টের কাছে ফিরে যাওয়া কি সহজ? তাহলে যে নিজের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজের তাবৎ ধনসম্পদ্ বিলিয়ে দিতে হয়! "It is easier for a camel to go through a needle's eye, than for a rich man to enter into the kingdom of heaven": সূচের ছেঁদার মধ্য দিয়ে উটের পক্ষে গলে যাওয়া যত না শক্ত, তার চেয়ে ঢের বেশি শক্ত ধনীর পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা! এই হল খ্রিস্টের বাণী।

বক্তৃতা-সভায় আমেরিকার বহু পরশোষক অর্থগৃধ্নু ধনী উপস্থিত ছিলেন। স্বামিজীর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন তাঁরা; এমন কি, কয়েকজন হইচই করতে করতে বেরিয়ে গেলেন সভাগৃহ থেকে। এঁদেরই অনেকে ঘন ঘন করতালি দিয়ে ধর্ম-মহাসম্মেলনে সংবর্ধিত করেছিলেন বিবেকানন্দকে!

কিন্তু গাণ্ডীব যাঁর হাতে, তিনি কি ভয় করেন কুরুসেনাকে? সত্যনিষ্ঠ সন্ন্যাসী তাঁর স্পষ্টভাষণের দরুন কয়েকজন ধনী সমর্থককে হারালেন বটে, কিন্তু বিনিময়ে আমেরিকার শতলক্ষ সাধারণ নরনারীর একেবারে অন্তরের মধ্যে আসন পেতে বসলেন! জীবন্ত বিগ্রহের মত উপাসিত হয়ে তিনি ফিরতে লাগলেন আমেরিকার সর্বত্র।

কিন্তু বক্তৃতা দিতে আর ভাল লাগল না বিবেকানন্দের। এর মধ্যে তিনি বক্তৃতা-কমপানির মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছেন। লোকে তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্য ঝুঁকে পড়েছে দেখে কমপানি সুযোগ পেয়ে টিকিটের দাম দিল চড়িয়ে। তবু বক্তৃতা-সভাগুলিতে দারুণ ভিড়! তবে শ্রোতাদের অধিকাংশই উচ্চবিত্ত অর্থাৎ ঘোর বিষয়ী লোক। এদের ধর্মোপদেশ দেওয়া আর পাথুরে জমিতে ধান-বোনা একই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাপার। ইতিমধ্যে বহু আমেরিকান বিবেকানন্দের পরম ভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন বেশ ধনবান্ ছিলেন। এঁদের সাহায্যে বিবেকানন্দ বক্তৃতা-কমপানির চুক্তি থেকে মুক্ত হলেন। বক্তৃতা দেওয়ার পারিশ্রমিক বাবদ কমপানি তাঁকে প্রচুর অর্থ দিয়েছিল। তিনি সে টাকার অধিকাংশই পাঠিয়ে দিলেন বরানগরে একটি বিধবাদের আশ্রমে।

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে বিবেকানন্দ নিউ ইঅর্ক শহরে কয়েকখানি কামরা ভাড়া নেন। সেখানে তিনি বেদান্ত-শিক্ষার ও ধর্মালোচনার ক্লাস খোলেন। এই ক্লাসে তিনি নিত্য সমাগত নরনারীকে বেদান্ত শিক্ষা দিতেন এবং তাঁদের ধর্ম-সংক্রান্ত প্রশ্নাবলীর সদুত্তর দিতেন।

ক্লাসের কামরাগুলি ছিল জঘন্য। তাছাড়া ক্লাসে যাঁরা আসতেন, তাঁদের ভারতীয় কায়দায় পা মুড়ে বসতে হত—সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ কোনদিনই তাঁর স্বাদেশিকতা এতটুকু ক্ষুণ্ণ হতে দেননি! এত সব অসুবিধা সত্ত্বেও বিবেকানন্দের ক্লাসে ধর্মপিপাসুদের ভিড় হত প্রচুর।

ক্লাসে যাঁরা যোগ দিতেন, তাঁদের কাছ থেকে কোন অর্থ নেওয়া হত না। বিবেকানন্দ এই সময়ে "ব্রুক্‌লিন্ এথিক্‌ল্ অ্যাসোসিএশ্‌ন্"-এ হিন্দুধর্ম-সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি বক্তৃতা দেন, এবং সে বাবদ যে পারিশ্রমিক পান, তাই দিয়ে ক্লাসের খরচ চালান।

এই সময়ে বিবেকানন্দ "রাজযোগ" নামক গ্রন্থ রচনা করতে থাকেন। তিনি বলে যেতেন, এবং তাঁর আমেরিকান শিষ্যা কুমারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এস. ই. ওআল্‌ডো লিখে যেতেন। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের জুন-মাসে রাজযোগ প্রকাশিত হল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই গ্রন্থখানির দুটি সংস্করণ বিক্রি হয়ে গেল, তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। আমেরিকার বিখ্যাত শারীরবৃত্তবিদ্ উইলিআম জেইম্‌জ্ এবং জগৎপ্রসিদ্ধ রুশ লেখক টল্‌স্টয় গ্রন্থখানি পড়ে অভিভূত হয়ে যান।

এ বছর গ্রীষ্মকালে বিবেকানন্দ তাঁর কজন বাছাই-করা আমেরিকান ভক্তকে দীক্ষা দেন।

আমেরিকায় স্বামিজীর প্রতিষ্ঠা দেখে ঈর্ষান্বিত হয়ে ওঠেন ওদেশের একদল গোঁড়া পাদরি। তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন ভারতবর্ষেরই কয়েকজন স্বনামধন্য নেতা। এঁরা মিলে খবরের কাগজে লিখে, পুস্তিকা ছেপে বের করে নানান্ মিথ্যা কুৎসা রটাতে আরম্ভ করলেন স্বামিজীর নামে। এমন কি, তাঁর অকলঙ্ক চরিত্রে কলঙ্ক-আরোপের চেষ্টা করতেও কসুর করেননি এই সব ধর্মের মুখোশ-পরা অধর্মচারীরা। তা, সূর্য যখন দেখা দেন পুবের আকাশে, তখন চোরের দল ত বলবেই : কি আপদ্, আবার উঠল ওটা!

ঐ অপপ্রচারের ফলে ভারতবর্ষে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন স্বামিজীর ভক্তেরা। বিবেকানন্দ তাঁদের চিঠির পর চিঠি লিখে আশ্বস্ত করলেন।

এদিকে প্রাচ্য রবির কিরণ-সমারোহ দেখে আশ্বান্বিত হয়ে উঠল পাশ্চাত্ত্য সমাজ। আমেরিকানরা দলে দলে বিবেকানন্দের অনুগত ভক্ত হয়ে উঠল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিছুকাল ধরে ইংল্যানড থেকে বারংবার আমন্ত্রণ আসছিল বিবেকানন্দের। অবশেষে অগাস্ট-মাসে তিনি ইংল্যাণ্ড-যাত্রা করেন। আমেরিকায় প্রচারকার্য চালিয়ে যাবার ভার দিয়ে যান সেখানকার তিনজন শিষ্য-শিষ্যার উপর। তাঁরা হলেন কুমারী এস্. ই. ওআল্ডো —দীক্ষানাম ঃ ভগিনী হরিদাসী, লিঅঁ ল্যান্ড্স্বার্গ—দীক্ষানাম ঃ স্বামী কৃপানন্দ, এবং ম্যাড্যাম মারি লুই—দীক্ষানাম ঃ স্বামী অভয়ানন্দ।

প্রবাস কোথাও নাহি

ইংল্যানড। ইংরেজদের দেশ ইংল্যানড—যে ইংরেজদের শোষণে অত্যাচারে ভারতবর্ষ চরম দারিদ্র্যে ও দুর্দশায় আর্তনাদ করছে! যে ক্ষমতাগর্বী জাতির নিপীড়নে তিরিশ-কোটি ভারতবাসী আজ সম্বিৎহারা, তাদেরই মাতৃভূমি ইংল্যানড।

এ হেন দেশে কোন্ স্বদেশভক্ত ভারতবাসী পারে প্রসন্নমনে পদার্পণ করতে? বিবেকানন্দও পারলেন না,—বিশেষ, দুঃখী ভারতবাসীর দুঃখমোচনের ব্রত নিয়েছেন যে তিনি! আমেরিকার মাটিতে তিনি পা দিয়েছিলেন উদার স্বচ্ছন্দ মনে—অমেরিকানদের প্রতি পরম প্রীতির ভাব নিয়ে, আর ইংল্যানডের মাটি প্রথম স্পর্শ করলেন দারুণ বিরাগভরে!

১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের সেপটেমবর-মাসে প্যারিস হয়ে বিবেকানন্দ এসে পৌঁছলেন লনডনে।

আমেরিকায় প্রদত্ত বিবেকানন্দের বক্তৃতাসমূহ ছিল বিদ্যুতের মত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অগ্নিগর্ভ—বিদ্যুতেরই মত তা নিমেষে ছড়িয়ে পড়ত দিকে দিকে শ্রোতাদের চিত্তাকাশে আলোর ঝলকানি জাগিয়ে! তাই আমেরিকানরা তাঁকে আখ্যা দিয়েছিল: "Lightning Orator"—তড়িদ্বক্তা।

ইউরোপ তথা ইংল্যানডেও তড়িদ্বক্তার নাম রটে গিয়েছিল। তাই লনডনের মাটিতে পা দিয়ে বিপুল সমাদর লাভ করলেন স্বামিজী। তাবলে কিন্তু ইংরেজদের প্রতি তাঁর বিরাগ কিছুমাত্র হ্রাস পেল না।

লনডনে প্রথম একমাস বিবেকানন্দ রোজ সকালে সমাগত নরনারীর ধর্ম-সংক্রান্ত প্রশ্নাবলীর উত্তর দিতেন, অপরাহ্নে বক্তৃতা করতেন জনসভায়। তাঁর জ্ঞানগর্ভ বক্তব্য, তাঁর হৃদয়গ্রাহী ভাষা, তাঁর উদাত্ত কণ্ঠস্বর শুনে ইংরেজরা তাঁকে মাথায় তুলে নিল। স্বামিজীকে ঘিরে জনতার ভিড় বাড়ল। ইংল্যানডের সেরা সেরা খবরের কাগজে তাঁর প্রশস্তি বেরল—তাঁকে সমান আসন দেওয়া হল বুদ্ধ ও খ্রিস্টের সঙ্গে।

এদিকে ইংরেজদের প্রতি স্বামিজীর মনোভাবেরও ক্রমে পরিবর্তন হল। তিনি দেখলেন: ইংল্যানডের লোক আমেরিকাবাসীদের মত হুজুগে নয়—নোতুন কিছু পেলেই তা নিয়ে মেতে ওঠে না, বরং নোতুনকে গ্রহণ করতে তাদের বড় সঙ্কোচ। ঝুটা মালের কারবার ইংল্যানডে চলবে না—ইংরেজ সাচ্চার খদ্দের! বাইরের চাকচিক্যে ভোলে না তারা—সব কিছু কষ্টিপাথরে কষে যাচাই করে নেয়। কিন্তু ইংরেজ যদি একবার কিছু নেয় ত সহজে তা ছাড়ে না।

এই ত প্রকৃত জ্ঞানপ্রার্থীর লক্ষণ। ইংরেজ-চরিত্রের উপর অত্যন্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রদ্ধাযুক্ত হয়ে উঠলেন স্বামিজী। তাঁর মনের মেঘ কেটে গেল, প্রসন্নতার নীলিমা উঠল ফুটে!

স্বামিজীর একটি বক্তৃতা-সভায় গিয়েছিলেন শ্রীযুক্ত সেভিআর এবং তাঁর পত্নী। সেভিআর একজন অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল, বয়স ঊনপঞ্চাশ। বক্তৃতা-সভা থেকে বেরিয়ে এসে তিনি স্বামিজীর শিষ্যা কুমারী ম্যাকলিঅডকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তিনি এই তরুণ সন্ন্যাসীকে জানেন কিনা? সেভিআর আরও জিজ্ঞাসা করলেন: সন্ন্যাসীকে দেখে যা বলে মনে হচ্ছে, তিনি প্রকৃতই তাই কিনা? অর্থাৎ, বিবেকানন্দ ভণ্ড, না খাঁটি মানুষ?

কুমারী ম্যাকলিঅড বললেন যে তিনি বিবেকানন্দকে বেশ জানেন —এই সন্ন্যাসী প্রকৃতই খাঁটি মানুষ।

শুনে সেভিআর বললেন: তাহলে ওঁকে অনুসরণ করা অবশ্য দরকার—ওঁর নির্দেশ মেনে চললে ঈশ্বরলাভ হবে!

সেদিন বাড়ি ফিরে সেভিআর তাঁর পত্নীকে জিজ্ঞাসা করলেন: "তুমি কি আমাকে স্বামিজীর শিষ্য হতে দেবে?"

"দেব" বললেন সেভিআর-পত্নী: "আর, তুমি কি আমাকে স্বামিজীর শিষ্যা হতে দেবে?"

"তা ঠিক জানি না" সস্নেহ কৌতুকে জবাব দিলেন সেভিআর।

সেভিআর-দম্পতী বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন।

নভেমবর-মাস। রবিবার। অপরাহ্ণ। অসহ্য শীত পড়েছে লনডনে অভিজাত পল্লীর এক ধনী-গৃহের বৈঠকখানায় বিবেকানন্দ উপবিষ্ট,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁর সামনে অর্ধবৃত্তাকারে বসে আছেন কয়েকজন ইংরেজ নরনারী। শীত-নিবারণের জন্য স্বামিজীর পিছনে গন্‌গন্ করে চুলা জ্বলছে! সেই আগুনের আভায় তাঁর সুডৌল মুখখানিতে দেবদূতের মত জ্যোতি ফুটে উঠেছে!

স্বামিজী বলছিলেন: শুধু ধর্মবিশ্বাস থাকলেই চলবে না—ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা চাই।.....স্বর্গসুখ সাধকের শেষকামনা নয়—সাধক চায় সকল সুখদুঃখের অতীত হয়ে পরব্রহ্মে লীন হতে।

স্বামিজী বললেন: তিনি কোন ধর্ম-সম্প্রদায় স্থাপন করতে আসেননি এদেশে—তিনি এসেছেন বিধাতার বার্তা নিয়ে। মানুষের মোক্ষ চাই। মোক্ষ সকল ধর্মেই মেলে, কিন্তু মেলে না মন্দিরে মসজেদে বা গির্জায়; মোক্ষলাভ করতে হলে আত্মজ্ঞান অর্জন করতে হবে মানুষকে। নচেৎ দুঃখ ও ধ্বংস অনিবার্য। এই হল ঈশ্বরের বার্তা —তিনি বলেছেন:

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাম্ বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥"

—পৃথিবীতে যখন ধর্মভাব হ্রাস পায়, যখন অধর্মের প্রাবল্য ঘটে, ভগবান্ তখন অবতার-রূপ ধারণ করেন; দুষ্কৃতিদের বিনষ্ট করে সাধুদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং পৃথিবীকে পুনরায় ধর্মভাবে পূর্ণ করার জন্য ভগবান্ যুগে যুগে অবতার হয়ে জন্ম নেন পৃথিবীতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথাগুলি শ্রোতাদের মন আকর্ষণ করল বটে, কিন্তু এর মধ্যে তাঁরা নোতুন কিছু খুঁজে পেলেন না।

এরপর স্বামিজী বললেনঃ পৃথিবীতে কোন ধর্মই নিখুঁত নয়, অথচ সকল ধর্মই সমমূল্য কারণ ঈশ্বরকে উপলব্ধি করাই সকল ধর্মের শেষ লক্ষ্য।

এ কথাও শোতৃমণ্ডলীর তেমন অজানা নয়।

বিবেকানন্দ আবার বললেনঃ ঈশ্বর বাস্তবিকই নৈর্ব্যক্তিক; কিন্তু তাঁকে আমরা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করি বলে তাঁকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন বলে মনে হয়।

কথাটা বেশ নোতুন ও গভীর। শ্রোতারা অভিভূত হয়ে পড়লেন।

স্বামিজী আরও বললেনঃ "সৃষ্টি হল মাকড়সার জালের মত, আর মনগুলি হল অতগুলি মাকড়সা, কারণ মন একও বটে, বহুও বটে।" অর্থাৎ, মন না মুনি! মনেই জগতের অস্তিত্ব, আবার বিভিন্ন মনে জগতের বিভিন্ন রূপ। ব্রহ্ম এক, মায়ায় বহু। তবু মায়া মিথ্যা নয়, বরং মায়াও ব্রহ্ম। মায়া আছে বলেই ত বহুর সমন্বয় হয়েছে একে।

কথাটা যেমন নোতুন, তেমনি কঠিন,—শ্রোতাদের কাছে বিষম দুর্বোধ্য ঠেকল, অথচ মনে হলঃ এর প্রতিটি অক্ষরে পরম সত্য নিহিত আছে!

কিন্তু সেদিন বিবেকানন্দের যে কথাটি শ্রোতৃমণ্ডলীর অন্তর সবচেয়ে আলোড়িত করে তুলল, তা হল "আত্মা"-র কথা। মানুষের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেহ আছে, মন আছে, কিন্তু সে প্রকৃতপক্ষে চলছে স্বীয় আত্মার নির্দেশে।

উপস্থিত নরনারীর কাছে এ একেবারে অভিনব তত্ত্ব!

শ্রোতৃমণ্ডলী কিন্তু বিবেকানন্দের কথা শুনেই যাচ্ছিলেন না শুধু—তাঁরা প্রশ্ন করছিলেন, তর্ক করছিলেন। সবচেয়ে বেশি তর্ক করছিলেন কুমারী মার্গারেট নোবল। লনডনের একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা তিনি। মনে হচ্ছিল যেন বিবেকানন্দের কোন কথাই মনঃপূত হচ্ছিল না তাঁর!

অমর অঙ্কুর

ডিসেমবর-মাসের গোড়ায় বিবেকানন্দ লনডন ত্যাগ করে পুনরায় আমেরিকায় যান। নিউইঅর্কে পৌঁছে দেখেনঃ স্বামী কৃপানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ ও ভগিনী হরিদাসী বেশ ভালভাবেই প্রচারকার্য চালিয়ে যাচ্ছেন। তাছাড়া, অন্য শিষ্যেরা বাফেলো এবং ডেট্রয়েট নগর দুটিতেও দুটি প্রচার-কেন্দ্র খুলেছেন।

এই সময়ে স্বামিজীর একটি অতি অনুগত ভক্তলাভ হয়। ভক্তটি হলেন শ্রীযুক্ত জে. জে. গুডউইন—একজন ইংরেজ। ইনি ছিলেন স্টেনোগ্র্যাফার বা লঘুলিপিক। এতদিন স্বামিজীর বক্তৃতাবলী লিপিবদ্ধ করতে বড় অসুবিধা হত। শিষ্যেরা ঐ বক্তৃতাবলী লিপিবদ্ধ করার কাজে গুডউইনকে নিযুক্ত করলেন। কিন্তু দিন পনের গেল না, স্বামিজীর বক্তৃতা শুনে শুনে ঝড় উঠল গুডউইনের মনে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামিজীর একান্ত ভক্ত হয়ে উঠলেন তিনি, এবং বক্তৃতা লিপিবদ্ধ করার বাবদ কোন পারিশ্রমিক নিতে অস্বীকার করলেন। তিনি ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করে স্বামিজীর কাজে নিজের জীবন উৎসর্গ করলেন। স্বামিজীও তাঁকে গভীর স্নেহ করতে লাগলেন।

বিশ্রাম নেই বিবেকানন্দের। আমেরিকায় পৌঁছেই আবার প্রচারকার্য আরম্ভ করলেন তিনি। বোস্টনবাসিনী জনৈকা ধনবতী মহিলার টাকায় ঐ নগরে বড় বড় দুখানি ঘর ভাড়া নেওয়া হল। কৃপানন্দকে নিয়ে স্বামিজী সেখানে বাস করতে লাগলেন। ঘর দুখানিতে দেড়-শতাধিক লোক ধরত। বিবেকানন্দ নিত্য তাঁদের কাছে ধর্ম-সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতেন; ঐ বক্তৃতাবলী সঙ্কলিত করেই তাঁর "কর্মযোগ" নামক গ্রন্থ তৈরি হয়েছে।

খ্রিস্টমাস-পর্বোপলক্ষে ক্যামব্রিজের মহিলারা একটি সভার আয়োজন করেন। বিবেকানন্দ ঐ সভায় একটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতাটির বিষয়বস্তু ছিল: "ভারতীয় নারীজাতির আদর্শ"। বক্তৃতাটি বিবিধ তথ্যে পূর্ণ ছিল। উপস্থিত মহিলারা বক্তৃতাটি শুনে চমৎকৃত হন। তাঁরা বিবেকানন্দের অগোচরে তাঁর জননীর কাছে একখানা অভিনন্দন-পত্র পাঠান।

এরপর বিবেকানন্দ আমেরিকার বিভিন্ন স্থানে এবং বিভিন্ন পরিবেশে বহু বক্তৃতা দেন। যেখানেই তিনি বক্তৃতা করতেন বা ধর্মশিক্ষা দিতেন, সেখানেই লোকে লোকারণ্য হয়ে যেত। "ম্যাডিসন স্কোয়ার গার্ডন" নামক প্রকাণ্ড হলে তিনি যখন "ভক্তিযোগ"-সম্বন্ধে বক্তৃতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করতেন, তখন বক্তৃতাস্থল ও আশে-পাশে তিলধারণের জায়গা থাকত না; শত শত নরনারী বহু কষ্ট স্বীকার করেও দণ্ডায়মান অবস্থায় প্রতিদিন দু-ঘণ্টা ধরে সেই বক্তৃতা শুনত!

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়েও বিবেকানন্দ বেদান্ত-দর্শন সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। তাঁর পাণ্ডিত্যে সারা আমেরিকার বিদ্বৎসমাজ মুগ্ধ হয়। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁকে প্রাচ্য দর্শনের প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়; কলামবিআ বিশ্ববিদ্যালয় দিতে চায় সংস্কৃতের প্রধান অধ্যাপকের পদ। কিন্তু ঐ সব পদ নেবেন কি করে বিবেকানন্দ—তাঁর তিরিশ-কোটি অসহায় স্বদেশবাসী যে অধীরভাবে তাঁর প্রত্যাবর্তনের পথ চেয়ে অপেক্ষা করছে!

এরপর বিবেকানন্দ নিউইঅর্কে একটি স্থায়ী "বেদান্ত-সমিতি" স্থাপন করেন। ঐ সমিতির সভাপতি হন বিবেকানন্দের শিষ্য আমেরিকার বিখ্যাত ধনী শ্রীযুক্ত ফ্রান্সিস এইচ. লিগেট। ভগিনী হরিদাসী নিযুক্তা হলেন যোগশিক্ষাদানের জন্য। বেদান্ত-প্রচারের ভার পড়ল স্বামী কৃপানন্দ, স্বামী অভয়ানন্দ, স্বামী যোগানন্দ, এবং কয়েকজন ব্রহ্মচারীর উপর। এঁরা সকলেই বিবেকানন্দের আমেরিকান শিষ্য ও শিষ্যা।

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল-মাসে বিবেকানন্দ আবার লনডনে যান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি দ্বিজোত্তম

আবার লনডন। প্রথমবারের চেয়ে এবার বহুগুণ বেশি সমাদর বিবেকানন্দের। অতিসংযত ইংরেজ-প্রকৃতিও চঞ্চল হয়ে উঠল বিবেকানন্দের বৈদ্যুতিক স্পর্শে!

বিবেকানন্দের চিঠি পেয়ে তাঁর গুরুভাই স্বামী সারদানন্দ আগেই ভারত থেকে লনডনে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁকে সঙ্গে নিয়ে বিবেকানন্দ মে মাসের গোড়া থেকে নিয়মিতভাবে ধর্মশিক্ষার ও প্রশ্নোত্তরের ক্লাস চালাতে থাকেন। এই সময়েই তিনি "জ্ঞানযোগ"-সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে বক্তৃতা দেন।

এইবার বিবেকানন্দের লনডনে বাসকালে সেভিআর-দম্পতী ছাড়াও কুমারী জোশেফাইন ম্যাকলিঅড এবং কুমারী মার্গারেট নোবল তাঁর প্রতি অত্যন্ত ভক্তিযুক্ত হয়ে পড়েন।

কিছু দিন পরে জগদ্বিখ্যাত ভারততত্ত্ববিদ্ অধ্যাপক ম্যাকস মুলারের কাছ থেকে বিবেকানন্দের আমন্ত্রণ আসে। আটাশে মে বিবেকানন্দ অকসফর্ড-এ গিয়ে বৃদ্ধ অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা করেন। ম্যাকস মুলার ইতঃপূর্বেই ইংল্যানডের একখানি বিখ্যাত সাময়িক পত্রিকায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

কথাপ্রসঙ্গে স্বামিজী অধ্যাপককে জানান যে আজকাল হাজার হাজার লোক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে উপাসনা করছে। এ কথা শোনামাত্র ম্যাকস মুলার বলে উঠলেন: "যদি এমন মহাপুরুষ উপাসিত না হন, তবে উপাসনা হবে কার?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ম্যাকস মুলারের কথাবার্তায় মুগ্ধ হলেন স্বামিজী। তিনি অধ্যাপককে প্রাচীন ভারতের ঋষি ও ব্রহ্মজ্ঞ বলে সম্বোধন করলেন; তারপর শ্রদ্ধাবনতচিত্তে বিদায় নিলেন।

অত্যধিক পরিশ্রমের ফলে স্বামিজীর স্বাস্থ্য অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়েছিল। এতে তাঁর ভক্তেরা অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন; বিশেষতঃ সেভিআর-পত্নী ত স্বামিজীকে নিজের ছেলের মত দেখতেন এবং স্বামিজীও তাঁকে "মা" বলেই ডাকতেন। অবশেষে ভক্তদের পীড়াপীড়িতে বিবেকানন্দ স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য ফ্রান্স জারমানি ও সুইজারল্যাণ্ডে যেতে বাধ্য হন। সঙ্গে যান সেভিআর-দম্পতী এবং কুমারী এইচ. এফ. মুলার। যাত্রার আগে স্বামিজী প্রচারকার্যের জন্য সারদানন্দকে আমেরিকায় পাঠিয়ে দেন।

সে এক জুলাই-মাসের রাত্রি। প্রবল ঝড়বৃষ্টি হচ্ছে। স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য লনডন ত্যাগ করছেন স্বামিজী। অনেকেই স্টেশনে এসেছেন বিদায়াভিনন্দন জানাতে। কিন্তু স্বামিজী আকৃষ্ট হলেন একজন পলিতকেশ বৃদ্ধকে দেখে। উনি কে? অধ্যাপক ম্যাকস মুলার না? হ্যাঁ, তিনিই ত বটে! বয়স তাঁর ষাট পেরিয়ে গেছে, তবু এই দুর্যোগের রাতকে উপেক্ষা করে বিদায়াভিনন্দন জানতে এসেছেন তিনি!

বিবেকানন্দ সলজ্জকণ্ঠে বললেনঃ "আপনি এত কষ্ট করে না এলেই পারতেন!"

"শ্রীরামকৃষ্ণের যোগ্যতম শিষ্যের দর্শনলাভের সৌভাগ্য ত নিত্য আসে না" সজলনয়নে উত্তর দিলেন অধ্যাপক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবেকানন্দ আরেকবার মনে মনে বললেন ঃ ঋষি—প্রকৃতই ঋষি!

সুইজারল্যানডে পৌঁছে বিবেকানন্দ সদলবলে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ওদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মুগ্ধ করল তাঁকে। আল্‌প্‌স্‌-পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র গ্রামে বাসকালে তাঁর মনে সাধ জাগল যে, তিনিও ভারতের হিমালয়-অঞ্চলে একটি মঠ স্থাপন করবেন; সে মঠটি হবে তাঁর প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিষ্য-শিষ্যাদের মিলনস্থল। স্বামিজীর অভিলাষ জেনে অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠলেন তাঁর সঙ্গীরা।

এমন সময়ে জারমানির বিখ্যাত অধ্যাপক পল ডয়সন আমন্ত্রণ করলেন স্বামিজীকে কীল-নগরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য। অতএব স্বামিজী সদলবলে জারমানির বিভিন্ন স্থান ঘুরে ঘুরে উপস্থিত হলেন কীল-নগরে।

পল ডয়সন বিশ্ববিখ্যাত বৈদান্তিক। স্বামিজীকে তিনি সাদরে গ্রহণ করলেন। কথা বলতে বলতে ডয়সন স্বামিজীকে অপেক্ষা করতে বলে কিছুক্ষণের জন্য বাইরে গেলেন। ফিরে এসে দেখেন ঃ স্বামিজী তন্ময়চিত্তে একখানি কবিতার বইয়ের পাতা উলটে চলেছেন। ডয়সন দু-তিনবার স্বামিজীকে ডাকলেন, কিন্তু তাঁর তন্ময়তা ভাঙল না —তিনি সাড়া দিলেন না!

পাতা ওলটান শেষ হলে স্বামিজী ডয়সনকে দেখতে পেলেন। তিনি লজ্জিতকণ্ঠে বললেন ঃ "আপনি বোধহয় অনেকক্ষণ এসে দাঁড়িয়ে আছেন। আমি এই ফাঁকে বইখানা পড়ে নিলুম। ভারী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুন্দর বই।" এই বলে তিনি বইখানার বিভিন্ন অংশ অনর্গল আবৃত্তি করতে লাগলেন।

ডয়সন ত অবাক্—আধ-ঘণ্টার মধ্যে প্রায় চার-শ পৃষ্ঠার বই কণ্ঠস্থ! ডয়সনের বিস্ময় দেখে বিবেকানন্দ বললেন: "এতে আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন কেন? সংযতমনা যোগীর পক্ষে এ অসম্ভব নয়। আমি যে কামকাঞ্চনত্যাগী সন্ন্যাসী।"

অকটোবর-মাসে বিবেকানন্দ ইংল্যানডে ফিরলেন। বৈদান্তিক পল ডয়সন ত প্রথমে তাঁকে ছেড়ে দেবেন না, শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেও স্বামিজীর সঙ্গে ইংল্যানডে পৌঁছে দুজনে দেখা করলেন অধ্যাপক ম্যাকস মুলারের সঙ্গে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাচ্যবিদ্যাবিদ্ তিন মহামনীষীর মিলন হল!

ইতঃপূর্বেই বিবেকানন্দের চিঠি পেয়ে তাঁর অন্যতম গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দ ভারতবর্ষ থেকে লনডনে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। স্বামিজী তাঁর উপরে ইংল্যানডে প্রচারকার্যের ভার দিলেন, তারপর ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ করতে লাগলেন। লনডন থেকে বিদায় নেবার আগে তিনি সেখানে "মায়াবাদ" ও "অদ্বৈতবাদ" সম্পর্কে কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন।

অবশেষে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ছউই ডিসেমবর বিবেকানন্দ ইংল্যানড ত্যাগ করলেন। সেভিআর-দম্পতী কিন্তু তাঁর সঙ্গ ছাড়লেন না; তাঁরা তাঁদের যা কিছু বিষয়-সম্পত্তি ছিল তা বেচে দিয়ে গুরু বিবেকানন্দের সঙ্গে স্থায়িভাবে বাস করতে চললেন ভারতবর্ষে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীযুক্ত গুডউইন এবং আরও কয়েকজন পাশ্চাত্ত্য ভক্ত প্রায় স্বামিজীর পিছন পিছন ভারত-যাত্রা করলেন।

স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে হিসাব মেলাতে বসেছেন স্বামিজী: তিনি ত পাশ্চাত্ত্যকে দিয়ে গেলেন আধ্যাত্মিক জ্ঞান, কিন্তু বিনিময়ে পেলেন কি? তিনি কি পেরেছেন তিরিশ-কোটি অসহায় ভারতবাসীর জন্য পাশ্চাত্ত্য থেকে আর্থিক ও বৈজ্ঞানিক সাহায্য নিয়ে যেতে? না, পারেননি। ভারতবর্ষকে নিজের পায়েই দাঁড়াতে হবে। সত্যদ্রষ্টা যুগর্ষি সঙ্কল্প করলেন: ভারতবাসীকে স্বাবলম্বী হবার মন্ত্র শেখাবেন।

লনডন ত্যাগ করে স্বামিজী ফ্রান্সের মধ্য দিয়ে ইট্যালিতে যান। ইট্যালির নেপলস-নগর থেকে তিনি ভারতগামী জাহাজে আরোহণ করেন।

বাজা রে শঙ্খ বাজা

ভারতের আঙিনাতে আজ এসেছে পরমোৎসবের লগ্ন। পুরাতন দিবসের জীর্ণ ক্লান্ত রাত্রি তার কেটে গেছে—নবোদিত ভাস্করের দীপ্তিতে তার আকাশ আজ সমুজ্জ্বল। সাত শতাব্দের গ্লানি মুছে গেছে—ভারতবর্ষ আজ বিশ্ববিজয়িনী!

যে ভারত-সন্তান, যে বীর সন্ন্যাসী জননী জন্মভূমির অঙ্গে এই বিশ্বরাজ্ঞীর সজ্জা পরিয়েছেন, তিনি হলেন বাঙলার বিবেকানন্দ। প্রায় চার-বছর ধরে পাশ্চাত্ত্য-ভ্রমণের পর স্বদেশে ফিরে আসবেন তিনি। তাই আজ সমস্ত ভারতবর্ষ তাঁর বন্দনা-গান গাইছে:

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ভেঙেছ দুয়ার, এসেছ জ্যোতির্ময়,
তোমারি হউক জয়।
তিমিরবিদার উদার অভ্যুদয়,
তোমারি হউক জয়।
হে বিজয়ী বীর, নবজীবনের প্রাতে
নবীন আশার খড়্গ তোমার হাতে,
জীর্ণ আবেশ কাটো সুকঠোর ঘাতে—
বন্ধন হোক ক্ষয়।
তোমারি হউক জয়॥"

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দ। পনেরই জানুআরি। উষার আলো তখনও ভাল করে ফুটে ওঠেনি পুবের আকাশে। কলম্বোর উপকূলে জনারণ্য। প্রভাতের অপেক্ষাকৃত শান্ত সমুদ্রের মতই জনমণ্ডলী যথাসম্ভব স্থির হয়ে আছে।

ক্রমে বেলা বাড়ল। চঞ্চল হয়ে উঠল সমুদ্র—ঢেউগুলি তার ক্রমেই অধিকতর ফুঁসে উঠতে লাগল। তটের কাছে এগিয়ে এসে নঙ্গর করল একখানি জাহাজ। জনমণ্ডলীও অমনি ফুঁসে উঠলঃ "জয়, স্বামী বিবেকানন্দের জয়! জয়, রামকৃষ্ণ পরমহংসের জয়!!"

সন্ধ্যার কিছু আগে জাহাজখানি এসে তটে ভিড়ল। স্বামিজী অবতরণ করলেন। অপেক্ষমাণ জনমণ্ডলী আরেকবার সমস্বরে জয়ধ্বনি করে উঠল তাঁর।

কলম্বোর হিন্দুসমাজের প্রধান ব্যক্তি মাননীয় কুমারস্বামী এগিয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এসে মালা পরিয়ে দিলেন বিবেকানন্দকে। তারপর তাঁকে ঘোড়ার গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হল নগরের মধ্যে। ফুল ও লতাপাতা দিয়ে চমৎকার একটি তোরণ রচনা করা হয়েছিল, রাজপথের দুধারে দুলছিল সারি সারি পতাকা আর পুষ্পমাল্য। ঐ তোরণের নিচ দিয়ে, ঐ রাজপথ বেয়ে, গাড়ি এসে থামল "দারুচিনি-উদ্যানে"। সেখানে এক বিরাট্ মণ্ডপ।

গাড়ি থেকে নেমে মণ্ডপে প্রবেশ করলেন বিবেকানন্দ। অমনি শত শত লোক তাঁর পায়ের ধুলো নেবার জন্য ঠেলাঠেলি করতে লাগল—সে জনতরঙ্গ সামলান দায়। কুমারস্বামী স্বামিজীকে প্রণাম করে অভিনন্দন-পত্র দিলেন।

তারপর স্বামিজীকে নিয়ে যাওয়া হল বিশ্রামাগারে। সেখানেও বিষম ভিড়। স্বামিজী প্রবেশ-দ্বারে দাঁড়ালেন, নরনারীরা তাঁকে প্রণাম করতে লাগল; তিনিও সবাইকে "নারায়ণ" বলে আশীর্বাদ করলেন।

পরদিন বিকেলে তিনি "ফ্লোরল হল"-এ একটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল: "পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ"। আঠারই জানুআরি তিনি বক্তৃতা করেন "পাবলিক হল"-এ বেদান্ত দর্শন-সম্বন্ধে।

উনিশে জানুআরি বিবেকানন্দ রেল-যোগে কাণ্ডি-যাত্রা করেন।

কাণ্ডিতেও স্বামিজীকে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হল। সেখান থেকে তিনি গেলেন অনুরাধাপুরমে। এখানে তিনি উপাসনা-সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুরাধাপুরম থেকে স্বামিজী গেলেন জাফনায়। সেখানে পনের হাজার লোক শোভাযাত্রা করে তাঁকে নিয়ে গেল স্থানীয় হিন্দু কলেজে। কলেজের প্রাঙ্গণে চমৎকার একটি মণ্ডপ তৈরি করে রাখা হয়েছিল। সেখানে তাঁকে অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হল। পরদিন তিনি ঐ মণ্ডপেই বেদান্ত-সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

কলম্বো কাণ্ডি অনুরাধাপুরম জাফনা প্রভৃতি স্থানগুলি হল সিংহলে। সেকালে সিংহল ভারতবর্ষেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই স্বামিজীর দিগ্বিজয়কে স্বদেশবাসীর দিগ্বিজয় বলেই গণ্য করেছিলেন সিংহলীরা।

জাফনা থেকে একখানা স্টীমার ভাড়া করে স্বামিজী তাঁর শিষ্যবর্গ ও গুরুভ্রাতা স্বামী নিরঞ্জনানন্দকে নিয়ে ভারতাভিমুখে যাত্রা করলেন। ভারতীয় শিষ্য ও গুরুভ্রাতাদের মধ্যে স্বামিজীকে সর্বাগ্রে বরণ করার গৌরবের অধিকারী হতে চেয়েছিলেন নিরঞ্জনানন্দ, তাই তিনি সিংহলে গিয়েই বিবেকানন্দের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহুরূপে সম্মুখে তোমার

পাম্বানের উপকূল। স্বামিজীর পথ চেয়ে আছে বিশাল জনতা। স্বয়ং রামনাদের রাজা ভাস্করবর্মা সেতুপতিও সদলবলে উপস্থিত।

পাম্বানের ঘাটে এসে নামলেন বিবেকানন্দ। দীর্ঘ সাড়ে-তিন বছর পরে ভারতের পাটিতে পা দিলেন তিনি। রামনাদরাজ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রণাম করলেন গুরু বিবেকানন্দকে। অমনি হাজার হাজার লোক স্বামিজীর উদ্দেশ্যে ভূলুণ্ঠিত হল। আকাশ-বাতাস মথিত করে উঠল তাঁর জয়ধ্বনি।

সমুদ্রতীরে বিচিত্র চন্দ্রাতপ খাটিয়ে সভামণ্ডপ রচনা করা হয়েছিল। সেখানে পাম্বানবাসীদের পক্ষ থেকে অভিনন্দন দেওয়া হল স্বামিজীকে। তারপর রামনাদের রাজা এবং এম. কে. নায়ার তাঁর গুণকীর্তন করলেন।

স্বামিজীর বাসের জন্য একটি বাংলো ঠিক করে রাখা হয়েছিল। সেখানে নিয়ে যাবার জন্য তাঁকে একখানা ঘোড়ার গাড়িতে বসান হল। রামনাদের রাজার নির্দেশে গাড়ি থেকে ঘোড়া খুলে নেওয়া হল এবং লোকে সে গাড়ি টানতে লাগল। এমন কি, স্বয়ং রাজাও ঐ গাড়ি টানতে দ্বিধাবোধ করলেন না।

পরদিন শ্রীশ্রীরামেশ্বরের মন্দিরপ্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে স্বামিজী ঘোষণা করলেন: জীবসেবাই ঈশ্বরলাভের উপায়—"যত্র জীব, তত্র শিব"! যারা ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবের সেবা না করে কেবল প্রতিমার সামনে বসে জপতপ করে, তারা ভক্ত নয়—ভণ্ড। সুতরাং, "দরিদ্র রুগ্‌ণ ও দুর্বলের সেবা কর,—সেই-ই হবে প্রকৃত শিবপূজা!"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এমন ধরনের কথা বিবেকানন্দের আগে আর কেউ এত স্পষ্ট করে বলেননি এক যিশু খ্রিস্ট ছাড়া। যিশু বলেছিলেন: "Sell all that thou hast, and distribute unto the poor, and thou shalt have treasure in heaven": তোমার যা কিছু আছে, তা বেচে গরিবদের মধ্যে বিলিয়ে দাও, তাহলে স্বর্গে তোমার সম্পদ্‌লাভ হবে।

বিবেকানন্দের বাণী মনের মধ্যে গেঁথে গেল রামনাদরাজের। পরদিন তিনি সহস্র সহস্র দরিদ্রনারায়ণকে অন্নবিতরণ করলেন। তাছাড়া, বিবেকানন্দ বিদেশ থেকে ফিরে এসে ভারতবর্ষের যেখানে প্রথম পা রেখেছিলেন, সেখানে চল্লিশ ফুট উঁচু একটি জয়স্তম্ভ তৈরি করিয়ে দিলেন।

রামেশ্বর থেকে বিবেকানন্দ গেলেন রামনাদে। সেখানেও তাঁর সংবর্ধনার জন্য পরম সমারোহ। যে মুহূর্তে তিনি বোট থেকে হ্রদের তীরে নামলেন, সেই মুহূর্তে তোপধ্বনি করা হল রাজপ্রাসাদ থেকে তাঁর প্রতি সম্মানজ্ঞাপন করার জন্য। সুসজ্জিত রাজপথ দিয়ে রাজশকটে করে ধীরে ধীরে নিয়ে যাওয়া হল তাঁকে। অগণন নরনারীর সঙ্গে রাজা রাজভ্রাতা ও রাজপুরুষেরা তাঁর অনুগমন করলেন পদব্রজে। ইংরেজী ও দেশী বাজনা বাজতে লাগল। অভ্যর্থনা-মণ্ডপে বিবেকানন্দ পা দেওয়ামাত্র অপেক্ষমাণ জনমণ্ডলী উন্মত্তের মত তাঁর জয়ধ্বনি করে উঠল।

নাগরিকদের পক্ষ থেকে রাজভ্রাতা বিবেকানন্দকে অভিনন্দন-পত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিলেন। রামনাদরাজ প্রস্তাব করলেন যে স্বামিজীর শুভাগমনোপলক্ষে জনসাধারণের কাছ থেকে চাঁদা তুলে পাঠিয়ে দেওয়া হক মাদ্রাজের দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারে। উপস্থিত জনমণ্ডলী সোৎসাহে এ প্রস্তাব মেনে নিল।

রামনাদ থেকে নানা স্থান ঘুরে ছউই ফেব্রুআরি সকালবেলা বিবেকানন্দ এসে পৌঁছলেন মাদ্রাজে।

স্বামিজীর ট্রেন স্টেশনে ঢুকতে না ঢুকতেই সাগর-গর্জনের মত ধ্বনি উঠল: "জয়, স্বামী বিবেকানন্দের জয়! জয় রামকৃষ্ণ পরমহংসের জয়!!" সারা শহরের লোক বুঝি একত্র হয়েছে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে!

বিবেকানন্দ ট্রেন থেকে নামলে তাঁকে ফুলের মালা পরিয়ে দেওয়া হল। তারপর তাঁকে ঘোড়ার গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হল অ্যাটর্নি বিলিগিরি আয়েঙ্গারের বাড়িতে। যুবকেরা ঘোড়া খুলে দিয়ে নিজেরাই গাড়ি টানতে লাগল। পথিমধ্যে রাশি রাশি পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল স্বামিজীর মাথায়, দলে দলে নরনারী তাঁকে ফলমূল অর্ঘ্য দিতে লাগল, পুরস্ত্রীরা গাড়ি থামিয়ে পঞ্চপ্রদীপ দিয়ে আরতি করতে লাগলেন—পুষ্পচন্দনে পূজা করলেন!

সহসা একজন বৃদ্ধা মহিলা এগিয়ে এলেন গাড়ির কাছে। বয়সের ভারে ঋজু হয়ে চলতে পারছেন না তিনি—পা তাঁর কাঁপছে। বিবেকানন্দকে দেখে তিনি ভাবে বিভোর হয়ে পড়লেন, পরমানন্দে ধারা নামল তাঁর দু-চোখ বেয়ে। বৃদ্ধার স্থিরবিশ্বাস যে স্বামিজী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাক্ষাৎ শিবাবতার, সুতরাং, তিনি যখন স্বামিজীর দর্শনলাভ করতে পেরেছেন—যখন তাঁকে স্পর্শ করতে পেরেছেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁর সকল পাপ ঘুচে গেছে—পরলোকে নিশ্চয়ই তাঁর শিবলোকে গতি হবে!

বিবেকানন্দ এই সব দেখতে দেখতে চলেছেন। দেখছেন আর ভাবছেন তিনি। শত শত বৎসরের ঘুম কি ভাঙল ভারতবর্ষের! নবজীবনের বোধন কি শুরু হল দিকে দিকে? এবার কি তাঁর জন্মভূমি প্রকৃতই "স্বর্গাদপি গরীয়সী" হয়ে উঠবে? মন ভরে ওঠে বিবেকানন্দের, বিপুল পুলকে তিনি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখেন রাজপথে জনসমারোহ, আত্মা তাঁর গেয়ে ওঠে:

"ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥"

পরদিন রবিবার সংবর্ধনা-সভা। সভায় হাজার হাজার নরনারীর সমাবেশ। স্বামিজীকে যথারীতি অভিনন্দন-পত্র দেওয়া হল—একখানা-দুখানা নয়, প্রায় খানকুড়ি। স্বামিজী বক্তৃতা দিতে উঠলেন। কিন্তু বক্তৃতা করা অসম্ভব হল কারণ ঝড়ের রাতে সমুদ্র-গর্জনের মত দশসহস্রাধিক নরনারীর সমবেতকণ্ঠে অবিশ্রান্ত জয়ধ্বনি উঠতে লাগল তাঁর। তিনি কোনমতে এইটুকু শুধু বললেন যে জনমণ্ডলীর এই উৎসাহ দেখে তিনি আনন্দিত হয়েছেন বটে, তবে এই উৎসাহকে স্থায়ী করা চাই, কারণ ভবিষ্যতে অনেক বড় বড় কাজ করতে হবে ভারতবাসীকে —সে সব কর্মযজ্ঞে এইরকম উৎসাহের হোমাগ্নিরই প্রয়োজন হবে!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সোমবার স্বামিজী বক্তৃতা করেন মাদ্রাজের "ভিক্টোরিআ হল"-এ অনুষ্ঠিত বিদগ্ধ-সমাজের এক সভায়। সভায় কয়েক সহস্র নরনারী উপস্থিত ছিলেন। স্বামিজীর বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল: My Plan of Campaign, আমার অভিযানের পরিকল্পনা। বক্তৃতাটি যেমনি মনোজ্ঞ, তেমনি জ্ঞানগর্ভ, তেমনি ভবিষ্যৎ ভারতের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল। আজ প্রায় সত্তর বছর পরেও বক্তৃতাটির মূল্য কিছুমাত্র হ্রাস পায়নি, বরং বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

বক্তৃতায় বিবেকানন্দ বলেন: ভারতবর্ষের প্রাণশক্তি কোথায়? সে শক্তি ভারতবাসীর অবিনশ্বর আত্মার মধ্যে নিহিত। বিভিন্ন ব্যক্তির মত বিভিন্ন জাতির পৃথক্ পৃথক্ জীবনাদর্শ আছে। ঐ জীবনাদর্শকে কেন্দ্র করেই জীবনের অন্যান্য ধারাগুলি প্রবাহিত হয়, ঠিক যেমন সঙ্গীতে মূল-রাগিণীকে কেন্দ্র করে মীড় মূর্ছনা ও গমকের সঞ্চার হয়। এই জীবনাদর্শই জাতীয় প্রাণশক্তি। যে জাতি তার জাতিগত প্রাণশক্তি বর্জন করে, সে জাতি মরে যায়। ভারতবর্ষে আধ্যাত্মিকতাই জীবনের কেন্দ্র—জাতির জীবন-সঙ্গীতের মূল-রাগিণী। সুতরাং, ভারতবাসী যদি ধর্মকে বাদ দিয়ে রাজনীতি বা সমাজ নিয়ে মাতামাতি করে, তবে তার ফল হবে ভারতবাসীর বিলুপ্তি। সমাজ-সংস্কার ও রাজনীতির প্রচার অবশ্যই করতে হবে—ভারতবর্ষেও করতে হবে, কিন্তু ভারতে তা করতে হবে আধ্যাত্মিক প্রাণশক্তির মাধ্যমে।

বিবেকানন্দ বলে চললেন: ভারতবাসীর জাতীয় প্রাণশক্তি পৃথিবীর অন্য সকল জাতির প্রাণশক্তি অপেক্ষা মহত্তর এবং অধিকতর শক্তিসম্পন্ন। ভারতবর্ষ হল আধ্যাত্মিকতার গঙ্গা। ইংরেজের বস্তুধর্মী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজয়ে এ গঙ্গার স্রোত অবরুদ্ধ ত হয়ইনি, বরং তার তেজ গেছে বেড়ে—দেখা দিয়েছে প্রসারের সম্ভাবনা। ইংরেজ-শাসনের ফলে ভারতবর্ষ সারা দুনিয়ার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে—এবার সে আধ্যাত্মিকতার গঙ্গাজলে সমস্ত পৃথিবীকে বিধৌত ও বিশোধিত করতে পারবে।

বিবেকানন্দ বোঝাতে চেয়েছিলেন যে সমস্ত পৃথিবী একই আধ্যাত্মিকতার বন্ধনে আবদ্ধ—এক অনন্ত ব্রহ্ম সমস্ত জগৎ জুড়ে পরিব্যাপ্ত; পৃথিবীর বিভিন্ন নরনারী কেবল পরস্পর ভাইবোন নয় —তারা একই ব্রহ্মের বিভিন্ন মূর্তি, তারা এক। ভারত আজ এই বার্তা প্রচার করবে বিশ্বে, এবং তারই জন্য সারা বিশ্ববাসী নিজেদের অজ্ঞাতসারে অপেক্ষা করছে।

দৃপ্তকণ্ঠে বলে উঠলেন স্বামিজী: "ওগো ভারতের হবু-সমাজ-সংস্কারকেরা, হবু-দেশভক্তেরা,···তোমরা কি অনুভব কর যে দেবতা ও ঋষিদের লক্ষ লক্ষ সন্তান পরিণত হয়েছে পশুর পাশের বাড়ির লোকে? তোমরা কি অনুভব কর যে আজ লক্ষ লক্ষ লোক অনশনে মরণাপন্ন? ···অজ্ঞানতা দেশকে কৃষ্ণমেঘের মত ঢেকে ফেলেছে? তাতে কি তোমরা অস্বস্তিবোধ কর? তাতে কি তোমাদের বিনিদ্ররজনী যাপন করায়?··· ···তাতে কি পাগল করে তুলেছে তোমাদের?"·····ঐ অনুভূতিই হল দেশভক্ত হওয়ার প্রথম সোপান।···শত শত বছর ধরে পৃথিবীর সর্বত্র জনসাধারণকে বলা হয়েছে যে তারা মানুষ নয়। শত শত বছর ধরে তাদের এমন ভয় দেখান হয়েছে যে তারা প্রায় পশুতে পরিণত হয়েছে। তাদের কখনও আত্মার কথা শুনতে দেওয়া হয়নি। আত্মার কথা শুনতে দাও তাদের—দীনের মধ্যে দীনতম ব্যক্তির অন্তরেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মা অধিষ্ঠান করছে ; আত্মার মৃত্যু নেই, জন্ম নেই,—তরবারিদ্বারা তাকে বিদ্ধ করা যায় না, অগ্নিতে দহন করা যায় না, বায়ুতে শুষ্ক করা যায় না,—সে অবিনশ্বর, অনাদি, অনন্ত, পরম শুদ্ধ, সর্বশক্তিমান্, সর্বব্যাপী !"

বিবেকানন্দ বললেন : পুরুত মোল্লা-পাদরির ধর্ম চাই না, চাই সেই ধর্ম যাতে মানুষ তৈরি হয়। চাই সেই সর্বমুখী শিক্ষা যাতে মানুষ তৈরি হয়। চাই সেই সব মতবাদ যাতে মানুষ তৈরি হয়। যাতে মানুষের দৈহিক শক্তি, বোধশক্তি, আধ্যাত্মিক শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে, তা বিষবৎ পরিত্যাজ্য,—তাতে কোন জীবনী-শক্তি নেই, তা কখনও সত্য হতে পারে না। সত্য শক্তিবর্ধক, সত্যই শুদ্ধতা, সত্য পরম জ্ঞান···"মহত্তম সত্যসমুদায় জগতের সরলতম বস্তু—তোমাদের নিজেদের অস্তিত্বের মতই সরল !"

কম্বুকণ্ঠে নির্দেশ দিলেন বিবেকানন্দ : ভুঁয়া দেবতারা যেন ভারতবাসীর মন থেকে মুছে যায়। আমাদের জাতিই হল একমাত্র জাগ্রৎ ঈশ্বর। দেশের নরনারীই দেবতা, তাদেরই পুজো করতে হবে।

বিবেকানন্দের এই ঘোষণার প্রতিধ্বনিই শোনা গিয়েছিল পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথের কবিতায় :

"যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে—
সবার পিছে, সবার নিচে, সবহারাদের মাঝে ॥"

বিবেকানন্দের ঘোষণাই প্রেরণা জুগিয়েছিল ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংগ্রামীদের—তিলক ও গান্ধী যে আন্দোলনের প্রবর্তন করেছিলেন, তার নান্দীপাঠ করেছিলেন বিবেকানন্দই!

মাদ্রাজ থেকে জাহাজ-যোগে কলিকাতার খিদিরপুর-ডকে এসে পৌঁছলেন বিবেকানন্দ। সেখান থেকে একখানা স্পেশাল ট্রেনে করে তাঁকে সদলবলে নিয়ে যাওয়া হল শিয়ালদহ-স্টেশনে। তারপর অম্বরভেদী জয়ধ্বনির মধ্যে তাঁকে বসান হল একখানা ঘোড়ার গাড়িতে। যুবকেরা ঘোড়া খুলে দিয়ে নিজেরাই গাড়ি টানতে লাগল। তিনটি তোরণ পেরিয়ে গাড়ি এসে থামল রিপন কলেজে অর্থাৎ বর্তমানের সুরেন্দ্রনাথ কলেজে! সেখানে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে বিবেকানন্দ বাগবাজারে পশুপতিনাথ বসুর বাড়িতে গিয়ে গুরুভাইদের সঙ্গে দেখা করলেন। অপরাহ্ণে তিনি গেলেন কাশীপুরে।

দিন সাতেক পরে আটাশে জানুআরি শোভাবাজারের রাজবাড়িতে বিবেকানন্দের অভিনন্দন-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেদিনের বক্তৃতায় স্বামিজী দেশবাসীকে দেশসেবার প্রেরণা দেন—দেশসেবার জন্য কঠোর তপস্যা করতে নির্দেশ দেন তাদের। যুবকদের তিনি বলেন: বীর হও, শ্রদ্ধাসম্পন্ন হও, চরিত্রের তেজ ও বীর্যকে জাগ্রৎ করে কাজে লাগ। তিনি আরও বললেন: সামনে একটা জীবন্ত সগুণ আদর্শ না থাকলে চরিত্র গঠিত হয় না। রামকৃষ্ণ পরমহংসে আমরা এমনি এক ধর্মবীর, এমনি এক আদর্শ পেয়েছি।...এ নামে সকলকে মাততে হবে।...এই রামকৃষ্ণ পরমহংস আমাদের জাতির কল্যাণ ও দেশের উন্নতির জন্য, সমগ্র মানবজাতির হিতের জন্য তোমাদের হৃদয় খুলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিন,—যে যুগান্তর অবশ্যম্ভাবী, তার সহায়তার জন্য তোমাদের অকপট ও দৃঢ়ব্রত করুন।

কদিন পরে দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্মতিথি-উৎসব মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল।

এবার স্বামিজী তাঁর গুরুভাইদের জীবসেবায় উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট হলেন। কাজটি বড় কঠিন ছিল। গুরুভাইয়েরা বিবেকানন্দকে অত্যন্ত ভালবাসতেন বটে, কিন্তু তাঁরা তাঁর জীবসেবাব্রত গ্রহণ করতে রাজী হলেন না। তাঁরা নিজ নিজ মুক্তিলাভের জন্যই ব্যস্ত—সকল পার্থিব ব্যাপারকে "মায়া" বলে গণ্য করতেন। বিবেকানন্দ অনেক যুক্তিতর্ক দেখালেন, অনেক বোঝালেন তাঁদের, অবশেষে বললেন: "বহুজন সুখায় বহুজন হিতায়" শ্রীরামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়েছিলেন—তাঁর শিষ্যদের অবশ্যই পরার্থে আত্মোৎসর্গ করতে হবে।

এ কথা শুনে গুরুভ্রাতারা জীবসেবাব্রতগ্রহণে সম্মত হলেন।

দীর্ঘকালব্যাপী কঠোর পরিশ্রমের ফলে অত্যন্ত স্বাস্থ্যহানি হয়েছিল বিবেকানন্দের। কিন্তু তিনি তা গ্রাহ্য না করে স্বয়ং নিয়মিতভাবে মঠের সন্ন্যাসীদের শাস্ত্রশিক্ষা দিতেন। ক্রমে তিনি বিশেষ অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং চিকিৎসকদের পরামর্শে দার্জিলিঙে যান। সেখানে দু-মাস থাকা সত্ত্বেও তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হল না। এদিকে কত দিন আর নিষ্কর্মার মত বসে থাকবেন কর্মযোগী? তাই তিনি আবার কলিকাতায় ফিরলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
3/416

এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ

বহুদিন ধরেই স্বামিজীর ইচ্ছা ছিল যে রামকৃষ্ণের ভক্তদের নিয়ে একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়বেন। প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য হবে, যুগাবতার রামকৃষ্ণ পরমহংসের শিক্ষানুসারে বেদান্ত-প্রচার ও জীবসেবা। এই ইচ্ছা পূর্ণ করাব জন্য রামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদের একটি সভা ডাকলেন বিবেকানন্দ। সভা বসল বাগবাজারে রামকৃষ্ণভক্ত বলরাম বসুর গৃহে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের পয়লা মে।

ভক্তেরা বিবেকানন্দের কথায় সায় দিলেন এবং তাঁরই প্রস্তাবানুসারে সঙ্ঘের নাম রাখা হল : "রামকৃষ্ণ মিশন"।

সভায় সকলে মিলে স্থির করলেন যে মানুষের কল্যাণের জন্য রামকৃষ্ণ যে সব তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেছেন, যে সব তত্ত্ব তিনি নিজের জীবনে প্রতিপাদন করেছেন, মানুষের জাগতিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে সেই সব তত্ত্ব প্রচার করাই হবে এই সঙ্ঘের লক্ষ্য।

সঙ্ঘের কর্তব্য হবে : পৃথিবীর বিভিন্ন ধর্মকে এক অখণ্ড সনাতন-ধর্মের রূপমাত্র জ্ঞান করে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে আত্মীয়তাস্থাপনের জন্য রামকৃষ্ণ যে কাজ আরম্ভ করেছিলেন, সে কাজ চালিয়ে যাওয়া।

সঙ্ঘের কর্ম-প্রণালী হবে ত্রিবিধ। প্রথমতঃ যে সকল জ্ঞানবিজ্ঞান জনসাধারণের পার্থিব ও আধ্যাত্মিক মঙ্গলের সহায়ক, সে সকল জ্ঞানবিজ্ঞান জনসাধারণকে শেখাবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক তৈরি করা। দ্বিতীয়তঃ, কারিগরী বিদ্যার ও শ্রমশিল্পের প্রবর্তন এবং উন্নতিসাধন। তৃতীয়তঃ, যে সকল বৈদান্তিক ও অন্যান্য ধর্মীয় ভাব রামকৃষ্ণের জীবনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যাখ্যাত হয়েছিল, সে সকল ভাব জনসাধারণের মধ্যে প্রকাশ ও প্রচার।

সঙ্ঘের কর্ম-শাখা থাকবে দুটি। একটি শাখা কাজ করবে ভারতবর্ষে। এ শাখাটি ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে রামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদের জন্য মঠ ও আশ্রম স্থাপন করবে। দ্বিতীয় শাখাটি কাজ করবে বিদেশে। এই শাখা ভারতের বাইরে বিভিন্ন দেশে সঙ্ঘের সভ্যদের পাঠাবে; তাঁরা ঐ সকল দেশে আধ্যাত্মিক কেন্দ্রসমূহ স্থাপন করবেন এবং বিদেশের ও ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও পরস্পর সহানুভূতি স্থাপনের চেষ্টা করবেন।

মিশনের সভাপতি হলেন বিবেকানন্দ। কলিকাতা-কেন্দ্রের সভাপতি হলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, সহকারী সভাপতি হলেন স্বামী যোগানন্দ; সম্পাদক হলেন নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সহ-সম্পাদক শশিভূষণ ঘোষ ও শরৎচন্দ্র সরকার; শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী নির্বাচিত হলেন শাস্ত্রপাঠকরূপে।

রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপনের পর বেশ কয়েকজন ভক্তের ধারণা হল যে, বিদেশযাত্রার ফলে বিবেকানন্দের উপর অত্যন্ত বিদেশী প্রভাব পড়েছে, এবং সেই বিলিতিয়ানা তিনি সঞ্চারিত করবার চেষ্টা করছেন রামকৃষ্ণ-ভক্তদের মধ্যে। এই ভক্তেরা ভাবতেন যে, একান্ত ভক্তিসহকারে একমনে সাধনভজনদ্বারা ঈশ্বরোপলব্ধির চেষ্টা করাই ছিল রামকৃষ্ণের ধারণা।

একদিন বিবেকানন্দের এক সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতা এই বিলিতিয়ানা সম্বন্ধে তাঁর কাছে কৈফিয়ত চেয়ে বসলেন। ব্যস্, সিংহ গর্জন করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উঠল, দৃপ্তকণ্ঠে বললেন বিবেকানন্দ : "তুমি কি মনে কর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে আমার চেয়েও ভাল বুঝেছ?···শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রচার করার কথা বলছ? তুমি আমি তাঁর অনন্তভাবের কতটুকু ইয়ত্তা করতে পেরেছি যে জগৎকে বলতে যাব? সরে দাঁড়াও! কে তোমার রামকৃষ্ণকে চায়? কে তোমার ভক্তি-মুক্তি নিয়ে মাথা ঘামায়? শাস্ত্র কি বলছে না বলছে, কে শোনে? যদি আমি আমার তমোহ্রদে মজ্জমান স্বদেশবাসীকে কর্মযোগের দ্বারা অনুপ্রাণিত করে প্রকৃত মানুষের মত নিজের পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে দিতে পারি, তাহলে আমি আনন্দের সঙ্গে লাখো নরকে যাব। আমি তোমার রামকৃষ্ণ বা অপর কারও চেলা নই; যারা নিজেদের ভক্তি-মুক্তির কামনাত্যাগ করে দরিদ্রনারায়ণের সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে, আমি তাদের চেলা—ক্রীতদাস!"

কিছুক্ষণ নীরব থেকে বিবেকানন্দ আবার বললেন : "আমি শ্রীরামকৃষ্ণের ক্রীতদাস, তিনি যে তাঁর কর্মভার আমার স্কন্ধে স্থাপন করে গেছেন! যে পর্যন্ত না তা সমাপ্ত করতে পারি, সে পর্যন্ত তিনি ত বিশ্রাম করতে দেবেন না!" অর্থাৎ রামকৃষ্ণই জীবসেবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন—তাঁরই ত শিক্ষা :

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?"

একদিন ভাবোন্মত্ত রামকৃষ্ণ বলেছিলেন : "'জীবে দয়া, নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন'। দয়া!. কে কাকে দয়া করবে? দয়া নয়, দয়া নয়, দয়া নয়,—সেবা, সেবা।" অর্থাৎ সকল জীবই পরব্রহ্মের আংশিক মূর্ত রূপ, সুতরাং সকল জীবই সমমর্যাদাসম্পন্ন, তাহলে কে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাকে দয়া করতে পারে? ও শুধু ভুঁয়া অহঙ্কারের কথা। দয়া নয়, সেবা করতে হবে পরস্পরকে—করতে হবে সহযোগিতা।

ঠাকুরের কথা শুনে সেদিন মুগ্ধ হয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ, বাইরে এসে জিজ্ঞাসা করেছিলেন সারদানন্দকে: "আজ ঠাকুর যা বললেন, কিছু বুঝলি?" সারদানন্দ বললেন যে তিনি বুঝতে পারেননি। শুনে নরেন্দ্র বললেন: "বুদ্ধি থাকলে ত বুঝবি! ওঃ, আজ কি নোতুন light (জ্ঞান) পেলুম! যদি বেঁচে থাকি, তাহলে দেখতে পাবি।"

জগদ্বাসীর, বিশেষতঃ ভারতবাসীর, সৌভাগ্যক্রমে নরেন্দ্র আজও বেঁচে আছেন—আজ তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। তাই রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে গুরুর নির্দেশপালনে উদ্যত হয়েছেন তিনি।

একদিন বিবেকানন্দ মঠের সন্ন্যাসীদের নিয়ে বসে আছেন। এমন সময়ে এসে উপস্থিত হলেন প্রসিদ্ধ নাট্যকার ও নট গিরিশচন্দ্র ঘোষ। গিরিশচন্দ্র ছিলেন রামকৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ গৃহী ভক্তদের অন্যতম। বিবেকানন্দ তাঁকে স্নেহভরে "জি. সি." বলে ডাকতেন।

গিরিশচন্দ্র বিবেকানন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন: "আচ্ছা নরেন, বেদ-বেদান্ত ত অনেক পড়েছ; ক্ষুধিতের অন্নের জন্য হাহাকার, দারিদ্র্যর দুঃখ,···আরও কত রকম অন্যায়, অবিচার ও দুঃখ, যা আমরা সচরাচর দেখতে পাই, তার কোন প্রতিবিধান তোমার বেদ-বেদান্ত লেখে কি?"

এ কথা শুনে চোখদুটি ছলছল করে উঠল বিবেকানন্দের—তিনি সে ঘর থেকে বেরিয়ে আড়ালে গেলেন। গিরিশচন্দ্র তখন উপস্থিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলকে বললেন: "দেখলে, তোমাদের গুরুর হৃদয় কি মহান্ অনুকম্পাপূর্ণ! আমি তাঁকে পণ্ডিত বা প্রতিভাশালী বলে সম্মান করি না·····অসীম উদার হৃদয়ের জন্যই সম্মান করি।···তোমাদের স্বামিজী একাধারে মহাজ্ঞানী ও মহাভক্ত, বুঝেছ?"

বিবেকানন্দ কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলেন। সেই সময়ে স্বামী সদানন্দও ঘরে ঢুকলেন। বিবেকানন্দ তখনি তাঁকে নির্দেশ দিলেন রুগ্ণ, আতুর ও আর্তের জন্য একটি সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে। তারপর তিনি গিরিশচন্দ্রকে বললেন: "দেখ জি. সি., জগতের দুঃখকষ্ট দূর করবার জন্য আমি সহস্রবার জন্মগ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি! নিজের মুক্তি চাই না! আমি প্রত্যেককে মুক্ত হবার জন্য সাহায্য করতে চাই।"

এই সময়ে বিবেকানন্দ একটি নারীমঠ-স্থাপনেরও সঙ্কল্প করেন।

১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দেই বিবেকানন্দের অনুরোধে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ গেলেন দাক্ষিণাত্যে বেদান্ত-প্রচারের জন্য, আর স্বামী অখণ্ডানন্দ দুজন শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন মুরশিদাবাদে সেখানের দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নরনারীদের সেবা করতে। মুরশিদাবাদে গিয়ে অখণ্ডানন্দ পরিত্যক্ত ও অনাথ বালকবালিকাদের জন্য একটি আশ্রম স্থাপন করেন; সেই আশ্রমে দু-বছর পরে তিনি ঐ ছেলেমেয়েদের জাতিধর্ম-নির্বিশেষে দরজির কাজ, তাঁত বোনা, ছুতোরের কাজ, রেশমের চাষ, পঠন, লিখন, অঙ্ক ও ইংরেজী শেখাতে থাকেন।

ঐ বছরই স্বামী ত্রিগুণানন্দ দিনাজপুরে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের জন্য একটি সাহায্য-কেন্দ্র খোলেন। দু-মাসের মধ্যেই ঐ কেন্দ্র চুরাশিটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রামে সেবাকার্য চালাতে থাকে। দেওঘর, দক্ষিণেশ্বর এবং কলিকাতাতেও সাহায্য-কেন্দ্র খোলা হয়।

বিশ্রাম নেই—বিশ্রাম নেই, ভাঙা স্বাস্থ্য নিয়েও ক্রমাগত পরিশ্রম করে চলেছেন বিবেকানন্দ। অবশেষে তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে পড়ল, এবং তিনি স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য আলমোড়ায় যেতে বাধ্য হলেন।

আলমোড়াতেও অবিরাম লোক-সমাগম। তবু ওরই মধ্যে মে থেকে জুলাই-মাস পর্যন্ত একটু জিরিয়ে নিলেন বিবেকানন্দ, তারপরই বেরিয়ে পড়লেন উত্তরভারত-পরিক্রমায়। পাঁচমাস ধরে তিনি পঞ্জাব থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে রামকৃষ্ণের মত ও পথ প্রচার করে বেড়ালেন। সর্বত্রই তিনি রাজার মত সমাদৃত হলেন।

এই ভ্রমণকালে আলওয়ারে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। বিবেকানন্দ আলওয়ার-স্টেশনে ট্রেণ থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে গণ্যমান্য ব্যক্তিরা এসে তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে স্বামিজী সহসা দেখেন যে অদূরে তাঁরই এক দরিদ্র শিষ্য মলিনবেশে তাঁরই দিকে সতৃষ্ণনয়নে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—গণ্যমান্যদের ভিড় ঠেলে স্বামিজীর কাছে এগিয়ে আসতে ভরসা পাচ্ছে না সে। স্বামিজী অমনি তাকে কাছে ডেকে আলাপ করতে লাগলেন। দীর্ঘকাল ধরে আলাপ চলল। চারপাশে অপেক্ষমান গণ্যমান্যদের দল বুঝি বিরক্ত হয়েই উঠলেন, কিন্তু সেদিকে খেয়ালই নেই বিবেকানন্দের!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছ-বছর আগে নিতান্ত অজ্ঞাতনাম পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরূপে বিবেকানন্দ প্রথম পদার্পণ করেছিলেন আলওয়ারে। সেদিন এক দরিদ্রা নারী চাপাটী খাইয়ে তাঁর ক্ষুন্নিবৃত্তি করেছিল। আজ তাঁর কথা মনে পড়ল বিবেকানন্দের। আজ তিনি শিষ্যদের নিয়ে সেই নারীর গৃহে গিয়ে স্বেচ্ছায় আতিথ্যগ্রহণ করলেন।

দরিদ্রা নারী সাধ্যমত চাপাটী ও তরকারী তৈরি করল। সশিষ্য বিবেকানন্দকে পরিবেশন করতে করতে সে বলল: "আমি গরিব, ইচ্ছা থাকলেও তোমাকে দেবার মত মিঠাই কোথায় পাব, বাবা!"

দরিদ্রার অন্তরের ব্যথা বুঝলেন বিবেকানন্দ। তিনি সানন্দে সেই চাপাটী খেতে খেতে বললেন: "মা, তোমার এই চাপাটীর মত মিষ্টি খাবার আমি আর খাইনি।"

বিবেকানন্দের কথা শুনে ছলছল করে উঠল ভক্তিমতীর চক্ষুদুটি।

বিবেকানন্দ তখন শিষ্যদের বললেন: "দেখলে, কি ভক্তিমতী মহিলা! এমন সাত্ত্বিক খাবার আমার ভাগ্যে অনেকদিন জোটেনি!"

বিদুরের খুদ খেতেই শ্রীকৃষ্ণের পরমোল্লাস!

মহিলাটির সংসার অর্থাভাবে অচল হবার উপক্রম করেছিল। বিবেকানন্দ এ কথা জানতেন। তাই বিদায় নেবার সময়ে তিনি মহিলাটির অজ্ঞাতসারে পরিবারের একজন পুরুষের হাতে জোর করে একশ টাকার নোট গুঁজে দিলেন।

জানুআরি-মাসে বিবেকানন্দ কলিকাতায় ফিরে এলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীনের সঙ্গী

১৮৯৮। বিবেকানন্দের আহ্বানে তাঁর পাশ্চাত্ত্য ভক্তেরা এসে উপস্থিত হলেন ভারতবর্ষে।

কুমারী মার্গারেট নোবল এলেন জানুআরি-মাসের শেষের দিকে। কুমারী হেনরিএটা মুলার ক-মাস আগেই এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। কুমারী নোবলের প্রতি বিবেকানন্দের নির্দেশ হল: কুমারী মুলারের সঙ্গে একযোগে ভারতীয় নারীদের জন্য আদর্শ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপন করা। কুমারী নোবল এ নির্দেশ শুধু মাথায় তুলেই নিলেন না, মার্চ-মাসে তিনি বিবেকানন্দের কাছে দীক্ষা নিয়ে সন্ন্যাস অবলম্বন করলেন; তখন তাঁর নাম হল: ভগিনী নিবেদিতা।

শ্রীযুক্তা ওলি বুল এবং কুমারী জোসেফাইন ম্যাকলিঅড এলেন ফেব্রুআরি-মাসে।

বহুদিন থেকেই বিবেকানন্দের বাসনা ছিল যে দক্ষিণেশ্বরের কাছাকাছি গঙ্গাতীরে রামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যদের জন্য তিনি একটি মঠ স্থাপন করবেন। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের গোড়ার দিকে বেলুড়ে উপযুক্ত স্থানের সন্ধান পাওয়া গেল। বহু টাকা দিয়ে স্থানটি কেনা হল। সন্ন্যাসীরা তখন কাশীপুরের মঠ ছেড়ে দিয়ে বেলুড়েই নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়ের বাগানবাড়িতে অস্থায়ী মঠ স্থাপন করলেন। নোতুন-কেনা জায়গায় মঠনির্মাণের ব্যবস্থা চলতে লাগল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওদিকে সেভিআর-দম্পতী হিমালয়োপরি মায়াবতীতে একটি "অদ্বৈতাশ্রম" স্থাপনের ব্যবস্থা প্রায় সম্পূর্ণ করে এনেছিলেন।

এই সময়টা বিবেকানন্দ মঠনির্মাণ-কার্য ছাড়াও তাঁর বিদেশী শিষ্যশিষ্যাদের শিক্ষাদানকার্যে আত্মনিয়োগ করেন। এর জন্য তাঁকে নিরন্তর অমানুষিক পরিশ্রম করতে হচ্ছিল। ফলে, আবার তাঁর শরীর ভেঙে পড়ল, এবং তিরিশে মার্চ তিনি স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য দার্জিলিঙে যেতে বাধ্য হলেন।

দার্জিলিঙে বিবেকানন্দের স্বাস্থ্যের ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছিল। এমন সময়ে কলিকাতা-মহানগরী প্লেগ-মহামারীর কবলিত হল, ঐ রোগে নিত্য শত শত লোক প্রাণ হারাতে লাগল। এ সংবাদ পেয়ে কি আর মহাপ্রাণ বিবেকানন্দ স্থির থাকতে পারেন? ভাঙা স্বাস্থ্য নিয়েই তিনি কলিকাতায় ফিরলেন।

তেসরা মে বিবেকানন্দ কলিকাতায় পৌঁছালেন। ঐ দিনই তিনি, প্লেগের সঙ্গে লড়াই করতে হলে জনসাধারণের কি কি করা দরকার, সে সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে হিন্দী ও বাঙলায় দুখানি পুস্তিকা লিখে ছাপাতে দিলেন, এবং মঠের সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনীদের নিয়ে প্লেগ-রাক্ষসীর আক্রমণে বিভ্রান্ত জনসাধারণের সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ করলেন।

সেদিন কলিকাতাবাসী জনসাধারণের অবস্থা হয়েছিল অবর্ণনীয়। একদিকে প্লেগের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে কলিকাতা ছেড়ে যাওয়া একান্ত আবশ্যক। অন্যদিকে কলিকাতা-ত্যাগের পথে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তরায় ছিল সরকারী নিষেধাজ্ঞা। পাছে কলিকাতাবাসীর সংস্পর্শে এলে ভারতের অন্যান্য প্রদেশও প্লেগের কবলে পড়ে, এজন্য "প্লেগ রেগিউলেশন" নাম দিয়ে সরকার এক নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। এই নিষেধাজ্ঞার ফলে সরকারের বিশেষ অনুমতি ছাড়া কোন লোক নগরের বাইরে যেতে পারত না। সুতরাং, নগরবাসীদের হয়েছিল উভয়-সঙ্কট—নগরে থাকলে প্লেগে খায়, নগর ছাড়তে গেলে রেগিউলেশন-লাঠিতে গুঁতোয়! এ যেন "জলে কুমির ডাঙায় বাঘ" গোছ অবস্থা।

প্লেগ-অধ্যুষিত কলিকাতায় সেবাকার্য আরম্ভ করে সন্ন্যাসীরা দেখলেন প্রচুর টাকার দরকার। এতে একজন গুরুভ্রাতা বিশেষ দুশ্চিন্তিত হয়ে বিবেকানন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন: "স্বামিজি! টাকা কোথায় পাওয়া যাবে?"

বিবেকানন্দ তৎক্ষণাৎ অম্লানবদনে উত্তর দিলেন: "কেন, যদি দরকার হয়, তাহলে মঠের জন্য কেনা জমি বেচে দেব। হাজার হাজার লোক আমাদের চোখের সামনে অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করবে, আর আমরা মঠে বাস করব? আমরা সন্ন্যাসী, না হয় আগের মত আবার গাছতলায় বাস করব, ভিক্ষান্নে উদর পূরণ করব।"

সৌভাগ্যক্রমে মঠের জমি বেচতে হল না। চারদিক্ থেকে অর্থসাহায্য আসতে লাগল। কলিকাতায় একখণ্ড জমি ভাড়া নিয়ে তার উপরে অনেকগুলি চালাঘর তৈরি করা হল। ঐ সব ঘরে জাতিবর্ণ-নির্বিশেষে প্লেগের রোগীদের রেখে চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করা হতে লাগল।

সেকালে নিম্নজাতীয় দরিদ্র লোকেরা কলিকাতার যে সকল পল্লীতে বাস করত, সে সকল পল্লীর অবস্থা বড়ই শোচনীয় ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিনের পর দিন পূতিগন্ধময় আবর্জনা জমে জমে ঐ পল্লীগুলি হয়ে উঠেছিল রোগের ডিপো। বিবেকানন্দের নেতৃত্বে সন্ন্যাসীরা পল্লীগুলির আবর্জনা সাফ করতে লাগলেন এবং পল্লীবাসীদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শেখাতে লাগলেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শেখাবার জন্য বিবেকানন্দ নিজে ঐ পল্লীতে গিয়ে পল্লীবাসীদের সঙ্গে রাত্রিবাস করলেন!

বেদান্তের প্রচারক ঋষি বিবেকানন্দ। বেদান্তের মতে জীব-মাত্রেই পরব্রহ্মের মূর্ত অংশ—নারায়ণ। উপরে বর্ণিত সেবাকার্যের মাধ্যমে বিবেকানন্দ দেশবাসীকে শেখালেন: কি ভাবে জীবমাত্রকেই নারায়ণ-জ্ঞানে সেবা করতে হয়—কি করে সার্থক করে তুলতে হয় "যত্র জীব, তত্র শিব" মন্ত্র। হাড়ি ডোম চণ্ডাল মুচি প্রভৃতিকে জাত্যাভিমানী উচ্চবর্ণ ব্যক্তিরা নরকের কীটের মত গণ্য করে দূরে ঠেলে রেখেছিল; ফলে উচ্চবর্ণদের ঘরের পাশেই গড়ে উঠেছিল নরককুণ্ড। বিবেকানন্দ দিব্য বিভা ছড়িয়ে দিলেন ঐ নরকে—ঐ অন্ত্যজদের "আমার ভাই, আমার রক্ত" বলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন!

এ ঘটনার একযুগ বাদে রবীন্দ্রনাথের "ভারততীর্থ" রচিত হয়েছিল, গান্ধীজীর হরিজন-আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল তারও অনেক পরে। রক্তাতিসার রোগে রাজপথে পড়ে মরতে-বসা নিঃসহায় ব্যক্তিকে বুকে তুলে নিয়ে বিদ্যাসাগর যে নোতুন প্রদীপ জ্বেলেছিলেন, তাকে সূর্যের মহিমায় মহিমান্বিত করলেন বিবেকানন্দ, আর সেই সূর্যকিরণকে সর্বজনের পক্ষে সহজলভ্য করে তুললেন রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নারায়ণী-সেনা-সংগ্রহ

প্লেগের প্রকোপ হ্রাস পাওয়ার পরে বিবেকানন্দ হিমালয়-ভ্রমণে বেরলেন। সঙ্গে চললেন স্বামী তুরীয়ানন্দ, স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, স্বামী স্বরূপানন্দ, ভগিনী নিবেদিতা, শ্রীযুক্তা ওলি বুল, কুমারী মুলার ও কুমারী ম্যাকলিঅড। ব্যক্তিগত সংস্পর্শের দ্বারা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে বিবেকানন্দ তাঁর বিদেশিনী শিষ্যাদের সঙ্গে নিলেন।

বিবেকানন্দের পাশ্চাত্ত্য শিষ্য-শিষ্যারা অপরিসীম গুরুভক্তির পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরা বিবেকানন্দের কাজে লক্ষ লক্ষ টাকা দিয়েছেন, অনেকে আত্মোৎসর্গ পর্যন্ত করেছেন।

লঘুলিপিক শ্রীযুক্ত গুডউইন স্বামিজীর সঙ্গে পরিচিত হবার পর থেকে প্রায় সর্বদা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরেছেন এবং স্বামিজীর প্রতিটি কথা সাধ্যমত লিপিবদ্ধ করেছেন। অথচ, এই দারুণ শ্রমসাধ্য কাজের জন্য এক কপর্দকও পারিশ্রমিক গ্রহণ করেননি গুডউইন। বিবেকানন্দের রচনাবলীর অধিকাংশই হল তাঁর মৌখিক উপদেশ বা বক্তৃতা। গুডউইন ওগুলি লিপিবদ্ধ করেছিলেন বলেই তা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে। কোন নাম-যশ নয়, কেবল গুরুভক্তির জন্যই গুডউইন এমনভাবে আত্মোৎসর্গ করেছিলেন। এমন নিঃস্বার্থ গুরুসেবার উদাহরণ পৃথিবীতে বড় নেই।

বেলুড়ে মঠের জন্য যত টাকা লেগেছিল, তা সম্পূর্ণ দিয়েছিলেন কুমারী হেনরিএটা মুলার। ঐ স্থানটি চৌরস করতে, এবং ওখানে যে পুরন বাড়িটি ছিল, সেটি মেরামত করে দোতলা করতেও প্রচুর টাকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রয়োজন হয়েছিল। সে টাকা দিয়েছিলেন বিবেকানন্দের লনডনস্থ শিষ্যবৃন্দ। শ্রীযুক্তা ওলি বুলের টাকায় মঠের ঠাকুরঘরটি নির্মিত হয়; তাছাড়া, মঠের দৈনন্দিন খরচপত্র চালানর জন্য শ্রীযুক্তা বুল পরিচালকদের হাতে লক্ষাধিক টাকা দেন।

পাশ্চাত্যে থাকার সময়ে বিবেকানন্দ বেশ কিছুদিন কুমারী ম্যাকলিঅডের আতিথ্যগ্রহণ করেছিলেন। বিবেকানন্দের কাজে সহায়তা করার জন্য কুমারী ম্যাকলিঅড স্বেচ্ছায় স্বদেশ ত্যাগ করে ভারতবর্ষে এসেছিলেন।

সেভিআর-দম্পতী ত বিবেকানন্দের আদর্শ ও কাজকে নিজেদের ধ্যানজ্ঞান করে নিয়েছিলেন। বিবেকানন্দকে তাঁরা আপন সন্তান বলেই ভাবতেন। বিবেকানন্দের বাসনানুযায়ী তাঁরা সম্পূর্ণ নিজেদের খরচে হিমালয়োপরি মায়াবতীতে "অদ্বৈতাশ্রম" স্থাপন করেন। এখানে তাঁদের বাকি জীবন কাটে।

আর, ভগিনী নিবেদিতার ত কথাই নেই। তিনি নিজের জাতিধর্ম ও সমস্ত অতীত মুছে ফেলে বিবেকানন্দের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এই মনস্বিনী মহিলাই প্রথম বিদেশিনী যিনি ভারতীয় মঠজীবন গ্রহণ করেন। বিবেকানন্দের শিক্ষার গুণে ইনি ভারতবর্ষকে সর্বতোভাবে নিজের দেশ বলে মেনে নিয়েছিলেন। কালে, বিশেষতঃ বিবেকানন্দের মৃত্যুর পর, ইনি ভারতের বৈপ্লবিক স্বাধীনতা-সংগ্রামীদের পরম প্রেরণা ও সহায় হয়ে উঠেছিলেন।

এ ছাড়াও, লিগেট-দম্পতী, শ্রীযুক্তা হেইল প্রভৃতি বহু বিদেশী ভক্ত বহুভাবে বিবেকানন্দের কাজে সহায়তা করেছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিন্তু অতি কঠোর আচার্য ছিলেন বিবেকানন্দ—একেবারে প্রাচীনকালের ঋষিদেরই মত। শিষ্য-শিষ্যারা যতই প্রিয় হন না তাঁর—যতই কেন না অনুগত হন, তিনি তাঁদের বিন্দুমাত্র স্খলন-পতন-ত্রুটি উপেক্ষা করতেন না। এ নীতি যে তিনি কেবল বিদেশী শিষ্য-শিষ্যাদের প্রতি প্রয়োগ করতেন, তা নয়—স্বদেশীয়দের প্রতিও প্রয়োগ করতেন।

কুমারী ম্যাকলিঅড ভারতবর্ষে আসার অনুমতি চেয়ে যে চিঠি লেখেন, বিবেকানন্দ তার উত্তরে লিখেছিলেন: "যদি দারিদ্র্য, অধঃপতন, নোংরামি দেখতে চাও, তবে এস; যদি দেখতে চাও, কেমন করে নেকড়া-পরা মানুষ আধ্যাত্মিক বুলি কপচায়, তবে এস! কিন্তু যদি অন্য কিছু দেখতে চাও, তবে এস না! কারণ আমরা আর একটিও নিন্দাসূচক শব্দ সইতে পারব না।"

ভারতবর্ষে পৌঁছে কুমারী ম্যাকলিঅড বিবেকানন্দকে জিজ্ঞাসা করলেন: "আমি কি ভাবে আপনার সাহায্য করতে পারি?"

বিবেকানন্দ বললেন: "ভারতবর্ষকে ভালবাস।"

কুমারী ম্যাকলিঅড বিবেকানন্দের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করলেন না বটে, কিন্তু তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ফিরে যথাশক্তি সাহায্য করতে লাগলেন।

এহেন কুমারী ম্যাকলিঅড একদিন একটু ভুল করে ফেললেন। বিবেকানন্দ তখন দলবল নিয়ে হিমালয়ে ভ্রমণ করছিলেন। এমন সময়ে একজন ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর আকৃতিটি এমনি কদাকার যে, তাঁকে দেখলেই হাসি পায়। কুমারী ম্যাকলিঅড আর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজেকে সামলাতে পারলেন না—একটি হাস্যোদ্রেককর উক্তি করে ফেললেন ব্রাহ্মণের আকৃতি-সম্বন্ধে।

অমনি ক্রুদ্ধ কেশরীর মত ফিরে দাঁড়ালেন বিবেকানন্দ, গম্ভীর তীব্রস্বরে বললেন কুমারী ম্যাকলিঅডকে: "ব্যস্, থাম! তুমি কে? তুমি কবে কি করেছ?"

সত্যিই ত, কি-ই বা করেছেন কুমারী ম্যাকলিঅড ভারতবর্ষের জন্য? এ জনমঙ্গলের কাজে সর্বস্ব দিতে হয়—নিজের ভক্তি-মুক্তি পর্যন্ত উৎসর্গ করতে হয়। পরে শুনেছিলেন তিনি, যাঁরা বিবেকানন্দের পাশ্চাত্ত্য-যাত্রার পথখরচের জন্য অর্থ সংগ্রহ করে এনেছিলেন, ঐ অদ্ভুত দর্শন ব্রাহ্মণ তাঁদেরই একজন। লজ্জায় আত্মগ্লানিতে নীরবে মাথা নিচু করে রইলেন কুমারী ম্যাকলিঅড।

ভগিনী নিবেদিতার শিক্ষাদানকার্যে অনেক বেশি কঠোরতা অবলম্বন করেছিলেন বিবেকানন্দ। সে ত শিক্ষাদান নয়—দারুণ অগ্নিপরীক্ষা!

নিবেদিতা বিবেকানন্দের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেছিলেন বটে, কিন্তু শিক্ষিতা ইংরেজ মহিলা তিনি। সুতরাং, তাঁর ভাবধারা, তাঁর চালচলন, তাঁর অনুরাগ-বিরাগ ইংরেজের মত হবে বইকি! উচ্চশিক্ষার ফলে মনও তাঁর স্বাধীনচিন্তাশীল হওয়াই ত স্বাভাবিক। কিন্তু বিবেকানন্দ নিবেদিতার জন্মগত জাতিগত দেশগত আচার-আচরণ কিছুমাত্র পছন্দ করতেন না, বরং এর জন্য শিষ্যাকে প্রায়ই তীব্র তিরস্কার করতেন।

নিবেদিতা তাঁর পূর্বজীবন নিশ্চিহ্নভাবে মুছে ফেলে দিয়ে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় হিন্দুতে রূপান্তরিতা হন: এই ছিল বিবেকানন্দ। কিন্তু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এ কাজ যে প্রায় অসম্ভব! নিবেদিতা বহু চেষ্টা করেও এ কাজ করে উঠতে পারতেন না—অনেক সময়ে তাঁর উচ্চশিক্ষিত ইংরেজ অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠত। বিবেকানন্দ তাই নিবেদিতার প্রায় প্রত্যেক কাজে ত্রুটি আবিষ্কার করতেন। বহুদিনই গুরুর ভর্ৎসনার চোটে জল এসে যেত নিবেদিতার চোখে!

একদিন এমনি ভর্ৎসনার পর নিবেদিতা কাঁদতে কাঁদতে উঠে গেলেন তাঁর ইউরোপীয় সঙ্গিনীদের কাছে। তাঁদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত পরিণতবয়স্কা মহিলারা বিবেকানন্দের কাছে এসে অনুযোগ করলেন যে নিবেদিতার প্রতি তাঁর আচরণ বাস্তবিকই বড় কঠোর হচ্ছে। বিবেকানন্দ নীরবে তাঁদের বক্তব্য শুনলেন, তারপর উঠে চলে গেলেন।

সেদিন রাত্রে ঐ মহিলাদের একজনের সঙ্গে নিবেদিতা দাঁড়িয়েছিলেন বাংলোর বারান্দায়। এমন সময়ে বিবেকানন্দ ফিরে এলেন। বর্ষিয়সী মহিলাটিকে তিনি বললেনঃ "তুমি ঠিক বলেছিলে। পন্থা অবশ্যই বদলাতে হবে। আমি একলা থাকবার জন্য বনে যাচ্ছি। যখন ফিরে আসব, তখন শান্তি নিয়ে আসব।"

এই বলে তিনি প্রস্থানোদ্যত হলেন! এমন সময়ে তাঁর চোখে পড়ল আকাশে অমাবস্যার চাঁদ। অমনি তিনি ঘুরে দাঁড়িয়ে নিবেদিতাকে বললেনঃ "দেখ, অমাবস্যার চাঁদকে কত বড় করেই না দেখে মুসলমানেরা। এস, আমরাও অমাবস্যার নোতুন চাঁদকে দেখে নোতুন জীবন আরম্ভ করি!"

গুরুর সামনে নতজানু হয়ে বসেছিলেন নিবেদিতা। বিবেকানন্দ শিষ্যার মাথায় তাঁর কল্যাণ-হস্ত রাখলেন। অমনি নিবেদিতা তাঁর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিটি শিরায়, প্রতিটি রক্তবিন্দুতে এক অনাস্বাদিতপূর্ণ শিহরণ অনুভব করলেন! তাঁর পূর্বজীবন নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে গেল—এই মুহূর্ত থেকে তিনি রূপান্তরিতা হয়ে গেলেন ভারতবর্ষীয় হিন্দু নারীতে! এ যেন অশ্বিনীকুমারদ্বয়ের নির্দেশে নদীজলে ডুব দিয়ে উঠে দিব্য রূপযৌবনসম্পন্ন আকৃতি লাভ করলেন জরাগ্রস্ত চ্যবনমুনি!

ডাক দিল কে ভিতর-পানে

এই ভ্রমণকালে, বিশেষতঃ আলমোড়ায় আসার পর, একটা লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা দিল বিবেকানন্দের মধ্যে। চিরকালের সেই সদালাপী রহস্যপ্রিয় ব্যক্তিটি যেন হারিয়ে গেছেন, ক্রমেই স্বল্পভাষী ও গম্ভীর হয়ে উঠছেন তিনি! লোকের সঙ্গ তাঁর ভাল লাগে না, দর্শনার্থীদের সঙ্গে আধ্যাত্মিক আলোচনা করতে বিরক্তিবোধ করেন; এমন কি, অন্তরঙ্গ ভক্তবৃন্দকেও যথাসম্ভব পরিহার করে চলেন। প্রায়ই তিনি লোকালয় ছেড়ে চলে যান গভীর অরণ্যমধ্যে, সেখানে তিনি একাকী কালযাপন করেন। তাঁকে দেখে মনে হয়, যেন কি এক অজ্ঞাত ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আছেন তিনি সারাক্ষণ!

একবার তিনি সপ্তাহকাল অরণ্যবাসের পর আলমোড়ায় ফিরে এসে সংবাদ পেলেন যে পওহারীবাবা এবং লঘুলিপিক গুডউইন দেহত্যাগ করেছেন। সংবাদ শুনে কোন শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশ করলেন না স্বামিজী—শান্ত সমাহিত ভাবে ত্যাগ ও ভক্তির মহিমাকীর্তন করতে লাগলেন। কিন্তু এ সংবাদ যে তাঁর পক্ষে কত মর্মদাহী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হয়েছিল, তা বোধহয় তাঁর ঘনিষ্ঠতম শিষ্য-শিষ্যারাও অনুভব করতে পারলেন না।

কয়েকদিন পরে পাশ্চাত্ত্য শিষ্যাদের নিয়ে কাশ্মীর-যাত্রা করলেন বিবেকানন্দ। এই ভ্রমণকালে তিনি ঈষৎ প্রফুল্ল হয়ে উঠলেন। কিন্তু সে প্রফুল্লতার পরমায়ু সপ্তাহকালও নয়! আবার পূর্বের মত গম্ভীর হয়ে গেলেন তিনি।

চউঠা জুলাই আমেরিকার স্বাধীনতা-দিবস। বিবেকানন্দ সেদিন তাঁর পাশ্চাত্ত্য শিষ্যাদের ঐ দিবস-সম্পর্কে একটি স্বরচিত কবিতা পড়ে শোনালেন।

দশই জুলাই অকস্মাৎ বিবেকানন্দকে দেখা গেল না। খোঁজ খবর নিয়ে জানা গেল যে তিনি সোনামার্গের পথে একাকী অমরনাথ-যাত্রা করেছেন। বিবেকানন্দের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন সবাই। তখন গ্রীষ্মকাল। বরফ গলে বন্ধ হয়ে গেছে সোনামার্গের পথ। ফলে, বিবেকানন্দ অমরনাথ পৌঁছতে পারলেন না, পাঁচদিন পরে ফিরে এলেন।

কিছুদিন পরে তিনি ইসলামাবাদ থেকে একদল যাত্রীর সঙ্গে মিলে পদব্রজে অমরনাথ-যাত্রা করলেন, সঙ্গে নিয়ে গেলেন নিবেদিতাকে।

সমুদ্রের উপরিতল থেকে আঠার হাজার ফুট উঁচুতে হিমালয়ের উপরে অমরনাথ-তীর্থ অবস্থিত। অমরনাথ একটি বিশাল পর্বতগুহা। গুহার পিছনে তুষারে গঠিত বিরাট্ একটি শিবলিঙ্গ, ইনিই "অমরনাথ" অর্থাৎ মৃত্যুহীন দেবতাদের প্রভু—দেবাদিদেব তিনি। গুহাটির কিছু

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিচে পাঁচটি গিরিনির্ঝর একত্র মিশেছে, এই সঙ্গমের নাম : "পঞ্চতরণী" এই পাঁচটি তটিনীর একটি থেকে আরেকটিতে ভিজে কাপড়ে হেঁটে গিয়ে স্নান করাই পুণ্যার্থীদের পক্ষে বিধি। দীর্ঘপথভ্রমণে নিরতিশয় পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন বিবেকানন্দ; সঙ্গীরা তাই তাঁকে পঞ্চতরণীর তুষার-গলা হিমশীতল জলে স্নান করতে নিষেধ করলেন। কিন্তু সে নিষেধে কর্ণপাত না করে বিবেকানন্দ যথাযথভাবে বিধিপালন করলেন।

অবশেষে দোসরা অগাস্ট অমরনাথ-গুহাভিমুখে যাত্রা শুরু হল। রাত্রি তখন দুটো। তিন সহস্র যাত্রীর সঙ্গে মিশে দুরারোহ চড়াই বেয়ে উঠতে লাগলেন বিবেকানন্দ। পুবের আকাশে ঊষার প্রথম আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছালেন। নাগা-সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মিলে বিবেকানন্দ গলিত তুষারধারায় স্নান করলেন, তারপর সম্পূর্ণ নগ্নদেহে বিভূতি লেপন করে প্রবেশ করলেন গুহামধ্যে। কিছুক্ষণ সেখানে ধ্যান করলেন তিনি। ধ্যানের মধ্যে কি যে উপলব্ধি করলেন, কে জানে,—যখন বেরিয়ে এলেন, তখন দেখা গেল যে তাঁর বামচক্ষুটিতে রক্ত জমে গেছে!

অমরনাথ-গুহা থেকে বেরিয়ে এসে সর্বত্র "শিব" দেখতে লাগলেন বিবেকানন্দ। আধঘণ্টা পরে নিবেদিতা ও একজন নাগা-সন্ন্যাসীর সঙ্গে জলযোগ করতে বসে তিনি বললেন : "আমার আজ সাক্ষাৎ শিবদর্শন হল!" পরে একদিন তিনি পরিপূর্ণবিশ্বাসে নিবেদিতাকে বলেছিলেন : "দেবাদিদেব অমরনাথ আমাকে ইচ্ছামৃত্যু-বর দিয়েছেন!"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অমরনাথ থেকে শ্রীনগরে গেলেন বিবেকানন্দ। সেখানে একদিন কোন ব্যক্তি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: "স্বামিজি, যখন দেখি প্রবল অত্যাচার করছে দুর্বলের উপর, তখন আমরা কি করব?"

বিবেকানন্দ তৎক্ষণাৎ দৃপ্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন: "কি করবে? নিশ্চয়ই বাহুবল প্রয়োগ করে নিরস্ত করতে হবে প্রবলকে।"

সেপটেমবর-মাসের শেষ তারিখে বিবেকানন্দ সহসা একাকী ক্ষীর-ভবানীতে গেলেন—কোন শিষ্য-শিষ্যাকে সঙ্গে নিলেন না।

ক্ষীর-ভবানীর মহামায়ার মন্দির ভগ্ন করেছিল মুসলমানেরা। তদবধি মন্দিরটির আর সংস্কার হয়নি। একদিন যোগাসনে বসবার সময়ে মন্দিরটি দেখে বিবেকানন্দ চিন্তা করলেন: "এ মন্দির মুসলমানেরা যখন ভেঙেছিল, তখন হিন্দুরা কি বাধা দিতে পারেনি তাদের? আমি যদি উপস্থিত থাকতুম, তাহলে প্রাণ দিয়েও মায়ের মন্দির রক্ষা করতুম।"

অমনি বিবেকানন্দের মনে হল, জগজ্জননী মহামায়া যেন সস্নেহে তাঁকে ভর্ৎসনা করে বলছেন: "যদিই বা বিধর্মীরা আমার মন্দির অপবিত্র করে থাকে, কি এসে যায় তাতে? তাতে তোর কি? তুই আমাকে রক্ষা করিস, না আমি তোকে রক্ষা করি?"

একি দৈববাণী! সর্বাঙ্গে শিহরণ খেলে গেল বিবেকানন্দের।

পরদিন তিনি স্থির করলেন যে ভিক্ষা করে অর্থসংগ্রহ করবেন এবং সেই অর্থে মন্দিরটির সংস্কার করবেন।

এই সঙ্কল্প করামাত্র আবার যেন তিনি শুনতে পেলেন, মহামায়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলছেন: "যদি আমার ইচ্ছে হয়, তাহলে কি আমি সাততলা সোনার মন্দির এই মুহূর্তেই গড়তে পারি না? আমার ইচ্ছাতেই এ মন্দির ভাঙা অবস্থায় পড়ে আছে!"

বিবেকানন্দের কর্মশক্তির অহঙ্কার, বিদ্যার অহঙ্কার, জ্ঞানের অহঙ্কার সম্পূর্ণ চূর্ণ হয়ে গেল সেই মুহূর্তেই। জগজ্জননীর উদ্দেশ্যে ভূতলে লুটিয়ে পড়লেন তিনি, তাঁর অন্তরাত্মা গেয়ে উঠল:

"আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার চরণধুলার তলে।
সকল অহঙ্কার হে আমার ডুবাও চোখের জলে॥
... ...
আমারে না যেন করি প্রচার আমার আপন কাজে,
তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ আমার জীবনমাঝে॥"

ক্ষীর-ভবানী থেকে ফিরে বিবেকানন্দ শিষ্যাদের বললেন: "আমার কাজের স্পৃহা, স্বদেশপ্রেম, সব দূর হয়ে গেছে! হরি ওঁ! আমি ভুল করেছিলুম—আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী! মা—মা, তিনিই সব—তিনিই কর্তা,—আমি কে? আমি অজ্ঞান সন্তানমাত্র!"

গুরু বিবেকানন্দের এই ভাবান্তর দেখে শিষ্যারা বিস্মিত!

আঠারই অকটোবর বিবেকানন্দ বেলুড়ে ফিরে এলেন। তাঁর দেহের অবস্থা দেখে মঠের সন্ন্যাসীরা শঙ্কিত হলেন। চিকিৎসক বিবেকানন্দকে বিশেষ সাবধানে থাকতে উপদেশ দিলেন।

কিন্তু মঠের সন্ন্যাসীরা বিবেকানন্দের শরীরের অবস্থা দেখে যত না উদ্বিগ্ন হলেন, তার চেয়ে অনেক বেশি হলেন তাঁর মানসিক ভাবান্তর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখে। এ যেন সে বিবেকানন্দই নন—কোন বাহ্য ব্যাপারেই কিছুমাত্র অনুরাগ নেই তাঁর, কেমন যেন উদাসীন নির্বিকার হয়ে গেছেন! মঠ বা মিশন সম্বন্ধেও তাঁর কোন আগ্রহ নেই। সন্ন্যাসীরা কোন বিষয়ে তাঁর মতামত জিজ্ঞাসা করলে তিনি ঔদাস্যভরে উত্তর দেন: "আমি কি জানি? মায়ের যা ইচ্ছে, তাই-ই হবে।"

একদিন তিনি কথাপ্রসঙ্গে এক শিষ্যকে বলে ফেললেন: "অমরনাথ থেকে ফেরবার সময় শিব আমার মাথায় ঢুকেছেন—আর নামতে চাইছেন না!"

নউই ডিসেমবর, ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দ। ঐদিন বেলুড়-মঠ উৎসর্গীকৃত হয়। উৎসর্গানুষ্ঠানে পৌরোহিত্যের ভার নেন বিবেকানন্দ স্বয়ং।

নীলাম্বরবাবুর বাগানবাড়িতে তখন অস্থায়ী মঠ। সেখানে বিবেকানন্দ তাঁর গুরুভ্রাতা ও শিষ্যদের নিয়ে ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যাত্যাগ করলেন। গঙ্গাস্নান করে নোতুন গেরুয়া পরলেন সবাই। বিবেকানন্দ যথাবিধি ধ্যান উপাসনা ও পূজা সাঙ্গ করলেন। তারপর যে তাম্রাধারে শ্রীরামকৃষ্ণের পবিত্র দেহাবশেষ রক্ষিত ছিল, সে তাম্রাধার নিজের ডান কাঁধে তুলে নিয়ে তিনি বেলুড়-মঠের দিকে অগ্রসর হলেন। গুরুভ্রাতা ও শিষ্যেরা তাঁর অনুগমন করলেন।

পথে যেতে যেতে বিবেকানন্দ পার্শ্ববর্তী এক শিষ্যকে বললেন: "ঠাকুর একবার আমায় বলেছিলেন, 'তুই কাঁধে করে আমাকে যেখানে খুশি নিয়ে যাবি, আমি সেখানেই থাকব—তা সে কুঁড়েঘরই হক আর গাছতলাই হক।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যোগ্য শিষ্য বিবেকানন্দ গুরুর মর্যাদা পূর্ণভাবেই রক্ষা করেছিলেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-মঠের প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান সমাপ্ত করে বিবেকানন্দ সন্ন্যাসীদের বললেন: "ভাই সব, এস, আমরা কায়মনোপ্রাণে লোক-কল্যাণের জন্য অবতীর্ণ আমাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা করি। তিনি যেন বহুকাল ধরে এই স্থানে থাকেন। তাঁর আশীর্বাদ ও সূক্ষ্ম অবির্ভাবে এ স্থান পুণ্যক্ষেত্রে পরিণত হক! এই কর্মক্ষেত্র থেকে বহুজনহিতায় বহুজনসুখায় সর্বসম্প্রদায় ও সর্বধর্মের ভেদদ্বন্দ্ব-নিরসনের ভাবধারা প্রচারিত ও আচরিত হবে।"

মুহূর্তের বিশ্রাম নেই বিবেকানন্দের। মঠের সন্ন্যাসীদের সঙ্গে নিয়মিতভাবে শাস্ত্রালোচনা ত আছেই। তাছাড়া, নিত্যই অনেকটা সময় লাগে চিঠিপত্র ও প্রবন্ধাদি লিখতে। এবং সবচেয়ে শ্রমসাধ্য কাজ হল মঠে আগত দর্শনার্থীদের সঙ্গে ধর্মালোচনা; প্রত্যহই দলে দলে দর্শনার্থী আসেন, তাঁদের ধর্ম ও জীবন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করতে হয় বিবেকানন্দকে। এত পরিশ্রমে ভাঙা শরীর আরও ভেঙে পড়ল তাঁর।

কাজের চাপ এড়িয়ে সুস্থ হবার জন্য বিবেকানন্দ গেলেন দেওঘরে। সেখানে যাবার কিছু পরেই হাঁপানি-রোগে তাঁর জীবন-সংশয় হয়ে উঠল। ভাগ্যক্রমে অল্পকালমধ্যেই তিনি সুস্থ হলেন, তাঁর স্বাস্থ্যেরও বেশ কিছুটা উন্নতি হল।

তেসরা ফেব্রুআরি তিনি বেলুড়ে ফিরে এলেন। সেদিনই তিনি মঠের সন্ন্যাসীদের নিয়ে এক বৈঠকে বসলেন। ভারতের সর্বত্র রামকৃষ্ণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাণী প্রচার করবার জন্য তিনি গুরুভ্রাতাদের ও শিষ্যবৃন্দকে নির্দেশ দিলেন।

স্বামী বিরজানন্দের উপর ভার পড়ল পূর্ববঙ্গে গিয়ে প্রচার করবার! বিরজানন্দ বিনীতভাবে গুরুকে বললেন: "স্বামিজি, আমি যে কিছুই জানি না—লোককে বলব কি?"

বিবেকানন্দ বললেন: "যাও, বল গিয়ে 'আমি কিছুই জানি না'—ঐ ত মহত্তম বার্তা!"

বিরজানন্দ তবুও বললেন যে আগে সাধনাবলে আত্মজ্ঞান অর্জন না করে তিনি কি করে লোকশিক্ষায় ব্রতী হবেন?

গর্জে উঠলেন যুগর্ষি বিবেকানন্দ: "স্বার্থপরের মত নিজের মুক্তির জন্য চেষ্টা করলে তুমি নরকে যাবে! তুমি যদি সেই পূর্ণব্রহ্মের উপলব্ধি করতে চাও, তবে তুমি অন্যের মুক্তির জন্য সাহায্য কর; নিজের মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষাকে সমূলে বিনষ্ট করাই সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনা!"

বিবেকানন্দ বোধহয় আজ ভুলে গেছেন যে তিনি নিজেও একদিন স্বীয় মুক্তির জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন—নির্বিকল্প-সমাধিলাভের আকাঙ্ক্ষায় অস্থির করে তুলেছিলেন পরমহংসকে!

দর্শনার্থী সকল ব্যক্তির সঙ্গে সমব্যবহার করতেন বিবেকানন্দ। ধনী-দরিদ্র পণ্ডিত-মূর্খ সবাই তাঁর কাছে সমান মর্যাদা পেত।

একদিন "হিতবাদী" পত্রিকার সম্পাদক সখারাম দেউস্কর দুজন বন্ধু নিয়ে দেখা করতে এলেন বিবেকানন্দের সঙ্গে। বন্ধুদ্বয়ের একজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিলেন পঞ্জাবী। তাঁদের সঙ্গে বহুক্ষণ ধরে বিবেকানন্দ বর্তমান ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনীতিক দুর্দশা-সম্বন্ধে আলোচনা করলেন।

দেশের দরিদ্র ও দুর্দশাপন্ন জনসাধারণের প্রতি বিবেকানন্দের অপরিসীম দরদ। তা দেখে পণ্ডিত সখারাম মুগ্ধ হলেন। কিন্তু তাঁর পঞ্জাবী বন্ধুটি বিদায় নেবায় সময়ে বললেন: "স্বামিজি, আপনার কাছে ধর্মের কথা, সাধনভজনের কথা শোনবার জন্য অনেক আশা করে আমরা এসেছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অতি সাধারণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হল,—আজকের দিনটা বৃথা গেল।"

এ কথা শুনে বিবেকানন্দের মুখে গভীর করুণামিশ্রিত বেদনার চিহ্ন ফুটে উঠল, তিনি বললেন: "যতদিন আমার জন্মভূমির একটি কুকুর পর্যন্ত অভুক্ত থাকবে, ততদিন তাকে আহার দেওয়াই ধর্ম। এ ছাড়া আর যা কিছু—অধর্ম।

চিকিৎসকদের উপদেশে বিবেকানন্দ স্বাস্থ্যোদ্ধারের জন্য বিশে জুন ইংল্যানড-যাত্রা করেন। সঙ্গে যান স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং ভগিনী নিবেদিতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রদীপ নেভবার আগে

খিদিরপুরের প্রিনসেফ-ঘাট থেকে জাহাজ ছাড়ল।

গঙ্গাবক্ষ আলোড়িত করে বঙ্গোপসাগরের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে অর্ণবপোত। বিবেকানন্দ দু-নয়ন ভরে বাঙলাদেশের শ্যামশোভা দেখছেন আর লিখছেন: "আপনার লোকের একটি রূপ থাকে, তেমন আর কোথাও দেখা যায় না। নিজের খ্যাঁদা বোঁচা ভাইবোন ছেলে-মেয়ের চেয়ে গন্ধর্বলোকেও সুন্দর পাওয়া যাবে না সত্য। কিন্তু গন্ধর্বলোক বেড়িয়েও যদি আপনার লোককে যথার্থ সুন্দর দেখতে পাওয়া যায়, সে আহ্লাদ রাখবার কি আর জায়গা থাকে? এই অনন্তশস্যশ্যামলা সহস্রস্রোতস্বতীমাল্যধারিণী বাঙলাদেশের একটি রূপ আছে। সে রূপ কিছু আছে মলয়ালমে, আর কিছু কাশ্মীরে।"

বিবেকানন্দ লিখে চলেছেন: "আশে পাশে ঝাড় ঝাড় বাঁশ হেলচে দুলচে, আর তার সকলের নীচে, যার কাছে ইয়ারকান্দী, ইরানী, তুর্কিস্থানী গালচে-দুলচে কোথায় হার মেনে যায়,—সেই ঘাস, যতদূর চাও সেই শ্যাম শ্যাম ঘাস, কে যেন ছেঁটে ছেঁটে ঠিক করে রেখেছে; জলের কিনারা পর্যন্ত সেই ঘাস।.....আবার তার নীচে আমাদের গঙ্গাজল। আমার পায়ের নীচে থেকে দেখ, ক্রমে উপরে যাও, উপর উপর মাথার উপর পর্যন্ত, একটি রেখার মধ্যে এত রঙের খেলা, একটি রঙে এত রকমারি আর কোথাও দেখেছ? বলি, রঙের নেশা ধরেছে কখন কি? যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মউমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিব্যদূরদৃষ্টিসম্পন্ন যুগর্ষি বিবেকানন্দ লিখলেন: "হুঁ, বলি এইবার গঙ্গামার শোভা যা দেখবার দেখে নাও, আর বড় একটা কিছু থাকছে না। দৈত্য-দানবের হাতে পড়ে ঐ সব যাবে। ঐ ঘাসের জায়গায় উঠবেন ইটের পাঁজা, আর, নাববেন ইটখোলার গর্তকুল। যেখানে গঙ্গার ছোট ছোট ঢেউগুলি খেলা করছে, সেখানে দাঁড়াবেন পাট-বোঝাই ফ্লাট, আর সেই গাধাবোট! আর ঐ তাল তমাল আম লিচুর রঙ্, নীল আকাশ, মেঘের বাহার, ওসব কি আর দেখতে পাবে? দেখবে পাথুরে কয়লার ধোঁয়া আর তার মাঝে মাঝে ভূতের মত অস্পষ্ট দাঁড়িয়ে আছেন কলের চিমনি !!!"

জুলাই-মাসের শেষ তারিখে বিবেকানন্দ ইংল্যানডে পৌঁছালেন। সেখানে দিন পনের থাকার পর আমেরিকা-যাত্রা করলেন তিনি।

আমেরিকায় তিনি অতিথি হলেন লিগেট-দম্পতীর। লিগেট-দম্পতী তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহ করতেন। তাই তাঁরা বিবেকানন্দের স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে বিশেষ মর্মাহত হলেন। তাঁরা তাঁকে অবিলম্বে লোকের ভিড় থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে রাখলেন রিজলে ম্যানর নামক স্থানে—নিজেদের পল্লীভবনে এবং সেখানে তাঁর চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করে দিলেন। এতে বিবেকানন্দের স্বাস্থ্যের বেশ উন্নতি হতে লাগল।

স্বামী অভেদানন্দের চেষ্টায় এই ক-বছরে নিউইঅর্কে বেদান্ত প্রচারের কাজ যথেষ্ট এগিয়ে গিয়েছিল। সেখানে বেদান্ত-সমিতির জন্য একটি স্থায়ী ভবনেরও বন্দোবস্ত হচ্ছিল। এ সংবাদ পেয়ে বিবেকানন্দ অত্যন্ত আহ্লাদিত হলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লিগেট-দম্পতীর শত চেষ্টায়ও বিবেকানন্দকে আর ধরে রাখা গেল না। নভেমবর-মাসের গোড়া থেকে আবার প্রচারকার্যে নামলেন। আমেরিকার নানা স্থানে ঘুরে ঘুরে বক্তৃতাদান, ধর্মপিপাসু দর্শনার্থীদের সমস্যাপূরণ প্রভৃতি কাজ পুরাদমে চলতে লাগল।

কিন্তু এই বিরামহীন কর্মকোলাহলের মধ্যেও বিবেকানন্দের মন নিরন্তর এক অজ্ঞাত অব্যক্ত ভাবে অভিভূত হয়ে থাকত। এই সময়ে তিনি কুমারী ম্যাকলিঅডকে এক চিঠিতে লেখেন: "আমার জন্য প্রার্থনা কর, যেন চিরদিনের তরে আমার কাজ করা বন্ধ হয়ে যায়, আর আমার সমুদায় মনপ্রাণ যেন মায়ের সত্তায় মিলে একেবারে তন্ময় হয়ে যায়।.....আমি ভাল আছি, মানসিক খুব ভাল আছি।.....লড়াইয়ে হার-জিত দুই-ই হল, পুটলি-পোটলা বেঁধে সেই মহান্ মুক্তিদাতার অপেক্ষায় বসে আছি। 'অব শিব পার কর মেরে নাইয়া'।.....বন্ধন সব খসে যাচ্ছে, মানুষের মায়া উড়ে যাচ্ছে, কাজকর্ম বিস্বাদ বোধ হচ্ছে! জীবনের প্রতি আকর্ষণও প্রাণ থেকে কোথায় সরে দাঁড়িয়েছে! রয়েছে কেবল তার স্থলে প্রভুর (রামকৃষ্ণের) সেই, মধুর গম্ভীর আহ্বান! যাই প্রভু যাই! ঐ তিনি বলছেন, 'মৃতের সৎকার মৃতেরা করুকগে, তুই ওসব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমার পিছু পিছু চলে আয়!' যাই প্রভু যাই!"

এপ্রিল-মাসে বিবেকানন্দ কালিফরনিআয় বেদান্ত-প্রচার করতে লাগলেন। সেখানে একটি স্থায়ী মঠস্থাপনের জন্য একশ যাট একর জমি দান করলেন কুমারী মিনি সি. বুক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মে-মাসের শেষভাগে প্যারিসে ধর্মেতিহাস-সভায় যোগদানের জন্য নিমন্ত্রণ-পত্র পেলেন বিবেকানন্দ। তাই তিনি কালিফরনিআ থেকে গেলেন নিউইঅর্কে। ততদিনে নিউইঅর্কে বেদান্ত-সমিতির স্থায়ী ভবন সংগৃহীত হয়ে গিয়েছিল।

জুলাই-মাসে বিবেকানন্দ স্বামী তুরীয়ানন্দকে পাঠালেন কালিফরনিআয় সেখানে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করবার জন্য। বিদায়কালে তুরীয়ানন্দকে তিনি বললেন: "যাও বীর! কালিফরনিআয় আশ্রম প্রতিষ্ঠা কর—বেদান্তের পতাকা ওড়াও! আজ থেকে ভারতের চিন্তা মন থেকে মুছে ফেলে দাও!"

ভগিনী নিবেদিতা ভারতবর্ষে সেবাব্রত গ্রহণ করেছিলেন; সেজন্য বিবেকানন্দ তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন পুরাপুরিভাবে হিন্দু হতে—ভারতীয় হতে। আজ তুরীয়ানন্দ সেবাব্রত গ্রহণ করতে চলেছেন কালিফরনিআয়; তাই তাঁকে নির্দেশ দিলেন বিবেকানন্দ পুরাপুরিভাবে কালিফরনিআবাসী হতে।

বিশে জুলাই বিবেকানন্দ প্যারিস-যাত্রা করলেন।

প্রথমে কথা হয়েছিল, প্যারিসে ধর্ম-মহাসভা হবে। কিন্তু ফ্রান্সে রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি। ঐ সম্প্রদায়ের পাদরিরা শিকাগোর ধর্ম-মহাসভায় সোৎসাহে যোগ দিয়েছিলেন—ভেবেছিলেন অতি সহজেই খ্রিস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করতে পারবেন। কিন্তু তাঁদের আশা চূর্ণ করে দিয়েছিলেন বিবেকানন্দ—তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে বেদান্ত তথা হিন্দুধর্মই শ্রেষ্ঠ। সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

থেকে বিবেকানন্দ-সম্বন্ধে অত্যন্ত আতঙ্কিত ছিলেন পাদরিরা। তাঁরা প্যারিসে ধর্ম-মহাসভার অনুষ্ঠান হতে দিলেন না। তখন স্থির হল যে, ধর্মেতিহাস-সভা হবে।

এই ধর্মেতিহাস-সভায় পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা হিন্দুধর্ম-সম্বন্ধে তিনটি অযথার্থ উক্তি করেন: প্রথমতঃ বৈদিকধর্ম জড়োপাসনারই নামান্তর, দ্বিতীয়তঃ শিবলিঙ্গ ও শালগ্রাম বিকৃতবুদ্ধি উপাসকমণ্ডলীর সৃষ্টি, এবং তৃতীয়তঃ হিন্দু প্রতিমাপূজার উৎপত্তি গ্রীক প্রভাব থেকে।

বিবেকানন্দ এই তিনটি মতই চূড়ান্তভাবে খণ্ডন করেন। আরেক-বার তিনি হিন্দুধর্ম ও দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেন। উপস্থিত ধর্মপণ্ডিতগণ তাঁর মতসমূহ মেনে নিতে বাধ্য হন।

অকটোবর-মাসের শেষের দিকে বিবেকানন্দ প্যারিস ত্যাগ করে পূর্ব-ইউরোপ-ভ্রমণে যান। পূর্ব-ইউরোপের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলির তখন অবর্ণনীয় দুর্দশা। ঐ সব দেশের অধিবাসীদের অশিক্ষা, কুসংস্কার, বর্বরতা, আর্থিক ও মানসিক দৈন্য, সামাজিক দুর্গতি দেখে বিশ্বমানবতার জীবন্ত প্রতিমূর্তি বিবেকানন্দ নিরতিশয় মর্মপীড়িত হন। কিন্তু এ কথাও তিনি বলেন: "তবু স্বাধীনতা এক জিনিস, গোলামি আর এক!" অর্থাৎ, এত দুঃখদুর্দশা সত্ত্বেও এই রাষ্ট্রগুলি ভারতের চেয়ে ভাল অবস্থায় আছে, কারণ এরা স্বাধীন আর ভারত পরাধীন!

ভারতে ফেরবার পথে যে যে স্থান অতিক্রম করতে হয়েছিল, বিবেকানন্দ প্রায়ই সে সব স্থানের ইতিহাস ও ঐতিহ্য তাঁর সঙ্গী ও সঙ্গিনীদের কাছে বর্ণনা করতেন। তাঁরা সর্ববিষয়ে স্বামিজীর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাণ্ডিত্য দেখে অবাক্ হয়ে যেতেন—ইনি ত কেবল জ্ঞানসমুদ্রের উপকূলে বসে উপল কুড়াননি, ইনি সাগরের সমস্ত জল অঞ্জলি ভরে পান করেছেন!

মন চল নিজ নিকেতনে

১৯০০ খ্রিস্টাব্দের নউই ডিসেমবর। রাত্রিকাল। বেলুড়-মঠের সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীরা খেতে বসেছেন। এমন সময়ে বাগানের মালী এসে খবর দিল: একজন সাহেব এসেছেন, চাবি চাই—গেট খুলতে হবে।

গেট খোলা হল। কিন্তু সাহেব কই? একখানা খালি গাড়িমাত্র!

সন্ন্যাসীরা বৃথা খোঁজাখুঁজি করে ফিরে এলেন ভোজনকক্ষে। কক্ষদ্বারে সত্যিই একজন সাহেব দাঁড়িয়ে; তাঁর টুপিটা এমন করে নামান যে তাঁর মুখ দেখা যাচ্ছে না। স্বামী প্রেমানন্দ এগিয়ে গিয়ে প্রদীপ তুলে ধরলেন সাহেবের মুখের কাছে।

হো-হো করে ছেলেমানুষের মত অট্টহাস্য করে উঠলেন সাহেব, বললেন: "বাইরে থেকে খাবার ঘণ্টা শুনে ভাবলুম যে, যদি তাড়াতাড়ি না যাই, তাহলে রাত্রে আর খেতে পাব না। তাই পাঁচিল টপকে এসে পড়লুম। বড় খিদে পেয়েছে, আমায় খেতে দাও।"

সাহেব—সাহেব নন, স্বামী বিবেকানন্দ! সন্ন্যাসীদের মধ্যে উল্লাসের ঝড় উঠল। বিবেকানন্দ সবার সঙ্গে বসে মহানন্দে খিঁচুড়ি খেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবেকানন্দ ইউরোপে থাকতে থাকতেই মায়াবতীর অদ্বৈতাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা সেভিআরের মৃত্যু-সংবাদ পেয়েছিলেন। তাই সাতাশে ডিসেমবর তিনি মায়াবতী-যাত্রা করলেন। বছরের এই সময়টায় হিমালয়ের পথঘাট বড় দুর্গম হয়ে ওঠে। অনেকেই বিবেকানন্দের স্বাস্থ্যের কথা স্মরণ করে তাঁকে এখন সেখানে যেতে নিষেধ করলেন। কিন্তু বিবেকানন্দ কোন বাধা-নিষেধ মানলেন না। তেসরা জানুআরি তিনি মায়াবতীতে উপস্থিত হলেন।

মায়াবতীতে পৌঁছে বিবেকানন্দ দেখলেন যে আশ্রমের সন্ন্যাসীরা একটি কক্ষে রামকৃষ্ণের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং সেখানে নিত্য পূজা ও ভোগরাগাদি হচ্ছে। এ দেখে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হলেন তিনি, কারণ অদ্বৈতাশ্রমে বাহ্যপূজা শুধু অনাবশ্যক নয়—অবাঞ্ছনীয়ও বটে। আশ্রম-প্রতিষ্ঠার বহুপূর্বেই সে কথা তিনি সন্ন্যাসীদের বলেছিলেন।

যাহক, বিবেকানন্দ এ সম্বন্ধে তৎক্ষণাৎ কাউকে কিছু বললেন না। সন্ধ্যাবেলায় অগ্নিকুণ্ডের সামনে সকলে যখন একত্র হলেন, তখন তিনি জ্বলন্তভাষায় বাহ্যপূজার অসারতা প্রতিপাদন করলেন। সেভিআর-পত্নী ও সন্ন্যাসীরা তাঁর মনোভাব এবং যুক্তির সারবত্তা বুঝলেন, তাঁরা আশ্রমে রামকৃষ্ণের পূজা বন্ধ করে দিলেন।

বিবেকানন্দ বেলুড়-মঠে ফিরে এই ব্যাপার নিয়ে বলেছিলেন: "আমার ইচ্ছা ছিল যে অন্ততঃ আমাদের একটি মঠও থাকবে, সেখানে কোনরকম বাহ্যপূজা ও শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি প্রভৃতি থাকবে না। কিন্তু মায়াবতীতে গিয়ে দেখি, সেই বৃদ্ধ সেখানেও আসন গেড়ে বসেছেন! ভাল—ভাল!"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিমালয়োপরি মায়াবতী-আশ্রমের জনবিরল ও প্রকৃতিস্নেহসিঞ্চিত পরিবেশটি বড় ভাল লেগেছিল বিবেকানন্দের। একদিন তিনি বললেন: "সব রকম কাজ ত্যাগ করে আমার বাকি জীবন এই মঠে কাটাব। নিশ্চিন্তে পড়াশোনা করব আর পুঁথিপত্তর লিখব।"

কিন্তু আশা পূর্ণ হল না বিবেকানন্দের। দারুণ হাঁপানিতে এমনি দুর্বল হয়ে পড়লেন তিনি যে দিন পনেরর বেশি মায়াবতীতে থাকতে পারলেন না।

তেরই জানুআরি বিবেকানন্দের অষ্টত্রিংশ জন্মদিন-উপলক্ষে উৎসবের আয়োজন করলেন সন্ন্যাসীরা। বিবেকানন্দ হেসে বললেন: "আমার দেহের প্রয়োজন ফুরিয়েছে!"

১৯০১ খ্রিস্টাব্দের চব্বিশে জানুআরি বিবেকানন্দ বেলুড়-মঠে ফিরে এলেন। আঠারই মার্চ তিনি বেরলেন পূর্ববঙ্গ ও আসাম পরিভ্রমণে। সেই ভ্রমণ থেকে যখন ফিরলেন, তখন তাঁর অত্যন্ত পরিশ্রান্ত অবস্থা।

বিবেকানন্দ আগে থেকেই বহুমূত্র-রোগে ভুগছিলেন। এবার সে রোগ প্রবল আকার ধারণ করল। ক্রমে শোথ দেখা দিল।

কিন্তু দেহের এই আতঙ্কর অবস্থার প্রতি কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করলেন না বিবেকানন্দ—সমানে সন্ন্যাসীদের শিক্ষাদান, দর্শনার্থীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা, গ্রন্থপাঠ, প্রবন্ধ-রচনা প্রভৃতি চলতে লাগল। বিশেষতঃ, যুবকেরা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এলে তাঁকে সামলান দায় হত। যুবকেরা প্রায় নিত্যই আসত। তাদের সঙ্গে বিবেকানন্দ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেশের দুরবস্থা-সম্বন্ধে অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে আলোচনা করতেন। সন্ন্যাসীরা বারণ করলে শুনতেন না, বলতেন: "রেখে দে তোর নিয়ম-ফিয়ম! এদের মধ্যে যদি একজন ঠিক ঠিক আদর্শ জীবন যাপন করবার জন্য প্রস্তুত হয়, তাহলে আমার শ্রম সার্থক! পরকল্যাণে হলই বা দেহপাত, তাতে কি আসে যায়! চুপ করে ঘরের দোর বন্ধ করে বেঁচে থেকেই বা ফল কি?···তোরা যা পারিস কর্, আমি জড়ের মত চুপ করে বসে থাকতে পারব না।"

কখনও বা সদর্পে বলতেন তিনি: "গেলই বা শরীর, কি এসে যায় তাতে? আমি যা করে গেলাম, তা দেড় হাজার বছরের পক্ষে যথেষ্ট!"

পড়াশোনায়ও ঢিলে দিলেন না বিবেকানন্দ। তিনি যে কি অসামান্য শ্রুতিধর ও স্মৃতিধর ছিলেন, তা নিচের ঘটনাটি থেকেই বোঝা যায়।

কদিন আগে নোতুন Encylopædia Britannica কেনা হয়েছে মঠের জন্য। বিবেকানন্দ মাঝে মাঝে সেই বইগুলি নেড়েচেড়ে দেখতেন। একদিন এক শিষ্য তাঁকে বললেন: "এত বই এক জীবনে পড়া দুর্ঘট।"

বিবেকানন্দ এই অল্প কদিনের মধ্যেই ঐ বইয়ের দশ খণ্ড পড়া শেষ করে একাদশ খণ্ড পড়তে আরম্ভ করেছিলেন। শিষ্য সে কথা জানতেন না। বিবেকানন্দ মৃদুহাস্যে তাঁকে বললেন: "কি বলছিস? এই দশ খণ্ড থেকে আমায় যা ইচ্ছে জিজ্ঞেস কর্, সব বলে দেব।"

শিষ্য অবাক্, জিজ্ঞাসা করলেন: "আপনি কি এ খণ্ডগুলি সব পড়েছেন?"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"না পড়লে কি আর বলছি ?"

শিষ্য খণ্ডগুলি থেকে বেছে বেছে কঠিন কঠিন বিষয়-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন, আর বিবেকানন্দ যথাযথ উত্তর দিয়ে যেতে লাগলেন—এমন কি, বইয়ের ভাষা পর্যন্ত অবিকল মুখস্থ বলতে লাগলেন!

বিস্ময়াভিভূত শিষ্য বললেন : "এ শক্তি মানুষে সম্ভবে না।"

বিবেকানন্দ বললেন : "দেখলি, একমাত্র ব্রহ্মচর্যপালন ঠিক ঠিক করতে পারলে সমস্ত বিদ্যা মুহূর্তে আয়ত্ত হয়ে যায়—শ্রুতিধর, স্মৃতিধর হওয়া যায়। এই ব্রহ্মচর্যের অভাবেই আমাদের দেশ ধ্বংস হয়ে গেল।"

১৯০১ খ্রিস্টাব্দে বড়দিনের সময়ে কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। আধ্যাত্মিকতাবর্জিত নির্জলা রাজনীতিক আন্দোলনের উপর বিবেকানন্দের বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না। তথাপি ভারতের বহু স্বনামধন্য নেতা বেলুড়ে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন।

গান্ধী তখনও "মহাত্মা"-আখ্যা পাননি। দক্ষিণ-আফ্রিকায় কিছু কিছু কাজ করে সবে ভারতবর্ষে ফিরেছেন তিনি—দেশের লোক তাঁকে তখনও চেনে না। তিনিও একদিন বিবেকানন্দের সঙ্গে দেখা করবার জন্য বেলুড়ে এসেছিলেন। তিনি লিখেছেন : "বিবেকানন্দকে না দেখলে কেমন করে চলবে ? অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে আমি বেলুড়-মঠে গেলাম। অনেকটা পথ হেঁটেই গিয়েছিলাম।···স্বামিজী অসুস্থ, তিনি কলিকাতার বাড়িতে আছেন, এখন দেখা হবে না, শুনে নিরাশ হলাম।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখা হলে বোধহয় ভালই হত। গান্ধীও ছিলেন মহাপুরুষ। শত্রু-মিত্রভেদ তাঁর কাছে ছিল না। তাই ইংরেজ-সরকারের উপর তাঁর অগাধ আস্থা ছিল। তার ফলে তাঁকে সইতে হয়েছিল অসংখ্য প্রবঞ্চনা। এ আস্থা অবশ্য তাঁর দূর হয়েছিল, কিন্তু তা বিবেকানন্দের মৃত্যুর দু-যুগেরও পরে। অথচ বিবেকানন্দ ইংরেজ-সরকারের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করে বলেছিলেন: ব্রিটিশ-শাসনতন্ত্র একটা যন্ত্রমাত্র; যন্ত্রের হৃদয় থাকে না; সুতরাং, ব্রিটিশ-সরকারের কাছে আবেদন-নিবেদন করা বিড়ম্বনা সার!

দেশ ও দশের সেবাকার্যে ব্রহ্মচর্যের যে কত প্রয়োজন, বিবেকানন্দ তা বুঝেছিলেন এবং ব্রহ্মচর্যের আবশ্যকতা প্রচারও করেছিলেন। গান্ধীও ব্রহ্মচর্যকে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু তা বিবেকানন্দের মৃত্যুর পাঁচ-বছর পরে! তাই বিবেকানন্দে ও গান্ধীতে সাক্ষাৎ হলে মণিকাঞ্চনযোগ হত।

বিবেকানন্দের রাজনীতিক দূরদৃষ্টি যে কত গভীর ও স্বচ্ছ ছিল, তা বোঝা যায় তিনি ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে ভগিনী ক্রিস্টিনকে যে কথা বলেছিলেন, তা থেকে। তিনি বলেছিলেন: "পরবর্তী যে আলোড়নের ফলে নোতুন যুগের সঞ্চার হবে, সে আলোড়ন আসবে রাশিয়া বা চীন থেকে।" তিনিও আরও বলেছিলেন: "পৃথিবীতে এখন চলেছে বৈশ্যশাসিত তৃতীয় যুগ। চতুর্থ যুগ থাকবে শূদ্রের অধিকারে।" অর্থাৎ বর্তমান যুগে বণিকেরা কর্তৃত্ব করছে, আগামী যুগে কর্তৃত্ব করবে বিত্তহীনেরা।

বিবেকানন্দের কথা প্রায় অক্ষরে অক্ষরে ফলেছে!

মহাপ্রাণ বিবেকানন্দ প্রকৃতই ছিলেন দীনের সঙ্গী!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতি বছর বেলুড়-মঠের জমি সাফ করতে সাঁওতাল নারী-পুরুষ আসত। বিবেকানন্দ তাদের সঙ্গে মিশে তাদের সুখদুঃখ ঘরসংসারের কথা শুনতেন—তাদের নিয়ে রঙ্গরস করতেন।

একবারের কথা। বিবেকানন্দ হুঁকো টানতে টানতে আলাপ জুড়েছেন সাঁওতালদের সঙ্গে, এমন সময়ে সংবাদ এল, কয়েকজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক মঠে এসেছে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। বিবেকানন্দ বলে পাঠালেন: "আমি এখন দেখা করতে পারব না—এদের নিয়ে বেশ আছি!"

দীনের সঙ্গী নয়ত কি!

এই সময়ে জাপানের বৌদ্ধ মঠের অন্যতম নেতা রেভারেনড ওডা ওদেশের বিখ্যাত পণ্ডিত ডক্টর ওকাকুরাকে সঙ্গে নিয়ে ভারতবর্ষে এসে দেখা করলেন বিবেকানন্দের সঙ্গে। বিভিন্ন ধর্ম-সম্বন্ধে তাঁর ব্যাখ্যা ও অখণ্ডনীয় সিদ্ধান্তসমূহ শুনে জাপানী মনীষী দুজন মুগ্ধ হলেন।

ওকাকুরার আমন্ত্রণে বিবেকানন্দ তাঁর সঙ্গে বুদ্ধগয়ায় যান এবং জীবনে দ্বিতীয়বার বোধিদ্রুমতলে ধ্যানাসীন হন। সেদিন তাঁর ঊনচত্বারিংশৎ জন্মদিবস।

রামকৃষ্ণের জন্মোৎসবের দিন এগিয়ে এসেছিল বলে বিবেকানন্দ তাড়াতাড়ি কাশী হয়ে বেলুড়ে ফিরলেন। কিন্তু মঠে ফিরেই শয্যাগত হয়ে পড়লেন তিনি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামকৃষ্ণের জন্মদিবস। বেলুড়-মঠ উৎসবমুখরিত। মঠের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে আর লোক ধরে না। কোথাও কীর্তন হচ্ছে, কোথাও বা চলেছে প্রসাদ-বণ্টন। কিন্তু ঠাকুরের প্রিয়তম শিষ্য বিবেকানন্দ আজ এ উৎসবে যোগ দিতে অপরাগ। তিনি আপন কক্ষে রোগ-শয্যায় শায়িত। পাশে বসে আছেন শিষ্য শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী। গুরুর দেহের দশা দেখে অত্যন্ত বিষণ্ণ হয়ে পড়েছেন তিনি। বিবেকানন্দ তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেনঃ "কি ভাবছিস? শরীরটা জন্মেছে, আবার মরে যাবে। তোদের ভিতরে ভাবগুলি যদি কিছু-কিছুও ঢুকুতে পেরে থাকি, তাহলেই জানব, দেহটা ধরা সার্থক হয়েছে।"

এক সময়ে তিনি অতিকষ্টে ঘরের জানালার গরাদ ধরে দাঁড়ালেন, তারপর বাইরের লোকসমাগমের দিকে তাকিয়ে বললেনঃ "বড় জোর তিরিশ হাজার।"

এই রকম অসুস্থ শরীরেও বিবেকানন্দ বিশ্রাম নিচ্ছিলেন না। রাত্রি তিনটার সময়ে শয্যাত্যাগ, ধ্যান, সন্ন্যাসীদের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা, মঠের শৃঙ্খলারক্ষা প্রভৃতি নিত্য-নৈমিত্তিক কাজে এতটুকু শৈথিল্য ছিল না তাঁর।

কিন্তু জুন-মাস থেকে তাঁর মানসিক ভাবান্তর বড় স্পষ্ট হয়ে উঠল। প্রায় সকল পার্থিব বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেললেন তিনি—মঠের ব্যাপারেও আর বড় একটা লক্ষ্য দিতেন না। অধিকাংশ সময় তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকতেন।

এতে সন্ন্যাসীদের উদ্বেগ অত্যন্ত বৃদ্ধি পেল। বিবেকানন্দের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্পর্কে রামকৃষ্ণ একদা বলেছিলেন: "ও যেদিন নিজেকে চিনতে পারবে, সেদিন আর দেহ থাকবে না।"

কথাটা অনেকেরই মনে ছিল। তাই একদিন এক গুরুভাই জিজ্ঞাসা করলেন বিবেকানন্দকে: "আচ্ছা স্বামিজি, আপনি কে, তা কি বুঝতে পেরেছেন?"

বিবেকানন্দ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন: "হাঁ, এখন আমি বুঝেছি।"

এ কথা শুনে সন্ন্যাসীদের বদ্ধমূল ধারণা হল যে বিবেকানন্দ এখন যে কোন মুহূর্তে দেহত্যাগ করতে পারেন। অথচ, এই সময়েই তাঁর দেহ থেকে রোগের সমস্ত লক্ষণ দূর হয়ে গিয়েছিল, সাধারণ লোকে ভাবত, স্বামিজী প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছেন!

জুন-মাসের শেষ সপ্তাহে বিবেকানন্দ একদিন একখানি পঞ্জিকা চেয়ে নিলেন। পঞ্জিকাখানি তিনি প্রায় দিনই দেখতে লাগলেন—মনে হল যেন বিশেষ কোন কাজের জন্য তিনি একটি শুভদিন স্থির করতে চাইছেন।

পয়লা জুলাই। মঠের মাঠে বেড়াচ্ছিলেন বিবেকানন্দ। সহসা সঙ্গীদের একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন: "আমি মরলে, ওখানে আমার অগ্নিসৎকার করো।"

পরদিন একাদশী। বিবেকানন্দ নিয়মমত উপবাস করেছেন। প্রাতর্ভোজনের সময়ে তাঁর সাধ হল যে তিনি সন্ন্যাসীদের পরিবেশন করে খাওয়াবেন। সেদিনের খাদ্য ছিল কাঁঠালবিচি-সিদ্ধ, আলুসিদ্ধ, ভাত আর দুধ। বিবেকানন্দ পরিবশেন করতে লাগলেন আর পূর্বের ন্যায় তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাস্যকৌতুকদ্বারা সবাইকে হাসাতে লাগলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছেলেবেলা থেকেই বিবেকানন্দের দুটি মূর্তি ছিল—একটি হাস্যচপল, অন্যটি গম্ভীর। তিনি যখন হাস্যচপল হতেন, তখন সবাই তাঁর সঙ্গে কৌতুকালাপে যোগ দিত, যেন তিনি নিতান্তই সাধারণ লোক; কিন্তু তাঁর গম্ভীর মূর্তি দেখলে পরম অন্তরঙ্গ বন্ধুরও বুক দুরুদুরু করত।

যাহক, অনেকদিন পরে বিবেকানন্দকে আবার হাসিখুশি দেখে সন্ন্যাসীরা সবাই আনন্দিত হলেন, ভাবলেন: এ যাত্রা তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেনই।

সেদিন খাওয়া শেষ হলে বিবেকানন্দ নিজে গাড়ু নিয়ে সবাইকে আঁচাবার জল ঢেলে দিলেন, তারপর তোয়ালে দিয়ে তাঁদের হাতমুখ মুছিয়ে দিতে লাগলেন। এতে কোন শিষ্য বিব্রত বোধ করে বললেন: "একি করছেন স্বামিজি! এসব কাজ আমার করা উচিত। আমি আপনার সেবক—আপনার সেবা গ্রহণ করতে পারি না।"

মধুরকণ্ঠে বিবেকানন্দ বললেন: "যিশু খ্রিস্ট কি তাঁর শিষ্যদের পা ধুইয়ে দেননি?"

হ্যাঁ, খ্রিস্ট তা দিয়েছিলেন বটে—নিজের জীবনের ঊনশেষ দিবসে!

চউঠা জুলাই। পরদিন অমাবস্যা ও শনিবার। বিবেকানন্দের ইচ্ছা হল, মঠে সেদিন কালীপূজা হবে। পূজার ব্যবস্থাদি সম্পর্কে নির্দেশ দিয়ে তিনি ঠাকুরঘরে ঢুকে সমস্ত দরজা-জানালা বন্ধ করে দিলেন। এতে সবাই বিস্ময়বোধ করলেন, কারণ তিনি ত কোনদিন জানালা-দরজা বন্ধ করে দেন না, বরং খুলে রাখেন!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘণ্টাতিনেক পরে ঠাকুরঘরে বসেই একখানা শ্যামাসঙ্গীত গাইলেন তিনি, তারপর ভাবমগ্নাবস্থায় ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলেন সেখান থেকে।

এবার মঠের প্রাঙ্গণে গিয়ে পায়চারি করতে লাগলেন তিনি, আর গুন্‌গুন্ করে গাইতে লাগলেন : "মন, চল নিজ নিকেতনে।"

যেদিন রামকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয়, সেদিনও তিনি এই গানখানিই গেয়েছিলেন ; শুনে অশ্রুসজল হয়ে উঠেছিল ঠাকুরের চোখদুটি !

কিছুক্ষণ পরে আপনমনে অতি মৃদুস্বরে বলে উঠলেন বিবেকানন্দ : "যদি এখন আরেকজন বিবেকানন্দ থাকত, তাহলে সে বুঝতে পারত, বিবেকানন্দ কি করেছে ! কিন্তু কালে অনেক বিবেকানন্দ জন্মাবে !!"

আহারের সময় হল। বিবেকানন্দ আজ অনেকদিন পরে সকলের সঙ্গে একত্র বসে আহার করলেন এবং হাস্যকৌতুকে মাতিয়ে তুললেন সবাইকে। খেতে খেতে একসময়ে তিনি বললেন যে অন্যদিনের চেয়ে আজ তাঁর শরীর যথেষ্ট ভাল বোধ হচ্ছে।

খাওয়ার পরে একটু বিশ্রাম করেই তিনি মঠের ব্রহ্মচারীদের ব্যাকরণ পড়াতে লাগলেন। অন্যদিন তিনি ঘণ্টাখানেকের বেশি পড়াতেন না, কিন্তু আজ পড়ালেন তিনঘণ্টা ধরে। বিবেকানন্দ স্বভাবতঃই সুশিক্ষক ছিলেন, কিন্তু আজকের মত সরস ও হৃদয়গ্রাহী পড়ান তিনি আর কোনদিন পড়াননি !

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ধ্যারতি হয়ে গেল। বিবেকানন্দ তাঁর নিজস্ব কক্ষে। সঙ্গে কেবল একটি ব্রহ্মচারী—তাঁর পরিচর্যার জন্য উপস্থিত।

ব্রহ্মচারীকে বিবেকানন্দ ঘরের বাইরে বসে জপ করতে নির্দেশ দিলেন, তারপর নিজে জপমালা হাতে নিয়ে পদ্মাসনে ধ্যানমগ্ন হলেন।

একঘণ্টা পরে জপ শেষ করে ঘরের মেজেতে শুয়ে পড়লেন বিবেকানন্দ এবং ব্রহ্মচারীটিকে ডেকে বাতাস করতে বললেন। তাঁর সমস্ত শরীর নিস্পন্দ!

রাত নটা। বিবেকানন্দের হাত ঈষৎ কেঁপে উঠল, ঘুমন্ত শিশুর মত অস্ফুটস্বরে একটু কেঁদে উঠলেন তিনি, তারপর দুটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মাথা বালিশ থেকে হেলে পড়ল। শেষ নির্বিকল্প সমাধি লাভ করলেন যুগর্ষি বিবেকানন্দ!

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/416

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

PRESENTED

LIBRARY
No.
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi